নগর সংস্করণ

রোববার
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪
১৪ আশ্বিন ১৪৩১, ২৫ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬
প্র স্বপ্ননিয়েসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com
বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩১৮

কয়েক মাস নজরে রেখে হিজবুল্লাহপ্রধানকে হত্যা

ইসরায়েলের হামলা

১৯৯২ সালে মাত্র ৩২ বছর বয়সে হিজবুল্লাহর প্রধান হন হাসান নাসরুল্লাহ। তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সশস্ত্র সংগঠনটি।

এএফপি, *বৈরুত*

হাসান নাসরুল্লাহ

বড় ধাক্কা খেল লেবাননের শিয়াপন্থী রাজনৈতিক দল ও সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ। চিরশত্রু ইসরায়েলের হামলায় গত শুক্রবার রাতে নিহত হয়েছেন সংগঠনটির প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ। তিন দশকের বেশি সময় ধরে হিজবুল্লাহর নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। নাসরুল্লাহর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংকট আরও গভীর হলো।

সংবাদমাধ্যম *দ্য নিউইয়র্ক টাইমস* জানিয়েছে, কয়েক মাস ধরে নাসরুল্লাহর গতিবিধি অনুসরণ করছিলেন ইসরায়েলি গোয়েন্দারা। অনেক বছর ধরে তিনি সরাসরি জনসমক্ষে আসতেন না। ৬৪ বছর বয়সী এই নেতা বিভিন্ন সময়ে টিভিতে দেওয়া ভাষণে অনুসারীদের বার্তা দিতেন। মধ্যপ্রাচ্যের জন্য হুমকি উল্লেখ করে তিনি ইসরায়েলকে হুঁশিয়ারি দিতেন।

ইসরায়েলের হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে একটি ভবন। অবশিষ্ট নেই কিছুই। গতকাল লেবাননের রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণ উপকণ্ঠে। ছবি : রয়টার্স

ইসরায়েল-হিজবুল্লাহর দ্বন্দ্ব বেশ পুরোনো। ২০০৬ সালে একবার যুদ্ধে জড়িয়েছিল তারা। এরপর গত বছর গাজা যুদ্ধ শুরুর পর হামাসের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ইসরায়েলে হামলা শুরু করে সংগঠনটি। পাল্টা হামলা চালাচ্ছিল ইসরায়েলও। দুই সপ্তাহ ধরে হামলা জোরদার করে ইসরায়েল। এরই মধ্যে গত শুক্রবার রাতে রাজধানী বৈরুতসহ লেবাননের বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা চালানো হয়।

শুক্রবারের হামলার পর ইসরায়েলি বাহিনীর একাধিক মুখপাত্র জানান, এদিন বৈরুতে হিজবুল্লাহপ্রধান হাসান নাসরুল্লাহসহ অন্য নেতাদের

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

» ইসরায়েলি হামলায় ১১ মাসে প্রাণ হারালেন যত নেতা পৃষ্ঠা ১৩

ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে ১৮ হাজার কোটি টাকা সরিয়েছেন এস আলম

দুর্বল ব্যাংক

পর্ষদ পুনর্গঠন হলেও ব্যাংকটি এস আলমের ঘনিষ্ঠদের নিয়ন্ত্রণে। তদন্তে সহায়তা করছেন না এমডি। নিজেদের হিসাবেই খেলাপি ঋণ ৪২%।

সানাউল্লাহ সাকিব, *ঢাকা*

বেসরকারি খাতে পরিচালিত ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে ঋণের নামে ১৮ হাজার কোটি টাকা এস আলম গ্রুপ একাই নিয়েছে; যা ব্যাংকটির মোট ঋণের ৬৪ শতাংশ। এসব ঋণ নেওয়া হয়েছে কাল্পনিক লেনদেনের মাধ্যমে, যার জামানতও নেই। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিদর্শনে এসব বিষয় উঠে এসেছে। আবার ব্যাংকটির মোট ঋণের ৪২ শতাংশ খেলাপি হয়ে পড়ছে বলে ব্যাংকটির অভ্যন্তরীণ নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংককে তারা জানিয়েছে, খেলাপি ঋণ ৪ শতাংশের কম।

নানা অনিয়মের কারণে আর্থিক বিপর্যয়ে পড়া এই ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এক মাস আগে পুনর্গঠন করে এস আলমমুক্ত করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংকটিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে পাঁচজন স্বতন্ত্র পরিচালক। এরপরও ব্যাংকটিতে এস আলমের প্রভাব কমেনি। ফলে পরিচালকেরা প্রকৃত চিত্র জানতে পারছেন না। ব্যাংকটি স্বয়ংক্রিয় তথ্যভান্ডার থেকে এস আলমসহ কিছু প্রতিষ্ঠানের ঋণ ও লেনদেনের তথ্য সরিয়ে ফেলেছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। ফলে প্রকৃত তথ্য বের করা কঠিন হয়ে পড়বে বলে মনে করছেন খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা এস আলমের ঋণ ও আমানতের বিষয়ে তথ্য চেয়ে ঠিকমতো পাচ্ছেন না। ফলে ব্যাংকটির প্রকৃত চিত্র বের করতে পারছেন না। এস আলমের পক্ষে ব্যাংকটিতে ভূমিকা রাখছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোকাম্মেল হক চৌধুরী। ২০২০ সাল থেকে তিনি ব্যাংকটির এমডি। এর আগে তিনি এস আলম গ্রুপের মালিকানাধীন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন। এই ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলম নিজেই।

ব্যাংক দখল, অর্থ লুটপাট ও অর্থ পাচারে সাইফুল আলমের সহযোগী হিসেবে পরিচিত

- ২০২১ সালে ভল্টে টাকার গরমিল হলেও কেউ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।
- ২০২২ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলেছিল ৯৫% ঋণ খেলাপিযোগ্য।
- এস আলম গ্রুপ একাই নিয়েছে ৬৪% ঋণ।

মোকাম্মেল হক চৌধুরী বিদায়ী সরকারেরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এই তালিকায় আরও আছেন এস আলমের ছেলে আহসানুল আলম ও জামাতা বেলাল আহমেদ। তাঁরা দুজনই ইউনিয়ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান-পরিচালক ছিলেন। পরে আহসানুল আলম ইসলামী ব্যাংক ও বেলাল আহমেদ সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান হন। এসব ব্যাংকও এস আলমের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ মোস্তফা কে মুজেরী এ নিয়ে *প্রথম আলো*কে বলেন, এই ব্যাংক ডুবছিল, তা আগে থেকেই সবাই জেনেছিল। এখন পর্ষদ পরিবর্তন হলেই উন্নতি হবে, তা বলা যাবে না। পরবর্তী ধাপ হিসেবে কী করা যায়, তা এখনই ঠিক করতে হবে। ব্যাংক একীভূত করা, মূলধন জোগান দেওয়া বা অন্য কোনো ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ব্যাংকটি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের বিদেশযাত্রা আটকে দেওয়া যায়। তাহলে তাঁদের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যাবে, জড়িত হলে বিচারের আওতায় নিতে সুবিধা হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

বৈষম্যবিরোধী স্বাস্থ্য উপকমিটি

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত ১ হাজার ৫৮১

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৫৮১ জন নিহত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্বাস্থ্যবিষয়ক উপকমিটি এবং জাতীয় নাগরিক কমিটি। বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে বেসরকারি এই তালিকায় এসব নাম অন্তর্ভুক্ত

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

সাভার, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ

বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ, ২২ কারখানায় ছুটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা ও সাভার* এবং **প্রতিনিধি**, *গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ*

দেশের পোশাকশিল্পের সব কারখানার শ্রমিকদের মাসিক হাজিরা বোনাস বৃদ্ধিসহ ১৮ দফা দাবি বাস্তবায়নে সম্মত হয়েছে মালিকপক্ষ। গত মঙ্গলবার সচিবালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের চার উপদেষ্টা, তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর নেতা, পোশাক কারখানার মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের উপস্থিতিতে এ বিষয়ে যৌথ ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর শিল্পাঞ্চলগুলোতে স্বাভাবিক ছন্দ ফিরবে বলে আশা করা হয়েছিল। তবে গতকাল শনিবারও ঢাকার উপকণ্ঠ সাভার, আশুলিয়া, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে। যদিও বিজিএমইএর দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, ৯৮ শতাংশ কারখানাই গতকাল সচল ছিল।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

তাঁর ভয়ে ‘টুঁ-শব্দ’ করতেন না কেউ

আওয়ামী গডফাদার ৫

চট্টগ্রাম-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ফজলে করিম চৌধুরী নিজ এলাকায় ছিলেন ‘রাজা’। ২০১৪ সালের পর হয়ে ওঠেন বেপরোয়া।

গাজী ফিরোজ, *চট্টগ্রাম*

শুধু বিরোধী দল নয়, নিজের দলের বিরুদ্ধ মতের নেতা-কর্মীদেরও এলাকাছাড়া করেছেন তিনি। ঘরছাড়া করেছেন অনেককেই। ভেঙে দিয়েছেন স্থানীয় সরকারের নির্বাচনী ব্যবস্থা। পছন্দের লোক ছাড়া জনপ্রতিনিধি হতে পারতেন না কেউ। সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গা দখল করে গড়ে তোলেন বাগানবাড়ি, বিপণিবিতান। গুম-খুনের অভিযোগ তো আছেই। এত সব অভিযোগ যাঁর বিরুদ্ধে, তিনি হলেন আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী।

চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসনের সাবেক এই সংসদ সদস্য যেন নিজ এলাকায় ছিলেন ‘রাজা’। মূলত ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনের পর থেকে বেপরোয়া হয়ে ওঠেন ফজলে করিম। কেউ ‘টুঁ-শব্দ’ করার সাহস পেতেন না। তাঁর কারণে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ছাড়াও দুই শতাধিক শিক্ষক, কর্মচারী তাঁদের কর্মস্থল

গ্রেপ্তারের পর ফজলে করিম চৌধুরীকে আদালতে নেওয়া হচ্ছে। ফাইল ছবি

রাউজানে যেতে পারেননি। ফজলে করিমের ৭০ থেকে ৮০ জনের একটি বাহিনীও সক্রিয় ছিল।

ধর্মীয় একটি আধ্যাত্মিক সংগঠনের ৪৬টি কার্যালয় গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এত দিন কেউ ভয়ে মুখ না খুললেও এখন এলাকায় ফিরছেন। প্রতিকার চেয়ে মামলাও করছেন। সম্প্রতি চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে বিক্ষুব্ধ লোকজন ফজলে করিমকে বহনকারী প্রিজন ভ্যান ঘিরে বিক্ষোভ করেছেন। সরেজমিন ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

- শুধু বিরোধী দল নয়, নিজ দলের বিরুদ্ধ মতের নেতা-কর্মীরাও এলাকাছাড়া।
- ব্যালটে সিল মারতে না দেওয়ায় দুই শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী কর্মস্থলে যেতে পারেননি।
- জমি দখল করে বাগানবাড়ি।
- গুম-খুনের অভিযোগে মামলা।

ফজলে করিম ১৯৯৬ সালের আগে যুক্ত ছিলেন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এনডিপি) রাজনীতিতে। আওয়ামী লীগবিরোধী এই দল ছিল যুদ্ধাপরাধের দায়ে দণ্ডিত হয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর। ফজলে করিম সালাউদ্দিন কাদেরের চাচাতো ভাই। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেলেও বিপুল ভোটে হেরে যান ফজলে করিম। এরপর ২০০১ সালে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ সদস্য হন তিনি। এরপর ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালেও আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ সদস্য হয়েছেন। ২০১৪ ও ২০১৮ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

আজকের আবহাওয়া

রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু জায়গায় এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ৪৮ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫০ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : যশোরে ৩৪.৮° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ২১.৯° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪:৩৫	মাগরিব	৫:৫১
জোহর	১১:৫৩	এশা	৭:০৫
আসর	৪:০৮	কাল ফজর	৪:৩৬

তারেক রহমান বললেন

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আস্থা ছিল এবং আছে, তবে একটি কিন্তু রয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঝিনাইদহ*

জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকারই কেবল গণতন্ত্র ও দেশে উন্নয়নের নতুন ধারা সৃষ্টি করতে পারে, এই মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, 'এই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সেদিনও আমাদের সমর্থন ও আস্থা ছিল, আজও আছে। তবে এখানে একটি কিন্তু রয়েছে। তাদের প্রতি আমাদের আস্থাকে প্রশ্নহীন রাখার চ্যালেঞ্জ কিন্তু তাদেরকেই নিতে হবে।'

গতকাল শনিবার বিকেল চারটার দিকে ঝিনাইদহ পায়রা চত্বরে জেলা বিএনপি আয়োজিত এক সমাবেশে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তারেক রহমান এসব কথা বলেন। এই সমাবেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ঢাকায় নিহত ঝিনাইদহের সাব্বির হোসেন ও প্রকৌশলী রাকিবুল হাসানের জন্য দোয়া মোনাজাত করা হয়। সমাবেশে বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের হাজার হাজার নেতা-কর্মী অংশ নেন।

তারেক রহমান বলেন, 'আমরা আজ এমন একটা পরিবেশে সমবেত হয়েছি, যেখানে কারও কোনো ভয় নেই। সবাই শঙ্কামুক্ত পরিবেশে একত্র হয়ে কথা বলছে পারছি। অথচ মাত্র কদিন আগেও এই দেশের মানুষ দলমত-নির্বিশেষে কথা বলতে পারত না। জনগণের আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচার পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'স্বৈরাচার পতনের এই সময়ে গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দল, ছাত্র-জনতা, কৃষক, শ্রমিক ও সর্বস্তরের মানুষের অবদানকে যদি আমরা মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হই, ১৬ বছরে স্বৈরাচারী হাসিনার গুম, খুন, হামলা-মামলা ও নির্যাতনের শিকার জনতার অবদানকে যদি স্বীকৃতি দিতে না পারি, তাহলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।'

গাজীপুরে সমাবেশে ফখরুল

আ.লীগের সৃষ্ট জঞ্জাল দূর করে নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করুন

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

দ্রুত নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আওয়ামী লীগ যে জঞ্জাল সৃষ্টি করেছে গত ১৪-১৫ বছরে, সেই জঞ্জালগুলো দূর করে একটি পরিবেশ তৈরি করেন, যেখানে সব রাজনৈতিক দল একটি নির্বাচন করতে পারে।

গাজীপুর জেলা ও মহানগর শ্রমিক দল আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ কথা বলেন। গতকাল শনিবার বিকেলে কোনাবাড়ী ডিগ্রি কলেজ মাঠে পোশাকশিল্পসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দুষ্কৃতকারীদের প্রতিরোধ, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবিতে ওই শ্রমিক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে মির্জা ফখরুল বলেন, 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব আমরা অন্তর্বর্তী সরকারকে দিয়েছি। সেটা নিয়ে তারা কাজ শুরু করেছেন। আমরা সহযোগিতা করছি।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের নেতা তারেক রহমানও একই কথা বলেছেন। আমরা আশা করি, এই সরকার সুন্দর একটি পরিবেশ করতে পারবে, আমরা ভোট দিতে চাই।'

ভারতের উদ্দেশে বিএনপির এই নেতা বলেন, 'আমরা ভারতকে বারবার বলেছি, অনুরোধ করেছি, যিনি গণহত্যা করেছেন, তাঁকে জায়গা দেবেন না। তিনি বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন এবং অনেক গণহত্যার আসামি হয়েছেন। তারা (ভারত) এখন পর্যন্ত কিছু বলেনি।'

সিজিএস আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাখাওয়াত হোসেন। গতকাল রাজধানীর বিআইআইএসএস মিলনায়তনে। ছবি : প্রথম আলো

বিগত সরকার গুম খুনে রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করেছে

সিজিএসের আলোচনা

সভায় হত্যা ও ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত র‍্যাবের বিলুপ্তির পক্ষে মত দেন অধিকাংশ আলোচক।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বস্ত্র, পাট ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, 'দেশে পুলিশকে দিয়েই মানবাধিকার হরণের কাজ শুরু হয়। ডিজিএফআইয়ের কাজ ছিল আন্তঃবাহিনীর নিরাপত্তা নিয়ে; কিন্তু তারা বিগত দশকগুলোতে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিগত সরকার গুম-খুনের জন্য এসব বাহিনীকে ব্যবহার করেছে। তবে আমরা দানবিক পুলিশ নয়, মানবিক পুলিশ গঠন করতে চাই।'

গতকাল শনিবার সকালে রাজধানীর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) মিলনায়তনে 'গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য সংলাপ-মানবাধিকার প্রসঙ্গ' শীর্ষক আলোচনায় উপদেষ্টা সাখাওয়াত হোসেন এ মন্তব্য করেন। সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) এই আলোচনার আয়োজন করে। সভায় ক্রসফায়ারে হত্যা ও ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত র‍্যাবের বিলুপ্তির পক্ষে মত দেন অধিকাংশ আলোচক।

উপদেষ্টা সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান দমনের সময় পুলিশের হাতে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হয়েছিল, তা কীভাবে সাধারণ লোকের হাতে গেল, এ নিয়ে তদন্ত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত ১ হাজার ৪৮টি পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এ জন্য পুলিশে সংস্কার দরকার।

আলোচনা প্রসঙ্গে সাখাওয়াত হোসেন রসিকতা করে বলেন, যদিও তিনি এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নেই, তবু তিনি পুলিশ কমিশন গঠনে দৃঢ় অবস্থানে রয়েছেন। তিনি সরস বাক্‌ভঙ্গিতে বলেন, তিনি এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নেই। বস্ত্র, পাট ও নৌকা—এসবের দায়িত্বে রয়েছেন। দর্শকেরা এ সময় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব দিলে তিনি বলেন, এটা তাহলে 'জাহাজ ও বন্দর মন্ত্রণালয়' হতে পারে।

সাখাওয়াত হোসেন বলেন, তিনি এই মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব নিয়ে দেখেছেন, কীভাবে চুরি করতে হয়, প্রকল্প তৈরি করতে হয়—এসব নিয়ে তারা (আওয়ামী লীগ সরকার) ব্যস্ত থেকেছে। ২৪টি স্থলবন্দর করা হয়েছে, যার অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয়। এর মধ্যে আটটি স্থলবন্দরে কেউ যায় না।

মানবাধিকার নেত্রী ও সিজিএসের চেয়ারপারসন মুনিরা খান বলেন, 'মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকারের জন্য অর্থপূর্ণ কী কাজ করতে পেরেছেন তা আমাদের জানা নেই। জনগণের ভোটাধিকার একটি বড় মানবাধিকার। বিগত স্বৈরাচারী সরকারের সময় সেটি মানুষের ছিল না। কী করলে আমরা আর স্বৈরাচারকবলিত হবো না, তা নিশ্চিত করতে কাজ করতে হবে। এ জন্য এই সরকারকে সময় দিতে হবে। অধীর না হয়ে, অধৈর্য না হয়ে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এই সরকারকে সবার সহযোগিতা করতে হবে।'

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিচালক নূর খান বলেন, মানবাধিকার কমিশন গঠনে কোনো স্বচ্ছতা নেই। এর কোনো কার্যকারিতা নেই। তিনি বলেন, গত ১৫ বছরে ৬ হাজারের বেশি ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটেছে। এসব হত্যা ও গুমের ঘটনার বিচারের জন্য যেসব তদন্ত রিপোর্ট আছে, সেগুলো দালিলিক প্রমাণ হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। এ ছাড়া আয়নাঘর নামের গোপন বন্দিশালা, হাজতখানা, নির্যাতনকেন্দ্রসহ সব স্থাপনা সংরক্ষণ করতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এলিনা খান বলেন, মানবাধিকার কমিশন সংস্কারের নামে একজনের বদলে আরেকজনকে এনে কোনো বিশেষ ফল পাওয়া যাবে না। মানবাধিকার কমিশনের আইনটিই এই সংস্থাকে অকার্যকর করে রেখেছে। এই আইনের বড় রকমের পরিবর্তন করতে হবে।

নারীনেত্রী ইলিরা দেওয়ান বলেন, 'মানবাধিকার কমিশন কখনো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেনি। অনেক সময় তারা পার্বত্য এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় তদন্ত করেছে; কিন্তু আমরা সেই তদন্ত রিপোর্ট জানতে পারিনি। পার্বত্য এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সেখানে যেতে দেওয়া হয় না।'

এবি পার্টির যুগ্ম সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ আগস্টের গণহত্যা, পিলখানায় গণহত্যা ও হেফাজত গণহত্যার তদন্তের জন্য কমিশন গঠনের দাবি করেন।

মায়ের ডাকের সমন্বয়ক সানজিদা ইসলাম বলেন, যারা গুম-খুনের সঙ্গে জড়িত, সেসব বাহিনীর প্রধানেরা পরিবর্তন হলেও পরের স্তরের সবাই স্বপদে বহাল রয়েছেন। তাঁদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

জি-নাইনের সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন তাঁর নিজের গুমের শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে বলেন, বিগত সরকার গুম-খুনের যে ঘৃণ্য চর্চা করেছে, তা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে ১৯৭২ সাল থেকে যত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, সব কটির বিচার হওয়া দরকার।

সঞ্চালক সিজিএসের নির্বাহী পরিচালক জিল্লুর রহমান বলেন, গত প্রায় দেড় দশকের আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় ছিল আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান। স্বাধীনতার পর থেকে নির্বাচন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার এসব বিভিন্ন বিষয়ে সংকট ছিল, এখনো আছে। এই ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে পুনর্গঠনের যে নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে, তা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আলোচনায় অংশ নেন গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি সুব্রত চৌধুরী, ব্যারিস্টার শিহাব উদ্দিন খান, রাজনীতি বিশ্লেষক আশরাফ কায়সার, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ, কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী দিলরুবা শরমিন, ট্রান্স নারী অধিকারকর্মী জয়া শিকদার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাইমা আক্তার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তৌহিদ সিয়াম, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক সালেহ আহমেদ, গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান, ব্যারিস্টার আহসান হাবীব ভূঁইয়া প্রমুখ।

দেশের উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার নিউইয়র্ক ত্যাগ

বাসস, *নিউইয়র্ক*

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশন এবং অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক ও অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে ঢাকার উদ্দেশে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেছেন।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বাসসকে বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইট শুক্রবার স্থানীয় সময় রাত ৯টা ৩০ মিনিটে ঢাকার উদ্দেশে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করে।

ফ্লাইটটির ২৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ২টা ১৫ মিনিটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার কথা।

শফিকুল আলম বলেন, বাংলাদেশের কোনো সরকারপ্রধানের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের সবচেয়ে সফলতম সফর ছিল এবার।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনসহ ১২টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সাইডলাইনে ৪০টি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেন। সফরকালে প্রধান উপদেষ্টার ব্যাপক কর্মতৎপরতা বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিশ্বের অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং অংশীদারত্ব এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ডেঙ্গুতে এক দিনে ৭ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৮৬০

ডেঙ্গু পরিস্থিতি

চলতি মাসের ২৮ দিনে ডেঙ্গুতে ৬৭ জনের মৃত্যু হলো। এর মধ্যে শিশুর সংখ্যা ৭।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে, যা চলতি বছরে এখন পর্যন্ত এক দিনে সর্বোচ্চ। এ নিয়ে চলতি মাসের ২৮ দিনে ডেঙ্গুতে ৬৭ জনের মৃত্যু হলো। এর মধ্যে সাতটিই শিশু।

গতকাল শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (শুক্রবার সকাল আটটা থেকে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত) ডেঙ্গু নিয়ে ৮৬০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময় বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে দুজন করে চারজন, ঢাকা বিভাগ (মহানগরের বাইরে), ঢাকা উত্তর সিটি ও ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে একজন করে তিনজনসহ মোট সাতজন ডেঙ্গু রোগী মারা গেছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে সর্বোচ্চ ১৯৫ রোগী ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরপর ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ১৮১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ১৬৪, ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ১০৯, বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ১০১, খুলনা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ৫৩, ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ৩২, রংপুর বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ১৭, সিলেট বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ৬ এবং রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ২ জন ভর্তি হয়েছেন।

চলতি বছর এ পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২৮ হাজার ৫৬৫ জন। আর এ বছর এডিস মশাবাহিত রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫০ জনের। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৮২ ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। আর ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৫২ শতাংশ নারী ও ৪৮ শতাংশ পুরুষ।

সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও মারা যাচ্ছেন ২১ থেকে ৩০ বছর বয়সীরা। চলতি বছর এই বয়সীদের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ৮ হাজার ৩২২। আর মারা যাওয়া ব্যক্তির সংখ্যা ৩৪।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর মধ্যে ৬২ দশমিক ৮ শতাংশ পুরুষ ও ৩৭ দশমিক ২ শতাংশ নারী।

১৮ হাজার কোটি টাকা সরিয়েছেন এস আলম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কার ব্যাংক, চালিয়েছে কে

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারানো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে ২০১২ সালে ৯টি ব্যাংক অনুমোদন হয়। এর সব কটিই রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুমোদন দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মধ্যে ইউনিয়ন ব্যাংক একটি। ব্যাংকটির উদ্যোক্তাদের পেছনে শুরু থেকে এস আলম গ্রুপ থাকলেও সামনে রাখা হয় জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও মহাসচিব জিয়াউদ্দিন বাবলুকে। তখন আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি এক জোট হয়ে সরকারে ছিল। ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠার শুরুতেই ব্যাংকটির চেয়ারম্যান হন এস আলমের ভাই শহীদুল আলম। এতে ব্যাংকের পুরো নিয়ন্ত্রণ চলে যায় এস আলম গ্রুপের কাছে। ব্যাংকটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা পরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সাবেক মহাপরিচালক লে. জেনারেল (অব.) মোল্লা ফজলে আকবর। বিভিন্ন সময় চেয়ারম্যান ও পরিচালক ছিলেন সাইফুল আলমের ভাই রাশেদুল আলম, ওসমান গনি, সাইফুল আলমের ছেলে আহসানুল আলম ও জামাতা বেলাল আহমেদ। এ ছাড়া হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, জিয়াউদ্দিন বাবলু ও তাঁর স্ত্রী মেহেজুবেন্নেসা রহমানও পর্ষদে ছিলেন। পর্ষদ বিলুপ্তির আগে এস আলম গ্রুপের পক্ষে ইউনিয়ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন মো. সেলিম উদ্দিন, তিনি আগে ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক ছিলেন।

গত ২৭ আগস্ট আগে পর্ষদ বিলুপ্ত করে নতুন পর্ষদে চেয়ারম্যান করা হয় এক্সিম ব্যাংকের সাবেক এমডি মু. ফরীদ উদ্দিন আহমদকে। তাঁর সঙ্গে থাকা অপর চার স্বতন্ত্র পরিচালক হলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক মো. হুমায়ুন কবীর, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম জাহীদ ও হিসাববিদ শেখ জাহিদুল ইসলাম।

অনিয়মের যত ধরন

২০১৩ সালে যাত্রার পর বেসরকারি এই ব্যাংক সরকারি প্রতিষ্ঠানের আমানতের দিকে নজর দেয়। এরপর নামসর্বস্ব ট্রেডিং প্রতিষ্ঠান দেখিয়ে ঋণের নামে টাকা তুলে নেওয়া হয়। জনবল নিয়োগে এককভাবে চট্টগ্রামের পটিয়ার ব্যক্তিরা গুরুত্ব পান। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় ২০২০ সালে ব্যাংকটির এমডি হিসেবে মোকাম্মেল হক চৌধুরী যোগ দেওয়ার পর। তিনিও চট্টগ্রামের বাসিন্দা ও এস আলম পরিবারের আত্মীয়।

২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা ইউনিয়ন ব্যাংকের গুলশান শাখার ভল্ট পরিদর্শনে গিয়ে ঘোষণার চেয়ে কম টাকা থাকার বিষয়টি দেখতে পান। কাগজপত্রে ওই শাখার ভল্টে যে পরিমাণ টাকা থাকার তথ্য রয়েছে, বাস্তবে তার চেয়ে প্রায় ১৯ কোটি টাকা কম পান। নিয়ম অনুযায়ী, ভল্টের টাকার গরমিল থাকলে তা আইনি ব্যবস্থা নিতে হয়। অথচ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এমনকি তখনকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবিরও কোনো ব্যবস্থা নেননি। তখন পুলিশের সাবেক আইজি বেনজীর আহমেদের সঙ্গেও ব্যাংকটির এমডি মোকাম্মেল হক চৌধুরীর ঘনিষ্ঠতা ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২১ সালভিত্তিক ঋণের তথ্য পর্যালোচনা করে ইউনিয়ন ব্যাংককে চিঠি দিয়ে জানায়, ব্যাংকটির বিতরণ করা ঋণের ১৮ হাজার ৩৪৬ কোটি টাকা খেলাপি হওয়ার যোগ্য, যা ব্যাংকটির মোট ঋণের ৯৫ শতাংশ। অর্থাৎ ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে যত ঋণ বিতরণ করেছে, তার সিংহভাগই খেলাপি বা অনিয়মযোগ্য। তখন পরিদর্শনে উঠে আসে শুধু ট্রেড লাইসেন্সের ভিত্তিতে কোম্পানি গঠন করে ঋণের বড় অংশই বের করে নিয়েছে প্রায় ৩০০ প্রতিষ্ঠান। আবার অনেক ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্সও ছিল না। কাগুজে এসব কোম্পানিকে দেওয়া ঋণের বেশির ভাগেরই খোঁজ মিলছে না এখন। ফলে এসব ঋণ আদায়ও হচ্ছে না। রাজধানীর পান্থপথ, গুলশান, বনানী, দিলকুশা, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ, খাতুনগঞ্জসহ আরও কয়েকটি শাখার মাধ্যমে এই অর্থ বের করে নেওয়া হয়। এসব ঋণের যথাযথ নথিপত্রও ব্যাংকের কাছে নেই। অনেক ক্ষেত্রে ঋণ অনুমোদন ছাড়া বিতরণ করা হয়েছে।

এরপরও ইউনিয়ন ব্যাংককে প্রাথমিক গণপ্রস্তাব বা আইপিওর মাধ্যমে শেয়ারবাজার থেকে ৪২৮ কোটি টাকা উত্তোলন করার সুযোগ দেয় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে ব্যাংকটি শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তও হয়। ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের এই ব্যাংকের শেয়ারের দাম এখন ৭ টাকা।

আর্থিক খাতের বহুল আলোচিত ব্যক্তি প্রশান্ত কুমার হালদার (পি কে হালদার) বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা বের করতে অসংখ্য কাগুজে কোম্পানি গঠন করেছিলেন। তবে সেসব কোম্পানি যৌথ মূলধন ও কোম্পানিসমূহের পরিদপ্তরে (আরজেএসসি) নিবন্ধিত ছিল। কিন্তু ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে যেসব কোম্পানির নামে ঋণ বের করে নেওয়া হয়েছে, সেসব কোম্পানির অস্তিত্ব বলতে শুধু ট্রেড লাইসেন্স। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশির ভাগেরই কোনো অস্তিত্ব নেই। এভাবে ব্যাংকটি থেকে নানা উপায়ে অর্থ বের করে নেওয়া হয়।

ব্যাংকটির একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, উচ্চপর্যায়ের নির্দেশে জাতীয় নির্বাচনের আগে অনেক প্রার্থীকে নগদ টাকা দেওয়া হয়েছে। তারকা থেকে খেলোয়াড়—অনেকেই টাকা নেওয়ার তালিকায় ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের নামে ঋণ তৈরি করে টাকা দেওয়া হয়েছে। সরকার পরিবর্তনের পর এসব নথি সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ঋণের ৬৫% নিয়েছে এস আলম গ্রুপ

২৭ আগস্ট পর্ষদ পুনর্গঠনের পর এস আলম নামে ও বেনামে কত টাকা ঋণ নিয়েছে, তা জানতে চায় বাংলাদেশ ব্যাংক। পাশাপাশি এস আলমের নামে ও বেনামে কোনো আমানত থাকলে তা উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। এ ছাড়া জব্দ করা হয় ব্যাংকটিতে থাকা এস আলমের নামে ও বেনামি সব শেয়ার।

ব্যাংকটির ৩১ আগস্টভিত্তিক অভ্যন্তরীণ এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, তখন ঋণ ছিল ২৭ হাজার ৭৬৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি হয়ে পড়েছে ১১ হাজার ৫৭৮ কোটি টাকা বা ৪২ শতাংশ। এর মধ্যে ৯ হাজার ২৬২ কোটি টাকা খেলাপি হয়েছে ক্ষতিজনক মানে, যা আদায় করা বেশ কঠিন। যদিও ব্যাংকটি গত জুনে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জানিয়েছে, খেলাপি ঋণ মাত্র ১ হাজার ৪৪ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৪ শতাংশের কম।

২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শক দল ব্যাংকটির এমডির কাছে পাঠানো এক চিঠিতে জানায়, 'ব্যাংকে এস আলম গ্রুপের ঋণ প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা। যার বেশির ভাগই কাল্পনিক লেনদেন ও এসব ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানত নেই।' ফলে ২৭ হাজার ৭৬৭ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে ৬৫ শতাংশই এস আলম গ্রুপের।

ব্যাংকটির একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নতুন চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো চিঠিতে বলেছেন, 'গত ১৭ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইউনিয়ন ব্যাংকে এস আলমের নামে ও বেনামে ঋণের তথ্য ও নথিপত্র চায়। এটা জানতে আমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ই-মেইল করি, যার অনুলিপি দেওয়া হয় এমডির কাছেও। এর পরদিন এমডি টেলিফোনে আমাকে বলেন, এরপর যেন এস আলমের ঋণের ব্যাপারে কোনো তথ্য কারও কাছে না চাওয়া হয়, নইলে তাকে সরিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তাকে নন-পারফরমার আখ্যা দিয়ে দুই দিনের মধ্যে ২৫ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ আদায়ের লক্ষ্য দেওয়া হয়।'

এভাবে যারা এস আলম-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে, তাদেরই কোণঠাসা করে ফেলছেন এমডি। মোকাম্মেল হক চৌধুরীর বক্তব্য জানতে গত এক মাসে তিন দিন ব্যাংকটিতে গেলেও তিনি দেখা দেননি। তাঁকে মুঠোফোনে বারবার যোগাযোগ করা হলেও সাড়া দেননি।

ব্যাংকটি এখন তারল্য, সংকটে ভুগছে। অনেক শাখার নগদ লেনদেন বন্ধ রয়েছে। নতুন পর্ষদও কোনো উদ্যোগ নিতে পারছে না। ব্যাংকটির চেয়ারম্যান মু. ফরীদ উদ্দিন আহমদ এ নিয়ে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বাংলাদেশ ব্যাংক তারল্য সহায়তা না দিলে ব্যাংক চালানো কঠিন হয়ে পড়বে। বাংলাদেশ ব্যাংক সবকিছু দেখছে। তারাই বের করবে, কে কত টাকা নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নেই।'

তাঁর ভয়ে 'টুঁ-শব্দ' করতেন না কেউ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক প্রভাবের সঙ্গে বেড়েছে তাঁর সম্পদও। আওয়ামী লীগের টানা ক্ষমতায় থাকা ১৫ বছরে তাঁর বার্ষিক আয় বেড়েছে ১১ গুণ।

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হাসিনা সরকারের পতনের পর কিছুদিন আত্মগোপনে ছিলেন ফজলে করিম। ১২ সেপ্টেম্বর অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া সীমান্তের আবদুল্লাহপুর এলাকা থেকে তাকেঁ আটক করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকা ফজলে করিমের বিরুদ্ধে হত্যা, জায়গা দখল, গুমের অভিযোগে ১২টি মামলা হয়েছে। অবৈধভাবে তাঁর দখলে থাকা জমির তালিকা তৈরি করছে স্থানীয় প্রশাসন।

ভোট নয়, পছন্দের লোকই জনপ্রতিনিধি

২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাউজান থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এর পর থেকে রাউজানে স্থানীয় সরকারের প্রায় সব পর্যায়ের নির্বাচনে বিনা ভোটের প্রচলন শুরু হয়।

২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত ১৪টি ইউপি নির্বাচনের মধ্যে ১১টিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২০২১ সালে ১৪ ইউনিয়নের সব কটিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান ও সাধারণ সদস্যরা নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত নারী চেয়ারম্যান পদে সবাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ২০২৩ সালেও তিনটি পদে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই তিনজন নির্বাচিত হন।

তবে ২০১১ সালের পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র নির্বাচিত হয়েও এলাকায় যেতে পারেননি উত্তর জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল হাছান। তিনি ২০১৮ সালে মারা যান। এরপর ২০১৫ সালের নির্বাচনে ফজলে করিমের পছন্দের প্রার্থীকে পাশ কাটিয়ে দলীয় মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচন করেন উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক দেবাশীষ পালিত। কিন্তু নির্বাচিত হয়েও তিনি এলাকায় যেতে পারেননি। ২০২১ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেয়র নির্বাচিত হন ফজলে করিমের অনুসারী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি জমির উদ্দিন। সাধারণ সদস্যরাও নির্বাচিত হন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

বিরুদ্ধ মতের নেতা-কর্মী এলাকাছাড়া

ফজলে করিমের লোকজনের বাধা, হামলা ও মামলার কারণে টানা ১৫ বছর এলাকাছাড়া ছিলেন রাউজান উপজেলা বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, 'সাধারণ নেতা-কর্মী দূরের কথা, আমি নিজেও যেতে পারিনি। সরকার পতনের পর রাউজানে বিএনপির নেতা-কর্মীরা প্রকাশ্যে বিজয় মিছিল ও সমাবেশ করেছেন।' একই কথা বলেছেন রাউজানের বাসিন্দা ও উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক গোলাম আকবর খোন্দকারও।

শুধু বিএনপি নয়, নিজ দলের অনেক নেতাকেও এলাকাছাড়া করেছেন ফজলে করিম। এসব নেতা-কর্মীর মধ্যে রয়েছেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, যুগ্ম সম্পাদক দেবাশীষ পালিত, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুসলিম উদ্দিন খান, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, উপজেলা উত্তরের সভাপতি জিল্লুর রহমান, উপজেলা দক্ষিণের সভাপতি সৈয়দ মেজবাহ উদ্দিন। মুসলিম উদ্দিন খান তাঁর নির্দেশের বাইরে গিয়ে উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করতে চাইলে তাঁকে এলাকাছাড়া করা হয়। অন্যরাও এলাকাছাড়া হন তাঁর মতের বিরুদ্ধে গিয়ে।

দেবাশীষ পালিত *প্রথম আলোকে* বলেন, 'জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েও বিরোধী দলের মতো পালিয়ে বেড়াতাম। কেউ আমার ফেসবুকে লাইক, কমেন্ট করলে তাঁকে ধরে নিয়ে মারধর করা হতো। ফজলে করিম আমাকে কর্মীশূন্য করে ফেলেছিলেন।'

সাইফুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'মেয়র নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম কেনায় আমার বাড়িতে হামলা চালায় ফজলে করিমের লোকজন। এর পর থেকে আমি এলাকাছাড়া। মা-বাবার কবর পর্যন্ত জিয়ারত করতে যেতে পারিনি।'

গুম-খুনের অভিযোগ

দেশে ফিরে গত ফেব্রুয়ারিতে মা-বাবার কবর জিয়ারত করতে গ্রামে যান ওমানের ওয়ালজিয়া শাখা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসা (৪৫)। তাঁর ভাই মুহাম্মদ সোহেল বলেন, ফজলে করিমের লোকজন এসে মসজিদ থেকেই মুসাকে পিটিয়ে বের করেন। পিটুনিতে তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু হয়। ভাইয়ের লাশ মসজিদের পাশে ফেলে যায় খুনিরা।

কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক নুরুল আলম হত্যা মামলায় তাঁর স্ত্রী সুমি আক্তার বাদী হয়ে ১ সেপ্টেম্বর নগরের চকবাজার থানায় মামলা করেন। এতে ফজলে করিম চৌধুরীসহ ১৭ জনকে আসামি করা হয়। মামলায় বলা হয়, নগরের বাসা থেকে ২০১৭ সালের ২৯ মার্চ রাতে পুলিশ পরিচয়ে তুলে নেওয়া হয়েছিল নুরুল আলমকে। পরদিন চোখ, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় লাশ উদ্ধার করা হয় তাঁর গ্রামের বাড়ি রাউজানের খেলারঘাট কর্ণফুলী নদীর তীর থেকে। নিহতের স্ত্রী সুমি আক্তার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমার তিন সন্তানকে এতিম করেছেন ফজলে করিম। এত দিন মামলাও করতে পারিনি।'

২০১৩ সালে উপজেলার বাগোয়ানে মোজাম্মেল হক ও মুহাম্মদ সুমনকে পিটিয়ে হত্যা, ২০১৫ সালে যুবদল নেতা আবুল হাশেম, ২০১৯ সালে মুক্তিযোদ্ধা নুরুল আজিম, ২০২০ সালে যুবদল নেতা আবদুর রশিদকে খুনের ঘটনায় ফজলে করিম জড়িত বলে দাবি ব্যক্তিদের পরিবারের।

২০১০ সালে চট্টগ্রাম নগর থেকে নিখোঁজ উপজেলা যুবলীগের সাবেক নেতা আজিম উদ্দিন মাহমুদ এবং ২০১১ সাল থেকে নিখোঁজ বাগোয়ান ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান আবু জাফরকে গুম করার অভিযোগ রয়েছে ফজলে করিমের বিরুদ্ধে। আবু জাফরকে একটি মাইক্রোবাসে করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। দুজনের খোঁজ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

জমি দখল করে বাগানবাড়ি

রাউজান পৌরসভার ফকির তাকিয়া এলাকায় ৫ একর জায়গার ওপর ফজলে করিম চৌধুরী ২০১৫ সালে গড়ে তোলেন বাগানবাড়ি। চারপাশে গ্রিল দিয়ে ঘেরা। সেখানে দুটি বাংলো, গরুর খামার, পশু, পাখি ও হরিণের খাঁচা রয়েছে। সরকার পতনের পর সেখানে হামলা চালান বিক্ষুব্ধ লোকজন।

বাগানবাড়ির ৫ একর জমির মধ্যে ২ দশমিক ৩৮ একর খাসজমি বলে জানান রাউজান উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. রিদুয়ানুল ইসলাম। বাকি জমিও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দাকে জিম্মি করে দখল করার অভিযোগ রয়েছে।

বাগানবাড়ির জন্য বন বিভাগেরও ৮০ শতক জায়গা দখল করার অভিযোগ রয়েছে। রাউজান উপজেলা বন কর্মকর্তা উজ্জ্বল কান্তি মজুমদার *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি যোগ দেওয়ার আগেই এসব জায়গা দখল করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা বখতিয়ার উদ্দিন বলেন, বাগানবাড়িতে তাঁর পৈতৃক ১৪০ শতক জায়গা দখল করেছেন ফজলে করিম। তাঁর মতো স্থানীয় তোফায়েল আহমদ ও জাফর আহম্মদ নামের দুই ভাইয়ের ৮০ শতক জায়গা দখল করা হয়েছে। এ ছাড়া বাগানবাড়ির জন্য দখল করা হয়েছে নুরুল ইসলাম নামের আরেক ব্যক্তির জায়গা। বাগানবাড়ির পাশে স্থানীয় বাসিন্দাদের জমি দখল করে ফজলে করিম একটি পেট্রলপাম্প তৈরি করেছেন। জমির মালিকদের টাকা পরিশোধ না করেই এসব জমি রেজিস্ট্রি করিয়ে নেওয়া হয়েছে।

২৩ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের আদালতে ফজলে করিম, তাঁর দুই ছেলে ফারাজ করিম চৌধুরী, ফারহান করিম চৌধুরীসহ নয়জনের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগে আদালতে একটি মামলা করেন উপজেলার ফরেস্ট বিট এলাকার বাসিন্দা ইসলাম মিয়া।

ফজলে করিমের নির্দেশে সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গা দখল করে রাউজানের ১৪টি ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের কার্যালয় গড়ে তোলার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ফজলে করিমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে তাঁর স্ত্রী রিজওয়ানা ইউসুফ *প্রথম আলোকে* বলেন, সব ষড়যন্ত্র। অভিযোগের কোনো প্রমাণ নেই। তাঁর স্বামী গুম-খুনেও জড়িত নন, তিনি রাউজানের উন্নয়ন করেছেন।

গড়ে তোলেন বিপণিবিতান

উপজেলার নোয়াপাড়া পথেরহাট বাজারে সরকারি খাস এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের ১৫ শতক জমি দখল করে একটি তিনতলা ভবন গড়ে তোলার অভিযোগ রয়েছে ফজলে করিমের বিরুদ্ধে। ভবনের নিচতলায় ১টি কমিউনিটি সেন্টার ও ১২টি দোকান এবং ওপরে রয়েছে একাধিক ব্যাংক ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান।

ওই ভবনের ৫০০ মিটার পশ্চিমে নতুন একটি দোতলা ভবনের কাজ শেষ হয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানান, এটি সড়ক ও জনপথের জায়গা দখল করে নির্মাণ করা হয়েছে। ফজলে করিমের যোগসাজশে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মুহাম্মদ বাবুল মিয়াসহ কয়েকজন ভবনটি নির্মাণ করেন। ভবনের ২৫টি দোকান এরই মধ্যে ৪০-৪৫ লাখ টাকা করে বিক্রি করা হয়েছে।

একইভাবে দলীয় লোকজন দিয়ে এর পাশে আরেকটি দোতলা বিপণিবিতানও গড়ে তোলা হয়েছে সরকারি জায়গায়। রাঙামাটি-রাউজান সড়কের পশ্চিম গহিরার হালদা সেতু এলাকায়ও সরকারি জায়গা দখল করে তিনতলা একটি ভবন নির্মাণ করার অভিযোগ রয়েছে ফজলে করিমের বিরুদ্ধে।

রাউজান উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মুহাম্মদ রিদুয়ানুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, উপজেলার একাধিক ইউনিয়নের বাজার, সড়কের পাশে সরকারি জমি দখলের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। শিগগিরই এসব জমি উদ্ধারে অভিযান চালানো হবে।

কর্মস্থলে যেতে পারেননি ২০০ শিক্ষক-কর্মচারী

রাউজানের গহিরা কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক গোলাম ফারুক ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কয়েক দিন পর থেকে আর কলেজে যেতে পারেননি। এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কলেজে যোগ দেন।

গোলাম ফারুক *প্রথম আলোকে* বলেন, নির্বাচনে রাউজানের নদিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি প্রিসাইডিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর কাছে অবৈধভাবে সিল মারার জন্য ব্যালট পেপার চাওয়া হয়েছিল। তিনি দিতে রাজি হননি। এরপর ফজলে করিম তাঁকে কলেজে আসতে বারণ করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ নানা জায়গায় যোগাযোগ করেও তিনি কর্মস্থলে ফিরতে পারেননি।

শুধু গোলাম ফারুক নন, তাঁর মতো রাউজানের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার ২০০ শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী দীর্ঘদিন কর্মস্থলে যেতে পারেননি। সরকার পরিবর্তনের পর তাঁরা কর্মস্থলে ফিরেছেন। তবে এর মধ্যে কয়েকজনের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছে। মারাও গেছেন কয়েকজন।

নোয়াপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিব উল্লাহ বলেন, বিএনপি-সমর্থক সন্দেহে ২০১৭ সালে তাঁকে এলাকা ও স্কুলছাড়া করা হয়েছিল। তাঁর বাড়িতেও অন্তত পাঁচবার হামলা ও ভাঙচুর করা হয়।

গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় মুনিরীয়ার ৪৬ কার্যালয়

তরীকতভিত্তিক আধ্যাত্মিক সংগঠন মুনিরীয়া যুব তবলিগ কমিটির ৪৬টি শাখা কার্যালয় ও ইবাদতখানা ২০১৯ সালে গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ফজলে করিমের বিরুদ্ধে। এর বাইরে বাকি কার্যালয়গুলোতেও মেরে দেওয়া হয় তালা। হামলা-মামলার শিকার হন সংগঠনের পাঁচ শতাধিক কর্মী ও ভক্ত। মামলায় কারাভোগ করেন ৭৪২ জন। ভাঙচুর হয় ৮০০ সদস্যের বাড়িঘর ও দোকানপাট।

মুনিরীয়া যুব তবলিগ কমিটি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিষদের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল মনসুর বলেন, রাউজানে ৫০ শতাংশ মানুষ তাঁদের দরবারের অনুসারী। এ কারণে ফজলে করিম এ দরবারের পীর সাহেবকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতেন। তাই হামলা-মামলায় মুনিরীয়ার কর্মীদের এলাকাছাড়া করেন ফজলে করিম। তিনি বলেন, আগে আইনের আশ্রয় নেওয়াও সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি আটটি মামলা হয়েছে। আরও মামলার প্রস্তুতি চলছে।

উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ১০ শতাংশ কমিশন

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাউজানে ১৫ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব কাজে ফজলে করিমকে ১০ শতাংশ হারে কমিশন দিতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারেরা। বেশির ভাগ দরপত্রে অংশ নিতে পারতেন না ঠিকাদারেরা। পছন্দসই ব্যক্তিকে দেওয়া হতো কাজ।

বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও ঠিকাদার মুহাম্মদ মাহবুব আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, ২০১৬ সালে তিনি ২২ লাখ টাকা বরাদ্দের একটি সড়কের কাজ করেছিলেন। সে সময় তাঁকে ১০ শতাংশ কমিশনের ২ লাখ ২২ হাজার টাকা ফজলে করিমকে অগ্রিম দিতে হয়েছিল। একই ধরনের অভিযোগ করেছেন আরও কয়েকজন ঠিকাদার।

১৬ বছরে আয় বেড়েছে ১১ গুণ

রাউজানে ২০০৮ সাল থেকে টানা চারবার ২০২৪ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ফজলে করিম চৌধুরী। ২০০৮ সালের তুলনায় এখন তাঁর বার্ষিক আয় বেড়েছে ১১ গুণ। আগে শুধু ব্যবসা থেকে আয় এলেও এখন কৃষি ও মৎস্য খাতে নতুন করে বিনিয়োগ করেছেন তিনি। নির্বাচন কমিশনে গত বছরের ডিসেম্বরে জমা দেওয়া হলফনামা থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

১৬ বছর আগে ২০০৮ সালে ফজলে করিমের বার্ষিক আয় ছিল ২১ লাখ ১৯ হাজার টাকা। এখন তাঁর বার্ষিক আয় ২ কোটি ৩২ লাখ টাকা। ১৬ বছর আগে এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীর অস্থাবর সম্পত্তি ছিল ৮৩ লাখ টাকার। এখন তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৪ কোটি ৪৯ লাখ টাকা।

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) চট্টগ্রামের সম্পাদক আখতার কবির চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, সারা দেশের মধ্যে রাউজান ছিল আলাদা। এখানে ফজলে করিমের কথাই ছিল শেষ কথা। ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারেননি। এখন দখল, দুর্নীতি, অবৈধ সম্পদের তদন্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

“আমরা দানবিক পুলিশ নয়, মানবিক পুলিশ গঠন করতে চাই।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাখাওয়াত হোসেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা
গতকাল এক আলোচনা সভায়

সংক্ষেপে

ভারত ভ্রমণে শীর্ষে বাংলাদেশিরা

ভারতে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ভ্রমণে যাওয়া পর্যটকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিলেন বাংলাদেশিরা। এরপরই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান। বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে গত শুক্রবার ভারতের পর্যটন মন্ত্রণালয় এ তথ্য প্রকাশ করেছে। এতে দেখা গেছে, গত ৬ মাসে প্রায় ৪৭ লাখ ৮০ হাজার পর্যটক ভারত ভ্রমণ করেছেন। গত জুনে ৭ লাখ ৬ হাজার ৪৫ পর্যটক ভারত ভ্রমণ করেছেন। এ সংখ্যা ২০২৩ সালের জুনের তুলনায় ৯ শতাংশ বেশি। তবে ২০১৯ সালের জুনের তুলনায় ২ দশমিক ৮ শতাংশ কম। আর গত জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে পর্যটকের এ সংখ্যা ছিল ৪৭ লাখ ৭৮ হাজার ৩৭৪। এ সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯ দশমিক ১ শতাংশ বেশি, তবে তা ২০১৯ সালের একই সময়ের তুলনায় ৯ দশমিক ৮ শতাংশ কম। গত জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ভারতে পর্যটকদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে শীর্ষে থাকা পাঁচ দেশ হলো বাংলাদেশ (২১ দশমিক ৫৫ শতাংশ), যুক্তরাষ্ট্র (১৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ), যুক্তরাজ্য (৯ দশমিক ৮২ শতাংশ), কানাডা (৪ দশমিক ৫ শতাংশ) ও অস্ট্রেলিয়া (৪ দশমিক ৩২ শতাংশ)।
পিটিআই

বিড়াল

বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস উপলক্ষে বিনা মূল্যে জলাতঙ্কের টিকা দিতে বিড়ালটি নিয়ে এসেছে এক শিশু। গতকাল নারায়ণগঞ্জের ভেটেরিনারি হাসপাতালে। দিনার মাহমুদ

সাজেকে সোমবার পর্যন্ত পর্যটক না যেতে পরামর্শ

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের রুইলুই ভ্যালিতে পর্যটকদের আগামী সোমবার পর্যন্ত না যেতে পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। শুক্রবার জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জোবাইদা আক্তার স্বাক্ষরিত এক জরুরি নোটিশে জানানো হয়, গত মঙ্গলবার আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় ২৫, ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর সাজেক পর্যটনকেন্দ্রে পর্যটকদের ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানায় জেলা প্রশাসন। বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিরিন আক্তার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সাজেক রিসোর্ট-কটেজ মালিক সমিতির সভাপতি সুর্পণ দেববর্মণ *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘শনিবার থেকে আরও তিন দিন সাজেকে পর্যটকদের ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করার বিষয়ে একটি নোটিশ পেয়েছি। সে কারণে আমরা কোনো কক্ষ বুকিং নিচ্ছি না।’
প্রতিনিধি, *রাঙামাটি*

গত জুনে আরও একটি অর্থবছর শেষ হয়েছে। এই অর্থবছরে আমদানি-রপ্তানি মিলিয়ে বিলিয়ন বা শতকোটি ডলারের লেনদেন করেছে দেশের আটটি শিল্প গ্রুপ। এই আট শিল্প গ্রুপের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ছিল ১ হাজার ২২৩ কোটি ডলারের। এনবিআরের তথ্য পর্যালোচনা করে আট শিল্প গোষ্ঠীকে নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিলিয়ন ডলার ক্লাবের তালিকা করেছে *প্রথম আলো*। এই তালিকায় গত অর্থবছরে নতুন করে আবার যুক্ত হয়েছে একটি শিল্পগোষ্ঠী আর বাদ পড়েছে একটি। বিলিয়ন ডলারের ক্লাবের প্রতিষ্ঠানগুলো ও তাদের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নিয়েই এবারের মূল প্রতিবেদন।

চোখ রাখুন আগামীকাল

অসহিষ্ণুতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বার্তা দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক

সংবাদ সম্মেলনে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বরাবর লেখা একটি খোলাচিঠি পড়ে শোনানো হয়।

> কারও বিশ্বাস নিয়ে অসম্মান, ঘৃণাবাচক শব্দ ব্যবহার, আক্রমণ—এভাবে কোনো সহনশীল সংস্কৃতি নির্মাণ করা যায় না।
> **গীতি আরা নাসরিন**, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের ‘অসহিষ্ণু, আক্রমণাত্মক, নৈরাজ্যবাদী জমায়েত ও হামলা’ দেখে উদ্বিগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক।

এমন পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের এ সংগঠন অসহিষ্ণুতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছ থেকে স্পষ্ট বার্তা চেয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারের নির্মোহ ভূমিকা ও আশু পদক্ষেপ আশা করেছে তারা।

গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে শিক্ষক নেটওয়ার্ক আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বরাবর লেখা একটি খোলাচিঠি পড়ে শোনানো হয়। চিঠিটি প্রধান উপদেষ্টাকে পাঠানো হবে এবং স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা, আইন, ধর্ম ও প্রতিরক্ষা উপদেষ্টাকেও অনুলিপি পাঠানো হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

খোলাচিঠি পড়ে শোনান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গীতি আরা নাসরিন। ড. ইউনূসের উদ্দেশে চিঠিতে বলা হয়, ‘পরিতাপের বিষয়, অভ্যুত্থানের মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বাংলাদেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের অসহিষ্ণু, আক্রমণাত্মক ও নৈরাজ্যবাদী জমায়েত আমরা লক্ষ করছি। সেসব জমায়েত থেকে অপছন্দের গোষ্ঠী ও দলের বিরুদ্ধে শুধু হিংসাত্মক কথাবার্তাই বলা হচ্ছে না, ক্ষেত্রবিশেষে হামলাও চালানো হচ্ছে।’

সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন হামলা ও হত্যার ঘটনা তুলে ধরা হয় চিঠিতে। এসব ঘটনা দীর্ঘদিন সমাজের নানা অমীমাংসিত সমস্যা ও গণতন্ত্রহীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, এভাবে চললে নাগরিকদের নিরাপত্তাবোধের অভাব তীব্রতর হবে এবং সংকট উত্তরণে সরকারকে আরও বেগ পেতে হবে। এ ক্রান্তিকালে বর্তমান সরকারের নির্মোহ ভূমিকা পালন ও আশু পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। যাঁরা এসব ঘৃণামূলক বক্তব্য প্রচার করছেন এবং বিভিন্ন পরিচয় ও সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর বা নাগরিকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করছেন, তাঁদের থামাতে হবে।

চিঠিতে আরও বলা হয়, সরকার বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিজেরাই যদি এসব হস্তক্ষেপকারীর সাহস জুগিয়ে সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তাহীনতার ভয় দেখিয়ে কোনো গোষ্ঠীর কথা পালনে বাধ্য করে, তাহলে এত দামে কেনা জুলাই অভ্যুত্থানের কোন আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হলো?

চিঠি পড়ে শোনানোর পর সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিকেরা বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। এক প্রশ্নের জবাবে গীতি আরা নাসরিন বলেন, ‘কারও বিশ্বাস নিয়ে অসম্মান, ঘৃণাবাচক শব্দ ব্যবহার, আক্রমণ—এভাবে কোনো সহনশীল সংস্কৃতি নির্মাণ করা যায় না। সবাই যাতে মর্যাদা পান, সেই চিন্তা সবাইকেই করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না। নীতিনির্ধারক ও উপদেষ্টামণ্ডলীর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বার্তা আসতে হবে। এগুলো যে গ্রহণযোগ্য নয়, সে বিষয়ে আমরা পরিষ্কার বার্তা চাইছি।’

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস বলেন, ‘সমাজে অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বরগুলো জোরালো হতে দেখা যাচ্ছে। জাতি, ধর্মীয় পরিচয়, জাতিসত্ত্বা ও ভিন্ন রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর থামিয়ে দিতে বিভিন্ন আধিপত্যশীল কণ্ঠস্বর উঠে আসছে। ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে। এসব বিষয়ে আমরা সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপ চাই। এত রক্তপাত হলো। দেশের মাথা ও ঘাড় থেকে এত বড় জগদ্দল পাথর নামানো হলো। তারপরও যদি একই রকমের ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানোর জায়গায় চলে যাই, তাহলে কেমন হলো?’

ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে সাঈদ ফেরদৌস বলেন, ‘রাজনীতির বিরুদ্ধে আমরা নই; কিন্তু আমরা অবশ্যই রাজনীতির নামে অসহিষ্ণুতা, ঘৃণা-বিদ্বেষ ও দখলদারত্বের বিরুদ্ধে।’

অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের কোনো নমুনা দেখা যাচ্ছে কি না, প্রধান উপদেষ্টার কাছে এমন প্রশ্ন রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুশাদ ফরিদী। তিনি বলেন, পাঠ্যপুস্তক সংস্কারের কাজে কিছু শিক্ষক কাজ করছেন। তাঁদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কিন্তু তাঁদের ধর্মবিদ্বেষীসহ নানা ট্যাগ দিয়ে বাদ দিতে বলা হচ্ছে। এ ধরনের দাবি সমাজে অস্থিরতা ও সংঘাত তৈরি করছে।

ছাত্ররাজনীতি প্রশ্নে রুশাদ ফরিদী বলেন, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি কোনো সমস্যা নয়, যতক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশে আইনের শাসন, জবাবদিহি ও ন্যায্য বিচার থাকে। আইনের শাসন থাকলে কেউ অন্যায় সুবিধা নিতে পারে না, হলের আসন দখল করতে পারে না। তিনি বলেন, ‘ছাত্রলীগের রাজনীতি ছাত্ররাজনীতি নয়, এটা আমাদের খুব পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে।’

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নাসির উদ্দিন আহমেদ বলেন, স্বৈরাচার সরকারের পতনের মূল ভিত্তি হচ্ছে ছাত্ররাজনীতি। রাজনীতি অবশ্যই চলবে; কিন্তু সেটি হতে হবে কল্যাণকেন্দ্রিক।

বিচার যাতে বিতর্কমুক্ত হয়

ওয়েবিনার

‘মানবতাবিরোধী অপরাধ জুলাই ১-৩৬, ২০২৪: কী হবে বিচারপ্রক্রিয়া?’ শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশ নিয়েছেন বিশিষ্টজনেরা।

- মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে করার ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। সেখানে বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ।
- মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে করার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে কিছু সংশোধনীর খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

১ থেকে ৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট) দেশে মানবতাবিরোধী অপরাধ হয়েছে, এটি দিবালোকের মতো সত্য। এই অপরাধের বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে করতে সংশ্লিষ্ট আইনে কিছু সংশোধনী আনা প্রয়োজন। যাতে বিচার আন্তর্জাতিক মানের এবং বিতর্কমুক্ত হয়। ‘মানবতাবিরোধী অপরাধ জুলাই ১-৩৬, ২০২৪: কী হবে বিচারপ্রক্রিয়া?’ শীর্ষক ওয়েবিনারে বিশিষ্টজনদের আলোচনায় এসব বিষয় উঠে এসেছে।

গতকাল শনিবার দুপুরে ‘ফোরাম ফর বাংলাদেশ স্টাডিজের’ উদ্যোগে এই ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েবিনারে মিডলসেক্স ইউনিভার্সিটি লন্ডনের স্কুল অব লর লেকচারার মানজিদা আহমেদ বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের বিষয়টি দিবালোকের মতো সত্য। দেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এই অপরাধের বিচার করতে হলে কিছু ক্ষেত্রে সংজ্ঞায়নে পরিবর্তনসহ আইনে অনেকগুলো সংশোধনী আনা প্রয়োজন। তিনি বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিরও অধিকার রয়েছে; কিন্তু এখানে সেই অধিকার সীমিত। এই ট্রাইব্যুনালের বর্তমান চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম আগে ডিফেন্সের (আসামিপক্ষে) সঙ্গে কাজ করেছেন, তিনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানেন; কিন্তু ‘প্রিজাম্পশন অব ইনোসেন্স’ (দোষী প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত নিরাপরাধ বিবেচনা করা)-এর বিষয়টি অনেকটা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এখানে ‘রিভেঞ্জ’ (প্রতিশোধ)-এর মতো একটা ব্যাপার হতে পারে। এসব কাটাতে চাইলে আইসিসিতে বিচার করাটা সবচেয়ে ভালো বলে তিনি মনে করেন।

তবে আইসিসিতে বিচার করার ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে বলে মনে করেন লন্ডনের স্কুল অব লর শিক্ষক মানজিদা আহমেদ। তিনি বলেন, সেখানে বিচারপ্রক্রিয়া হবে দীর্ঘ, অনেক বছর সময় লাগবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে বিচার করা যায় না। তিনি বলেন, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আইসিসি) বা হাইব্রিড ট্রাইব্যুনালে জুলাইয়ের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করা যায়। হাইব্রিড ট্রাইব্যুনাল হলো জাতিসংঘের মাধ্যমে বাংলাদেশে ট্রাইব্যুনাল তৈরি করা।

তবে আইসিসিতে বিচারের পক্ষে নিজের অবস্থান তুলে ধরে মানজিদা আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের ট্রাইব্যুনালে যেভাবে মামলা ফাইল (অভিযোগ দায়ের) করা হচ্ছে, তিনি এর পক্ষে নন। কারণ, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময় এই ট্রাইব্যুনাল নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এ ধরনের দেশি ট্রাইব্যুনালের বিচারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশের আইন বিভাগের শিক্ষক কাজী ওমর ফয়সাল অবশ্য মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার আইসিসিতে করার বিপক্ষে মত দেন। আইসিসিকে তিনি কার্যকর বিকল্প মনে করেন না। তাঁর মতে, আইসিসি ক্ষেত্রবিশেষে স্বৈরশাসকদের পুনর্বাসনে সহায়তা করেছে।

ওমর ফয়সাল বলেন, যেসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সমালোচনা আছে, বর্তমান সরকার সেগুলো রহিত করতে চাইছে। অন্তর্বর্তী সরকার বেশ কিছু সংশোধনী প্রস্তাব ইতিমধ্যে উপস্থাপন করেছে। তবে তিনি মনে করেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার করার ক্ষেত্রে সম্ভাবনার পাশাপাশি চ্যালেঞ্জও আছে। প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো বিচারপ্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক মানের করা। এ জন্য আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার পরামর্শ দেন তিনি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক জাহেদ উর রহমান বলেন, আইসিসিতে বিচার করা হলে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে বিচার করা যাবে না। এটা হলে মানুষ হয়তো মনে করবে, এই সরকার আওয়ামী লীগকে বাঁচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

এই ওয়েবিনারে সূচনা বক্তব্যে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ার অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান বলেন, ১-৩৬ জুলাই যেভাবে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, তা নজিরবিহীন। একইভাবে ছাত্র ও তরুণেরা যে সাহস দেখিয়েছেন, সেটিও ছিল অভূতপূর্ব।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মনির হায়দার বলেন, দেশে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আছে। সেটি কোন পটভূমিতে, কী ধরনের অপরাধের বিচারের জন্য গঠন করা হয়েছিল, তা কারও অজানা নয়। অজানা ছিল এই ট্রাইব্যুনালে নতুন ধরনের মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য যেতে হবে। যাঁরা এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিলেন, তাঁরাও হয়তো কখনো কল্পনা করেননি একদিন এই ট্রাইব্যুনালে তাঁরা আসামির কাঠগড়ায় আসবেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট হাতে কয়েকজন কৃতী শিক্ষার্থী। গতকাল সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ছবি: আনিস মাহমুদ

তরুণদের নেতৃত্বেই গড়ে উঠবে দেশ

প্রথম আলো ডেস্ক

তরুণেরাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। তাঁদের যোগ্য নেতৃত্বেই বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে সচেতন থাকতে হবে।

শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অতিথিরা এ কথা বলেন। গতকাল শনিবার যশোর, সিলেট, ভোলা ও ফেনীতে এ অনুষ্ঠান হয়।

সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানগুলোর মূলপর্ব শুরু হয়। এরপর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শিক্ষার্থীদের মাদক, মিথ্যা ও সন্ত্রাসকে ‘না’ এবং সত্য, ন্যায় ও সুন্দরকে ‘হ্যাঁ’ বলার শপথ পড়ানো হয়। ক্রেস্ট, ডিজিটাল সনদসহ শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল বিভিন্ন উপহার।

যশোর

যশোরের অনুষ্ঠানটি হয় যশোর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে। স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* যশোর প্রতিনিধি মনিরুল ইসলাম। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক সোহরাব হাসান, যশোর সরকারি মাইকেল মধুসূদন (এমএম) কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. একরামুল কবির, যশোর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র সাহা প্রমুখ বক্তব্য দেন।

চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠের আবিদা কামাল সংগীত পরিবেশন করেন। সমাপনী বক্তব্য দেন যশোর বন্ধুসভার সভাপতি মুরাদ হোসেন, অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক হামিদা হিমু।

ভোলা

ভোলার অনুষ্ঠানটি হয় জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে। ভোলা বন্ধুসভার উপদেষ্টা মশিউর রহমানের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* ভোলা প্রতিনিধি মো. নেয়ামতউল্যাহ। অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ভোলা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ পারভীন আখতার, পর্বতারোহী এমএ মুহিত, জেলা প্রশাসনের আরডিসি নাদির শাহ্ নাদিম, ভোলা সরকারি কলেজের প্রভাষক মো. এরশাদ, *প্রথম আলোর* পটুয়াখালী প্রতিনিধি শংকর দাস প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনায় ছিল আঁখি দে, সুস্মিতা দে, প্রীতি দে, তুর্য্য; কবিতা আবৃত্তিতে মহিমা রহমান মিম; নৃত্য পরিবেশনায় ছিল শরমিতা পোদ্দার দিশা, জেবা তাছনিম ফারিয়া ও শ্রুতি বণিক।

সিলেট

সিলেটের অনুষ্ঠানটি হয় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে। জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীতবিষয়ক সংগঠন ‘শিকড়’-এর শিল্পীরা। সিলেট বন্ধুসভার অর্থ সম্পাদক ফারহানা হক ও কার্যনির্বাহী সদস্য ফারিহা ফিমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* সিলেটের নিজস্ব প্রতিবেদক সুমনকুমার দাশ।

বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য মো. সাজেদুল করিম, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মো. আবদুল কাদির, *প্রথম আলোর* আঞ্চলিক সংবাদবিষয়ক সম্পাদক তুহিন সাইফুল্লাহ প্রমুখ। আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষানুরাগী ও মুহিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুহিবুর রহমান। গান পরিবেশন করেন শিল্পী সুস্মিতা দে, সুপ্রিয়া দে ও লিংকন দাস।

ফেনী

অনুষ্ঠানটি হয় জেলা শিল্প কলা একাডেমিতে। ফেনী বন্ধুসভার সভাপতি বিজয় নাথ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জান্নাত আক্তারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* ফেনী প্রতিনিধি আবু তাহের।

অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ চৌধুরী, ফেনী সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. আইউব, সরকারি জিয়া মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ কামরুন্নাহার, ফেনী সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মো. মোশারফ হোসেন, শাহীন একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. একরামুল হক ভূইয়া, ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফেরদৌস আরা বেগম, দৈনিক *ফেনীর সময়* পত্রিকার সম্পাদক মো. শাহাদাত হোসেন, বন্ধুসভার উপদেষ্টা আবদুল হালিম প্রমুখ।

‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে ৬৪টি জেলায় জিপিএ-৫ উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের উৎসবটি পাওয়ার্ড বাই ‘বিকাশ’। সহযোগিতায় থাকছে কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বহুব্রীহি, সানকুইক, কনকা-গ্রি, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন **যশোর অফিস, প্রতিনিধি**, *ভোলা, ফেনী, সোনাগাজী ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়*]

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশনা। গতকাল ফেনীতে। ছবি: প্রথম আলো

নেচে-গেয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্‌যাপন। গতকাল যশোরে। ছবি: প্রথম আলো

অনুষ্ঠানে কথা বলছেন পর্বতারোহী এম এ মুহিত। গতকাল ভোলায়। ছবি: প্রথম আলো

ডিএমপির ট্রাফিকের মামলা ও জরিমানা | রাজধানীতে গত শুক্রবার ৬৩৩টি মামলা ও ২৩ লাখ ২৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

১৩ দিনের মাথায় পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনে সমন্বয় কমিটি বাতিল

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিনা মূল্যের পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত সমন্বয় কমিটি ১৩ দিনের মাথায় বাতিল করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের এক অফিস আদেশে কমিটি বাতিলের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

এর আগে ১৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত ও মুদ্রিত সব পাঠ্যপুস্তক সংশোধন এবং পরিমার্জন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১০ সদস্যের একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব খ ম কবিরুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে গঠিত ওই কমিটিতে সদস্য হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুন, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম (বর্তমানে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক), সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সামিনা লুৎফা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাসুদ আখতার খান, এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে এম রিয়াজুল হাসান, সদস্য (শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক রবিউল কবীর চৌধুরী, সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক এ এফ এম সারোয়ার জাহান, গবেষক রাখাল রাহা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. ইয়ানুর রহমান (সদস্যসচিব)।

ওই কমিটি গঠনের পর পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জন কমিটিতে কমপক্ষে দুজন আলেমকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবি তোলে জামায়াতে ইসলামী ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশসহ ধর্মভিত্তিক কয়েকটি দল ও সংগঠন। এ ছাড়া কমিটি থেকে দুজন সদস্যকে বাদ দেওয়ার জন্য মানববন্ধন করেছে ধর্মভিত্তিক একাধিক সংগঠন।

এদিকে পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের জন্য গঠিত সমন্বয় কমিটি বাতিলের প্রতিবাদে গতকাল বিকেলে 'শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকবৃন্দ'-এর ব্যানারে শাহবাগে সমাবেশ করে। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে নতজানু নীতির বহিঃপ্রকাশ বলে সমাবেশে বক্তারা মন্তব্য করেন।

পাবনায় জামায়াতের আমির

নির্বাচনের রোডম্যাপের আগে সংস্কারের রোডম্যাপ চাই

প্রতিনিধি, *পাবনা*

জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, 'আমরা নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার আগে সংস্কারের রোডম্যাপ চাই। কী কী সংস্কার তাঁরা করবেন, কতটুকু সময়ে সংস্কার করবেন। আমরা চাই, সরকার এ বিষয়ে অংশীদারের সঙ্গে, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে একটি সংস্কারের রোডম্যাপ ঘোষণা করবে। এই রোডম্যাপ যখন বাস্তবায়িত হবে, তার হাত ধরেই নির্বাচনের রোডম্যাপ হবে।'

গতকাল শনিবার বিকেলে পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ মাঠে জেলা জামায়াত আয়োজিত সুধী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

সমাবেশে জামায়াত আমির বলেন, সরকার যদি সফল হয়, তবেই জাতি একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন পাবে। কিন্তু সরকারের কাজ যদি সঠিকভাবে সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে সেই নির্বাচন দিয়ে জাতির কোনো উপকার হবে না।

জামায়াতের আমির আরও বলেন, 'বিগত সরকার একদলীয় শাসন কায়েম করতে চেয়েছিল। বাকশালের চেতনা লালন করে মানুষ হত্যা করেছিল। আর যেন এমন সরকার না আসে, আর যেন কাউকে প্রাণ দিতে না হয়, আমরা সেটি চাই।'

শফিকুর রহমান বলেন, বিগত সরকারের আমলে জামায়াতের ওপর জুলুম করা হয়েছে। বিচারিক হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে। ১১ জন জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নেতা-কর্মীদের ওপর জুলুম নির্যাতন চালানো হয়েছে; কিন্তু কোনো কিছুরই তাঁরা কোনো প্রতিশোধ নেননি। তাঁরা তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, 'কিন্তু আমরা খুনের বিচার চাই। নির্বিচার গুলি করে মানুষ হত্যার বিচার চাই। কারণ, যেসব মা সন্তানহারা হয়েছেন, যেসব সন্তান পিতাহারা হয়েছে, তাঁদের বিচার পাওয়ার অধিকার আছে।'

জামায়াতের আমির বলেন, 'যারা বিগত সরকারকে সুবিধা দিতে নানা ষড়যন্ত্র করেছে, ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালিয়েছে, তাঁদের জনতার ট্যাক্সের টাকা খাওয়ার অধিকার নেই। আমরা চাই, এই পদগুলো শূন্য করে শহীদ পরিবারের সদস্যদের চাকরি দেওয়া হোক।'

বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাভারের আশুলিয়ায় বন্ধ পোশাক কারখানা খুলে দেওয়া, দুই শ্রমিককে মারধরের অভিযোগ, নিম্নতম মজুরি বৃদ্ধিসহ ১৮ দফা দাবি বাস্তবায়নে গতকাল সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন দুটি কারখানার শ্রমিকেরা। এ ঘটনায় অর্ধদিবস কাজের পর আশপাশের ২২টির মতো কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়। প্রায় অভিন্ন দাবিতে গতকাল গাজীপুরের দুটি কারখানায়ও বিক্ষোভ হয়েছে। এ ছাড়া নারায়ণগঞ্জ সদরের ফতুল্লায় বকেয়া বেতনের দাবি ও কারখানা লে-অফ ঘোষণার প্রতিবাদে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেছেন।

আশুলিয়ায় সড়ক অবরোধ করে মণ্ডল নিটওয়্যার লিমিটেডের শ্রমিকদের বিক্ষোভ। প্রথম আলো

আশুলিয়ায় ২২ কারখানায় ছুটি

হাজিরা বোনাস ও টিফিন বিল বৃদ্ধি, শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধসহ বিভিন্ন দাবি আদায়ে গত ৩১ আগস্ট থেকে গাজীপুর ও সাভার-আশুলিয়ায় শ্রমিক বিক্ষোভ চলছে।

আশুলিয়ার শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১ ও তৈরি পোশাক কারখানাসংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তি জানান, গতকাল সকালে মণ্ডল নিটওয়্যার লিমিটেডের শ্রমিকেরা বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়াসহ ১৮ দফা দাবিতে কারখানার সামনে বিক্ষোভ করেন। পরে তাঁরা জিরাবো এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন। একপর্যায়ে মণ্ডল নিটওয়্যার লিমিটেডের ভবনমালিক ও তাঁদের লোকজন কারখানার দুজন শ্রমিককে মারধর করেছেন অভিযোগ তুলে ওই মালিকের বাসভবন লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়েন। পরে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ওই এলাকার কয়েকটি কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়।

শিল্পাঞ্চল পুলিশ জানায়, মণ্ডল নিটওয়্যার কারখানার শ্রমিকদের পাশাপাশি সকালে লুসাকা গ্রুপের কারখানার শ্রমিকেরা হেলপারের নিম্নতম মজুরি ২২ হাজার টাকা ও অপারেটরের ২৫ হাজার টাকা করার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। বেলা দেড়টার দিকে সেনাবাহিনী ও শিল্প পুলিশ শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

মণ্ডল নিটওয়্যার লিমিটেডের এক শ্রমিক *প্রথম আলোর* কাছে অভিযোগ করে বলেন, 'আন্দোলন করার পর গত বৃহস্পতিবার মালিকপক্ষ আমাদের জানায়, সব দাবি মানা হবে। সন্ধ্যার মধ্যে জানানো হবে। গতকাল শুক্রবার থেকে আমাদের দুই ভাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আজ (গতকাল) সকালে ফ্যাক্টরিতে আইসা দেখি অনির্দিষ্টকালের জন্য ফ্যাক্টরি বন্ধ। কারখানা কেন বন্ধ করা হলো, তার জবাব চাই। যে দুজনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, তাঁদের খোঁজ চাই।'

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ১৩(১) ধারায় ১০টি শিল্পকারখানা বন্ধ ও ৬টি কারখানায় (গতকাল) সাধারণ ছুটি রয়েছে উল্লেখ করে আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ সারোয়ার আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, বন্ধ ও ছুটি থাকা অধিকাংশই তৈরি পোশাক কারখানা। এ ছাড়া অর্ধদিবস কাজের পর ২০-২২টি তৈরি পোশাক কারখানায় ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

এসপি সারোয়ার আলম দাবি করেন, মণ্ডল গার্মেন্টসের শ্রমিকেরা শ্রমিক নিখোঁজের যে অভিযোগ করেছেন, তার সত্যতা পাওয়া যায়নি। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

গাজীপুরে দুই কারখানায় অসন্তোষ

গাজীপুর নগরের কোনাবাড়ী এলাকায় বেতন বৃদ্ধিসহ ১৯ দফা দাবিতে যমুনা ডেনিমস লিমিটেড কারখানার শ্রমিক ও কর্মচারী এবং সদর উপজেলার মেম্বারবাড়ি এলাকায় সিঙ্কেন সুইং কারখানার শ্রমিকেরা ১৮ দফা দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। কারখানা দুটির শ্রমিকেরা যথাক্রমে কোনাবাড়ী-কাশিমপুর আঞ্চলিক সড়ক ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন।

পুলিশ জানায়, যমুনা ডেনিমস লিমিটেড কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীরা সড়ক অবরোধ করার পর বেলা একটার দিকে সেনাসদস্যরা কারখানায় গিয়ে মালিক, শ্রমিক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন।

আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা চলছে বলে জানান যমুনা ডেনিমস লিমিটেডের কমপ্লায়েন্স ম্যানেজার সেলিম রেজা। শিল্প পুলিশ জানায়, সিঙ্কেন সুইং কারখানার শ্রমিকেরা তাঁদের দাবি আদায়ে কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে দাবি মেনে নেওয়ার কথা জানালে দুপুর ১২টার দিকে তাঁরা মহাসড়ক ছেড়ে দেন।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ কোনাবাড়ী অঞ্চলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. জাহাঙ্গীর আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, যমুনা ডেনিমসের কর্মচারীদের দাবির বিষয়ে আলোচনা চলছে।

নারায়ণগঞ্জে একটি কারখানার শ্রমিকদের অবরোধ

ফতুল্লায় বকেয়া বেতনের দাবি ও কারখানা লে-অফ ঘোষণার প্রতিবাদে ক্রোনি গ্রুপের অবন্তী কালার টেক্স ও কাশিপুর ইউনিয়নের হাটখোলা এলাকায় ক্রোনি অ্যাপারেলস লিমিটেডের শ্রমিকেরা আগস্ট মাসের বকেয়া বেতন এবং ন্যায্য পাওনা পরিশোধ না করে কারখানা লে-অফ ঘোষণার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন। সকাল পৌনে ৯টা থেকে বেলা পৌনে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-মুন্সিগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে রাখেন তাঁরা। পরে সেনাবাহিনী, শিল্প পুলিশ ও থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে শ্রমিকেরা অবরোধ তুলে নেন।

ক্রোনি গ্রুপের অবন্তী কালার টেক্স ও ক্রোনি অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানা কর্তৃপক্ষ জানায়, শ্রম আইন ২০০৬-এর ১২(৮) ধারা মোতাবেক কারখানার গ্যাস সরবরাহ বন্ধ, পর্যাপ্ত কাজ না থাকা ও নতুন অর্ডার না আসায় কারখানা লে-অফ ঘোষণা করেছে। তবে শ্রমিকদের অভিযোগ, তাঁদের জুলাই ও আগস্ট মাসের বকেয়া বেতন এবং ন্যায্য পাওনা পরিশোধ না করেই কারখানা লে-অফ ঘোষণা করেছে। দ্রুত বকেয়া বেতন ও ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করার দাবি জানান তাঁরা।

আদমজীতে অবস্থিত শিল্প পুলিশ-৪-এর পরিদর্শক (গোয়েন্দা) বাদশা সেলিম *প্রথম আলোকে* বলেন, সেনাবাহিনী, শিল্প পুলিশ, থানা-পুলিশসহ জেলা প্রশাসকের অফিসে আলোচনা করে ১০ অক্টোবরের মধ্যে বেতন পরিশোধের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

শ্রমিকদের সচেতন করার সিদ্ধান্ত

বিজিএমইএ জানায়, গতকাল সাভার, আশুলিয়া ও জিরানী এলাকায় মোট ৪৯টি ও গাজীপুরে ২টি কারখানা বন্ধ ছিল। অন্য কোনো শিল্পাঞ্চলে কারখানা বন্ধ ছিল না। এ হিসাবে মাত্র ২ শতাংশ কারখানা গতকাল বন্ধ ছিল।

এ পরিস্থিতিতে গতকাল বিকেলে র‍্যাডিসন হোটেলে বিজিএমইএর সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে আশুলিয়ার কারখানার মালিকদের নিয়ে সভা হয়। এতে শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান, বিজিএমইএর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আবদুল্লাহ হিল রাকিব, সহসভাপতি আসিফ আশরাফ ছাড়া সেনাবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় উপস্থিত একাধিক ব্যক্তি জানান, যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে শ্রমিকদের ১৮ দফা দাবি মেনে নেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে শ্রমিকদের সচেতন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ছাড়া যেসব কারখানার মালিক সেগুলো মানবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। একই সঙ্গে যেসব শ্রমিক আরও সুযোগ-সুবিধা দাবি করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন, যাচাই-বাছাই করে তাঁদেরও আইনের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিজিএমইএর সহসভাপতি আসিফ আশরাফ *প্রথম আলোকে* বলেন, '১৮ দফা মেনে নেওয়ার পরও বিশৃঙ্খলা কেন হচ্ছে, সেটি গোয়েন্দাদের খুঁজে বের করতে হবে। আমরা আজকের (গতকাল) সভায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে এ বিষয়ে সহযোগিতা চেয়েছি, যাতে শিল্পকারখানা স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে।'

অপর এক প্রশ্নের জবাবে আসিফ আশরাফ বলেন, যেসব কারখানা বন্ধ আছে, সেগুলোর কয়েকটিতে ক্রয়াদেশ নেই। বাকিগুলো বর্তমান পরিস্থিতিতে খোলার আস্থা পাচ্ছে না।

আন্দোলনে নিহত ১ হাজার ৫৮১

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করা হয়েছে। তবে যাচাই-বাছাইয়ের পরই চূড়ান্ত তালিকা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

গতকাল শনিবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করে তারা এ তথ্য জানায়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে, সব শহীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতেই তালিকাটি তৈরি করা হচ্ছে। তালিকায় নাম আসা ১ হাজার ৫৮১ জন শহীদ হয়েছেন বলেই প্রাথমিকভাবে ধরে নেওয়া হচ্ছে। তবে অন্য কোনো কারণে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের কেউ কেউ এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারেন। এ কারণে যাচাই-বাছাইয়ে নিশ্চিত হলেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে শহীদের তালিকায় সেই নাম প্রকাশ করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্বাস্থ্য উপকমিটির সদস্যসচিব তারেকুল ইসলাম বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ৭০৮ জন শহীদের একটি তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। সেখানে অনেক শহীদের নাম আসেনি। বেসরকারিভাবে তৈরি করা এই তালিকা সব জেলা প্রশাসনে পাঠানো হয়েছে। তিন দিনের মধ্যে এগুলো সরকারিভাবে যাচাইয়ের পরই শহীদের তালিকায় চূড়ান্তভাবে নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শহীদদের তালিকা তৈরির কাজটি চলমান থাকবে জানিয়ে জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, এটি একটি চলমানপ্রক্রিয়া। যাঁদের নাম এখনো তালিকায় আসেনি, তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিবারগুলো উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক বা সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারে। এতে কাজটি সহজ হবে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও যাচাই-বাছাই করে নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

শহীদদের তালিকাটি দ্রুত সময়ে করার চেষ্টা চলছে জানিয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অনেক মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। তাঁদের অনেকেই নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেক পরিবারকে এখনই অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন করা প্রয়োজন। এ কারণে তালিকার কাজটি দ্রুত নির্ভুলভাবে করার চেষ্টা চলছে। তালিকায় যে ১ হাজার ৫৮১ জনের নাম এসেছে, সেটি এখনই প্রকাশ করা হবে না বলেও জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, তালিকা প্রণয়নের কাজে সহায়তা করেছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি, রেড জুলাই ফাউন্ডেশনসহ অংশীজনেরা। সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্বাস্থ্য উপকমিটির আহ্বায়ক নাহিদা বুশরা, জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য ফারহাদ আলম ভূঁইয়া।

এদিকে গত মঙ্গলবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৭০৮ জন শহীদ হয়েছেন বলে একটি খসড়া তালিকা প্রকাশ করে। মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এই তালিকা দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার এক গণবিজ্ঞপ্তিতে জানায়, শহীদদের নামের এই খসড়া তালিকা মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ওয়েবসাইট : www.hsd.gov.bd এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট : www.dghs.gov.bd -তে পাওয়া যাবে। তালিকা সংশোধন বা সংযোজন করার জন্য আগামী ৬ অক্টোবর পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। তালিকায় প্রকাশিত নাম-ঠিকানা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য যাচাই, সংশোধন বা পূর্ণাঙ্গ করতে শহীদ পরিবারের সদস্য, ওয়ারিশ বা প্রতিনিধিকে অনুরোধ জানায় মন্ত্রণালয়।

কয়েক মাস নজরে রেখে হিজবুল্লাহপ্রধানকে হত্যা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। এতে নাসরুল্লাহ নিহত হন। প্রথমে এ নিয়ে কোনো বক্তব্য জানায়নি হিজবুল্লাহ। পরে গতকাল শনিবার তাদের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে নাসরুল্লাহর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

১৯৯২ সালে মাত্র ৩২ বছর বয়সে হিজবুল্লাহর প্রধান হন নাসরুল্লাহ। মূলত লেবাননের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে দখলদার ইসরায়েলকে বিতাড়িত করতে ইরানের সমর্থনে হিজবুল্লাহর যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯৮৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা পায় সংগঠনটি। ধীরে ধীরে তারা দেশটির সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সশস্ত্র গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। তবে সর্বশেষ ২০২২ সালের নির্বাচনে দেশটির পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় হিজবুল্লাহ ও তার মিত্ররা। এর পরও লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলের সীমান্ত লাগোয়া বড় অংশ হিজবুল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

নাসরুল্লাহকে অনুসরণ করছিল ইসরায়েল : *নিউইয়র্ক টাইমস* জানায়, হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যার জন্য কয়েক মাস ধরে অনুসরণ করছিল ইসরায়েল। তাঁর অবস্থান সম্পর্কে আগে থেকেই জানতেন দেশটির নেতারা। এমনকি গত সপ্তাহেই নাকি তাঁর ওপর হামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কারণ, ইসরায়েলের নেতাদের ভয় ছিল—নাসরুল্লাহ হয়তো অন্য কোনো অবস্থানে চলে যাবেন।

ইসরায়েলের তিনজন জ্যেষ্ঠ প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা *নিউইয়র্ক টাইমসকে* জানান, নাসরুল্লাহকে হত্যা করতে শুক্রবার রাতে কয়েক মিনিটের মধ্যে ৮০টির বেশি বোমা ফেলা হয়।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গত সপ্তাহের শুরুর দিকে নাসরুল্লাহকে হত্যার অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তখন লেবাননে সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইসরায়েলের নেতাদের আলোচনা চলছিল। এর পরপরই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দিতে যান ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

ওই তিন কর্মকর্তার ভাষ্যমতে, হিজবুল্লাহর রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন নাসরুল্লাহর চাচাতো ভাই হাশেম সাফিয়েদ্দিন। শুক্রবারের হামলার সময় তিনি নাসরুল্লাহর সঙ্গে ছিলেন না। তাঁকে নাসরুল্লাহর উত্তরসূরি বলে মনে করা হয়।

হিজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে ইসরায়েলের হামলা : লেবাননে হিজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে হামলা শুরু হয় ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর। এ দুই দিনে সংগঠনটির হাজার হাজার পেজার (যোগাযোগের যন্ত্র) ও ওয়াকিটকিতে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এতে হিজবুল্লাহর সদস্যসহ বহু মানুষ হতাহত হন। এরপর থেকে ইসরায়েলের সীমান্তবর্তী দক্ষিণ লেবাননে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। তাদের দাবি, হিজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে এ হামলা চালানো হচ্ছে।

ইসরায়েল শুধু হিজবুল্লাহকে লক্ষ্য করার কথা বললেও তাদের হামলায় নিহত হয়েছে বহু বেসামরিক লোকজন। গত কয়েক দিনের হামলায় লেবাননে নারী, শিশুসহ ৭০০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১ হাজার ৮০০ জনের বেশি। বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ১ লাখ ১৮ হাজারের বেশি মানুষ।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত হিজবুল্লাহর ১৪০টির বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে তারা। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, শুক্রবার রাতে দক্ষিণ বৈরুতের হামলা ২০০৬ সালের যুদ্ধের পর সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল।

এ হামলা নিয়ে ইসরায়েলের সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হেরজি হালেভি গতকাল বলেছেন, 'আমাদের বার্তাটা একেবারেই সাদামাটা। সেটি হলো, যে-ই ইসরায়েলের নাগরিকদের হুমকি দেবে, আমরা জানি, তাদের কাছে কীভাবে পৌঁছাতে হয়।' আর নাসরুল্লাহ নিহত হওয়ার পর গতকাল হিজবুল্লাহও জানিয়েছে, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ চলবে।

মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ জেমস ডরসির ভাষ্যমতে, শুক্রবারের হামলা এটাই দেখিয়েছে—ইসরায়েলের শুধু উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত সক্ষমতাই নেই, একই সঙ্গে তারা হিজবুল্লাহর অনেক গভীরে পৌঁছে গেছে।

নাসরুল্লাহকে হত্যা 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড' : মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে ইরানের সমর্থনপুষ্ট প্রতিরোধ বাহিনী বা এক্সিস অব রেজিস্ট্যান্স রয়েছে, তার অন্যতম শক্তি হিজবুল্লাহ। হিজবুল্লাহপ্রধানের নিহত হওয়ার খবরে গতকাল ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি বলেন, হিজবুল্লাহর উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষতি করার জন্য ইসরায়েল খুবই নগণ্য। এই অঞ্চলের ভাগ্য নির্ধারণ করবে প্রতিরোধী শক্তিগুলো। এই শক্তির শীর্ষে রয়েছে হিজবুল্লাহ।

নাসরুল্লাহকে হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে হামাস। এই হত্যাকাণ্ডকে 'কাপুরুষোচিত' ও 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড' বলে উল্লেখ করেছে তারা। আর ইয়েমেনে ইরানপন্থী সশস্ত্র সংগঠন হুতি এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করে বলেছে, নাসরুল্লাহর এই মৃত্যু 'আত্মত্যাগের শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করবে।'

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান লেবাননে হামলাকে ইসরায়েলের 'গণহত্যা, দখলদারি ও আগ্রাসনের' নীতির অংশ বলে উল্লেখ করেছেন। এ হামলার নিন্দা জানিয়েছেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শিয়া আল-সুদানিও।

তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েলের পক্ষে সাফাই গেয়ে নাসরুল্লাহর হত্যাকাণ্ডকে 'ন্যায়বিচারমূলক ব্যবস্থা' বলে উল্লেখ করেছেন। হিজবুল্লাহ হাজারো বেসামরিক আমেরিকান, ইসরায়েলি ও লেবানিজকে হত্যা করেছে দাবি করে বাইডেন বলেন, হিজবুল্লাহ, হামাস ও হুতির মতো ইরানপন্থী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় ইসরায়েলকে সর্বাত্মক সমর্থন দেবে ওয়াশিংটন।

আঞ্চলিক যুদ্ধের শঙ্কা : গত বছরের অক্টোবর থেকে গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। এতে উপত্যকাটিতে অন্তত ৪১ হাজার ৫৮৬ জন নিহত হয়েছেন। এরই মধ্যে ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর চলমান পাল্টাপাল্টি হামলায় মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক হারে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গাজায় সংঘাত থামাতে বারবার যুদ্ধবিরতির চেষ্টা করা হয়েছে। তবে তা এখনো সফলতার মুখ দেখেনি। এরই মধ্যে সম্প্রতি ইসরায়েল-হিজবুল্লাহর প্রতি ২১ দিনের যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি মিত্রদেশ। তবে তা সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে ইসরায়েল।

মধ্যপ্রাচ্যে হিজবুল্লাহর মতো ইরানপন্থী আরও সশস্ত্র সংগঠন রয়েছে। গাজায় হামলার পর থেকে তারাও হামাসের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এদের মধ্যে ইয়েমেনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হুতি মাঝেমধ্যে ইসরায়েল ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে শুক্রবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, 'তেহরানের বিভিন্ন অত্যাচারী বাহিনীর প্রতি আমার একটি বার্তা রয়েছে, সেটি হলো, আপনারা যদি আমাদের ওপর হামলা চালান, আমরাও পাল্টা হামলা চালাব। ইরানের এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে ইসরায়েলের হাত পৌঁছাবে না।'

পরে নেতানিয়াহুর এমন বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানান ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তিনি বলেন, এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নেতানিয়াহু মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলোতেও হামলার হুমকি দিয়েছেন। তিনি আরও মানুষ হত্যা করতে চান।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ইসরায়েলের সঙ্গে হিজবুল্লাহ ও ইরানপন্থী অন্যান্য সশস্ত্র সংগঠনের সংঘাত থামাতে আগে গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রয়োজন। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের ভাষ্যও একই। আবারও গাজা ও লেবাননে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমাদের অবশ্যই যেকোনো মূল্যে আঞ্চলিক যুদ্ধ এড়াতে হবে।'

শিক্ষার অধিকার | জাতি-ধর্ম-গোত্রনির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের নিজ নিজ শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষা কমিশন কেন প্রয়োজন

শিক্ষা

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পর নানা ক্ষেত্রে সংস্কারের আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। শিক্ষা খাতও এর ব্যতিক্রম নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য সাধারণত জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। শিক্ষা কমিশন জরুরি ভিত্তিতে কী ধরনের সংস্কারের সুপারিশ করতে পারে, তা নিয়ে লিখেছেন আবদুন্ নূর।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর শিক্ষার প্রতি পাকিস্তান সরকারের আগ্রহ ছিল কম। ১৯৫০-এর দশকে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ আনুমানিক জিডিপির ১ দশমিক ১ শতাংশ হলেও তার বেশি অংশ ব্যয় হতো উচ্চশিক্ষার খাতে এবং তা-ও পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের ২৫ বছরের শাসনামলে পূর্ব বাংলার বরাদ্দ মূল শিক্ষা বরাদ্দের ৩৫ শতাংশের বেশি হয়নি।

শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পাকিস্তান আমলে পরপর বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাবিদেরা শিক্ষা কমিশনে নিজ নিজ বক্তব্য ও প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। কমিশন তাদের প্রস্তাব তদানীন্তন সরকারের কাছে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু কোনো শিক্ষা কমিশনের নীতিমালা নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়নি।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান গঠন করেন প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন। বাংলাদেশের সর্বজন স্বীকৃত শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে এটা গঠন করা হয়েছিল। নেতৃত্ব পেলেন ডক্টর কুদরাত-এ-খুদা। সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছিলেন স্বীয় অবদানের পরিচয়ে, রাজনৈতিক আনুগত্যে নয়।

কুদরাত-এ-খুদা কমিশন ধৈর্যের সঙ্গে নাগরিক সমাজের সঙ্গে আলোচনা করেছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রেখেছে। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৪-১৯৭৮) কমিশন প্রস্তাবিত নীতিগুলোর প্রাথমিক স্তর প্রতিফলিত হওয়ার প্রয়োজনে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের কর্মীদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রেখেছিল। খুদা কমিশন ১৯৭৩ সালের জুন মাসে সরকারের কাছে কমিশনের রিপোর্ট উপস্থাপন করে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী, শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবগুলোয় তাঁর আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতিগুলোর বাস্তবায়নের সম্ভাবনা অনুধাবন করেছিলেন। তিনি শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবগুলো প্রতিপালনের দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অর্পণ করেন। তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করেছিল প্রয়োজনীয় অর্থের ফিরিস্তি তৈরি করতে।

সেই সময়ে শিক্ষা খাতে বাজেটের বরাদ্দ আমাদের জিডিপির ২ শতাংশের কম ছিল। অথচ সেই দশকে এশীয় দেশের শিক্ষামন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ জিডিপির ৬ শতাংশে উন্নয়নের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতার প্রথম ২৫ বছর শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয় জিডিপির ২ দশমিক ৫ শতাংশের কাছে থেকেছে এবং পরের ২৫ বছরে জিডিপির ৩ শতাংশ ছুঁই ছুঁই করেছে। অন্যদিকে কিছু এশীয় দেশের বরাদ্দ জিডিপির ৬ শতাংশের ওপরে উঠে গেছে। এত স্বল্প অর্থে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কার্যক্রম চালিয়ে যেতে নজর দিয়েছে সংখ্যা বৃদ্ধিতে, শিক্ষার গুণমান বৃদ্ধিতে নয়।

যুগোপযোগী শিক্ষাকাঠামো ও নীতিমালা প্রণয়নের জন্য নতুন জাতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রয়োজন আছে। অন্তর্বর্তী সরকার বর্তমানে ছয়টি অঙ্গনে সংস্কার কর্মধারা শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে। এই সংস্কারগুলো টেকসই করতে হলে সমৃদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন হবে। সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোনো ঘোষণার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

ইতিমধ্যে বর্তমান আর্থিক বছরে (২০২৪-২০২৫) শিক্ষা খাতে দুটি প্রয়োজনীয় এবং সহজসাধ্য পদক্ষেপ অন্তর্বর্তী সরকার বিবেচনা করতে পারে। এর মধ্যে প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে, বর্তমান বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমপক্ষে জিডিপির শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা। বর্ধিত বরাদ্দের ৬০ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষা খাতে এবং বাকি অংশ আনুপাতিক হারে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে বরাদ্দ দেওয়া। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বর্ধিত অর্থ ব্যয় হবে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পুষ্টি সাধনে, নাশতা ও দুপুরের খাবার সরবরাহে, স্বাস্থ্যগত সেবা প্রণয়নে এবং প্রধানত গ্রামে মেয়েদের জন্য টয়লেট স্থাপনে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হতে পারে, প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্ধারিত ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন আঙ্গিক যোজনা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষককে সহায়তা প্রদান করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি 'প্রাথমিক বিদ্যালয় সহায়ক পর্ষদ' (প্রাবিসপ) গঠিত হতে পারে। এটি হবে ৯ থেকে ১১ সদস্যের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

পর্ষদে থাকবেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের তিনজন প্রতিনিধি অভিভাবক। সুশীল সমাজের দুজন প্রতিনিধি এবং সেই অঞ্চলের কলেজ বা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুজন অধ্যয়নরত ছাত্র প্রতিনিধি। প্রধান শিক্ষক তাঁর দায়িত্ববলে পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। পর্ষদে নারী ও পুরুষের যথাযথ সমতা থাকবে। সহায়ক পর্ষদের প্রত্যেক সদস্য নির্বাচিত হবেন অধ্যয়নরত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সম্মিলিত অভিমতে।

পর্ষদের সমন্বয়ক নির্বাচিত হবেন সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। পর্ষদের দায়িত্ব হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিধান। প্রতিটি বিদ্যালয়ের সুষম খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থা, বিদ্যালয় অঙ্গন ও পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা, শাকসবজির বাগান করা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা বিধানব্যবস্থা পর্ষদ পর্যালোচনা করবে এবং কাঠামো নির্ধারণ করবে।

প্রয়োজনে সমাজের অবহেলিত বয়স্ক লোকদের দেখভালের জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবে। সহায়ক পর্ষদের প্রতিটি পদক্ষেপ প্রধান শিক্ষকের সম্মতিক্রমে পালিত হবে। প্রধান শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও শিক্ষা প্রদান প্রণালির পূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় নতুন আঙ্গিক সংযোজিত হলে বর্তমানে স্থবির প্রতিটি শিক্ষালয়ে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চারিত হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষালয়ের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক কর্মী, সমাজের নতুন আস্থায় উজ্জীবিত হয়ে শিক্ষা প্রদানপ্রক্রিয়াকে সচল করে তুলবেন। এর ফলে বাংলাদেশের ১ লাখ ২০ হাজার বিদ্যালয়ে সৃজনশীলতার ঢেউ জেগে উঠবে বলে আশা করি।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হলে জাতি-ধর্ম-গোত্রনির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের নিজ নিজ শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা কমিশনের সুচিন্তিত নীতিমালা বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষাধারার সঙ্গে প্রবাহিত অন্তর্নিহিত বৈষম্য দূর করবে এবং সুদূর দৃষ্টিপ্রয়াসী সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় সহযোগী হবে—এমনটাই প্রত্যাশা করি। মনে রাখতে হবে শিক্ষাব্যবস্থা শুধু একটি প্রতিষ্ঠিত কাঠামো নয়, বরং একটি উন্নয়নপ্রক্রিয়া।

● **ড. আবদুন্ নূর** বিশ্বব্যাংকের শিক্ষাবিষয়ক সাবেক কর্মকর্তা

নীরবে হতে পারে হার্ট অ্যাটাক

ভালো থাকুন

ডা. শরদিন্দু শেখর রায়, *সহকারী অধ্যাপক, হৃদ্‌রোগ বিভাগ, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা*

হার্টের করোনারি রক্তনালিতে ব্লক বা বাধা তৈরি হলে হার্ট অ্যাটাক হয়। এর প্রধান লক্ষণ, হঠাৎ বুকে ব্যথা। বুকের ঠিক মাঝখানে এ ব্যথাকে মনে হয় কেউ যেন বুক চেপে ধরেছে। অনেক সময় ভারী বা পাথরচাপার মতো মনে হয়। হার্ট অ্যাটাকের ব্যথা বিশ্রামেও কমে না। সময়ের সঙ্গে তীব্রতা বাড়তে থাকে। সঙ্গে শরীর ঘামা, বমি বা বমিভাব হতে পারে।

হার্ট অ্যাটাকের এসব লক্ষণ কমবেশি সবার জানা। প্রশ্ন হলো, বুকে ব্যথা ছাড়া কি হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। জবাব, হ্যাঁ। একে বলে নীরব বা সাইলেন্ট হার্ট অ্যাটাক। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, যত হার্ট অ্যাটাক হয়, তার ১২ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্তই হতে পারে বুকে কোনো ব্যথা ছাড়াই।

কাদের বেশি হয়

- বয়স্ক ব্যক্তিরা বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। কারণ, তাঁদের শারীরিক অনেক লক্ষণ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয় না এবং তাঁরা বর্ণনা করতে পারেন না।
- যাঁরা দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে ভুগছেন, তাঁদের স্নায়ুজনিত জটিলতা হতে পারে। তখন অনেকের ব্যথার অনুভূতি কমে নীরব হার্ট অ্যাটাক বেশি হয়।
- কিছু গবেষণা বলছে, নারীদের নীরব হার্ট অ্যাটাক বেশি হয়।
- নিয়মিত ব্যথানাশক ওষুধ বা স্টেরয়েড ব্যবহারে হার্ট অ্যাটাকের বুকব্যথা ঢাকা পড়তে পারে।

নীরব হার্ট অ্যাটাকে ভিন্ন উপসর্গ

- হার্ট অ্যাটাকে সচরাচর যেমন বুকব্যথা হয়, নীরব হার্ট অ্যাটাকে তা না হলেও ভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন : ব্যথা হতে পারে হাত বা চোয়াল, কাঁধ বা পিঠের ওপর দিকে।
- গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার মতো লক্ষণ, যেমন : পেটের উপরিভাগে ব্যথা বা অস্বস্তি, বমিভাব, বমি ও বদহজম দেখা দিতে পারে।
- দেখা দিতে পারে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট, অস্বাভাবিক ক্লান্তি, রক্তচাপ কমে যাওয়া, অত্যধিক শরীর ঘামা, মাথা ঝিমঝিম করা, মাথা ঘোরা বা মাথায় হালকা বোধ করার মতো লক্ষণ।

হার্ট অ্যাটাকে সচরাচর যেমন বুকব্যথা হয়, নীরব হার্ট অ্যাটাকে তা না হলেও ভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন : ব্যথা হতে পারে হাত বা চোয়াল, কাঁধ বা পিঠের ওপর দিকে।

শনাক্ত

নীরব হার্ট অ্যাটাক সন্দেহ হলে রোগীকে হাসপাতালে নিতে হবে। ইসিজি এবং রক্তের ট্রপোনিন পরীক্ষার মাধ্যমে সহজেই হার্ট অ্যাটাক শনাক্ত করা যায়। হার্টের ইকোকার্ডিওগ্রাম হার্ট অ্যাটাক ছাড়াও হার্ট অ্যাটাক থেকে সৃষ্ট জটিলতা শনাক্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

জটিলতা

নীরব হার্ট অ্যাটাকে অনেকে সময়মতো চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন না। হাসপাতালে পৌঁছাতে বেশ দেরি করে ফেলেন। চিকিৎসা না নিলে জটিলতার আশঙ্কা বেড়ে যায়, মৃত্যুও হতে পারে। জটিলতাগুলোর মধ্যে হার্ট দুর্বল, হার্ট বড় হওয়া, পাম্পিং ক্ষমতা কমে যাওয়া অন্যতম।

করণীয়

বুকের যেকোনো অস্বস্তি গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। বয়স যতই হোক, যাঁদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেশি অর্থাৎ ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ আছে, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি, ধূমপানের অভ্যাস অথবা রক্ত-সম্পর্কের কারও হার্ট অ্যাটাকের পারিবারিক ইতিহাস আছে, তাঁদের বুকে যেকোনো অস্বস্তি, চাপভাব, বমিভাব, বমি, হঠাৎ শ্বাসকষ্ট, অতিরিক্ত ক্লান্তি ও রক্তচাপ কমে যাওয়াকে একদম অবহেলা করা যাবে না। দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

» **আগামীকাল পড়ুন :**
জন্মগত হৃদ্‌রোগের চিকিৎসা

এ কি মাছ না কুমির

বিচিত্র

এনডিটিভি

নৌকায় করে শান্ত পানিতে মাছ ধরছিলেন এক দল মাছশিকারি। হঠাৎ বড়শিতে বড় ঝাঁকুনি লাগে। সামনে তাকাতেই যা দেখলেন, তাতে চোখ ছানাবড়া। শান্ত পানি দিয়ে বিশাল আকারের একটি প্রাণী ভেসে আসছে। দেখে মনে হচ্ছিল মস্ত কুমির। ভয়ে তো মাছশিকারিদের থরথর অবস্থা। তবে শেষ পর্যন্ত যা দেখা গেল, তাতে তাঁরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

দেখা গেল, বড় আকারের প্রাণীটি আসলে কুমির নয়। তবে কী ছিল সেটি? কানাডার এ ঘটনার একটি ভিডিও ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ছড়িয়ে পড়েছে। এক্সের ব্যবহারকারীরা এখন প্রাণীটিকে শনাক্ত করার চেষ্টা করছেন।

ভারটিগো ওয়ারিওর নামের একজন এক্স ব্যবহারকারী দাবি করেছেন, 'এটি বড় আকারের স্টারজন মাছ।' আরেক ব্যবহারকারী লেখেন, 'বড় সামুদ্রিক সাপ। লোচ নেস দানবের গল্প মানুষ কেন বলে, তা এখন বুঝতে পারছি। দূর থেকে দেখলে ভুল হওয়া কিংবা চমকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

২০ কোটি বছরের বেশি আগে থেকে স্টারজন মাছের অস্তিত্ব আছে। সাধারণত উত্তর গোলার্ধের নদী, হ্রদ ও উপকূলীয় পানিসীমায় এ মাছের দেখা পাওয়া যায়। মাছটি লম্বাটে, দাগযুক্ত ও আঁশহীন। কোনো কোনো মাছ ৬ মিটার পর্যন্ত লম্বা ও ৬৮০ কেজির হয়। এ মাছ মূলত ছোট মাছ এবং বিভিন্ন জলজ প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকে। ডিম ছাড়ার সময়ে এ মাছ মিঠাপানি ও লোনাপানির মধ্যে বিচরণ করে। এটির আয়ুও অনেক। বাঁচতে পারে ১০০ বছরের বেশি।

আকার দেখে মনে হচ্ছিল এ এক কুমির।
ছবি : এক্স থেকে সংগৃহীত

গত মাসে ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে আরেকটি বিরল মাছ শনাক্ত করেছিলেন মাছশিকারিরা। সেটি ছিল ১২ ফুট ২৫ ইঞ্চি লম্বা ওয়ারফিশ। গভীর সমুদ্রের মাছটি 'ডুমসডে ফিশ' নামেও পরিচিত। অনেকের বিশ্বাস, মাছটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের আভাস দিতে পারে।

একটু থামুন

বাসার ভাই
• লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৪৭৮

স্বাস্থ্যবটিকা
• ব্রন স্মিথ

পায়ের রগে হঠাৎ টান পড়ে কেন?

হাঁটুর নিচ থেকে পায়ের পেছনের দিকের চওড়া ও লম্বা মাংসপেশিকে বলে কাফ মাসল। ঘুমের মধ্যে এই কাফ মাসল সংকুচিত হয়ে প্রচণ্ড ব্যথায় ভোগেন অনেকেই। তখন কিছুতেই আর পা সোজা করা যায় না। কখনো কখনো ঊরু বা পায়ের পাতার পেশিও সংকুচিত হতে পারে। আর ঘুমের মধ্যে তো বটেই, জেগে থাকা অবস্থায়ও এমনটা হতে পারে।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১	২	৩			৪		৫
	৬			৭		৮	
৯			১০				
		১১			১২		১৩
১৪	১৫			১৬			
			১৭			১৮	
১৯				২০			
			২১			২২	

বাঁ থেকে ডানে : ১. যিনি ব্যবসা করেন। ৬. বংশ। ৭. পদজ্ঞাপক চিহ্ন, তকমা। ৯. ধান জন্মে এমন। ১০. পিঞ্জর। ১১. শস্যাদির গুচ্ছ। ১২. লেখনী। ১৪. মুলতবি। ১৬. সচল। ১৭. ময়দার উৎস। ১৮. ৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। ১৯. একাধিক মৌলিক উপাদান দিয়ে গঠিত। ২০. ফলি আকৃতির বড় মাছ। ২১. বক্র। ২২. কুলুপ।

ওপর থেকে নিচে : ২. তিরস্কার। ৩. বছর। ৪. দম। ৫. পাঁচড়া। ৭. বাবার ভাই। ৮. যিনি গরু চরান। ৯. প্রকৃতিস্থ। ১০. বিশুদ্ধ। ১১. হৃদয়। ১২. তেল ব্যবসায়ী জাতি। ১৩. কলাপী। ১৫. টিকটিকিজাতীয় সরীসৃপ। ১৬. বাদুড়ের মতো ক্ষুদ্র জীব। ১৮. অম্লস্বাদযুক্ত গোলাকার ফল।

গত সমস্যার সমাধান

পা	হা	রা	দা	র		সা	
ড়া		জ		স	হ	জা	ত
প	রি	প	ক্ব		জ		র
ড়		থ		কা	ম	না	
শি	র		ক্ষ	ত		মা	মা
	ন	ব	তি		প	ঙ্কি	ল
হী	র	ক		শী	তা	ত	প
	ন		প	ল	কা		ত্র

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট!
• জন গ্র্যাজিয়ানো

বনে লাল চোখের অতিকায় এক প্রাণী দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনার মকসভিলের বাসিন্দারা। পরে ডেভি কাউন্টি অ্যানিমেল সার্ভিস উদ্‌ঘাটন করে, ওটা আদতে ছিল কল্পিত প্রাণী বিগফুটের ভাস্কর্য।

২০১৯ সালের জানুয়ারিতে টুইটারের (এখন এক্স) ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রিটুইট (৪৮ লাখ) হয়েছিল জাপানি কোটিপতি ইউসাকু মায়েজাওয়ার একটি টুইট। ইউসাকু ওই টুইটে কথা দিয়েছিলেন, তাঁকে যারা ফলো করবে এবং টুইটটি রিটুইট করবে, তাদের মধ্যে যেকোনো ১০০ জনকে উপহার দেবেন ১০ কোটি ইয়েন (প্রায় ৯ হাজার ৩০০ ডলার)।

ইমু পাখি পেছনপানে হাঁটতে পারে না।

কথা অমৃত

বিয়ে হলো এমন দুজনের মধ্যে চুক্তি, যাঁদের একজনের কখনোই বিবাহবার্ষিকী মনে থাকে না, আরেকজন কখনোই ভোলেন না।

অগডেন ন্যাশ
মার্কিন কবি (১৯০২-১৯৭১)

সুডোকু

						6	7	
5				8				
1			2	6		4		
		8	9	1		5	3	
4			8		7			1
	3	1		2	5	9		
		2		4	6			5
				7				9
	5	7						

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

7	4	8	9	2	5	6	3	1
6	3	1	4	8	7	5	2	9
5	2	9	1	6	3	8	4	7
8	7	6	2	1	4	3	9	5
3	9	2	7	5	8	4	1	6
1	5	4	3	9	6	2	7	8
2	8	3	6	7	1	9	5	4
9	6	7	5	4	2	1	8	3
4	1	5	8	3	9	7	6	2

চুটকি

দূরের জিনিস দেখতে পায় না বলে রঞ্জু গেল বাবার কাছে। বলল, 'বাবা, আমাকে চশমা দাও।'
বাবা বললেন, 'চোখে তোর সমস্যাটা কী, সেটা আগে খুলে বল।'
রঞ্জু বলল, 'দূরের কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাই না।'
রঞ্জুর হাত ধরে ঘরের বাইরে বের করে নিয়ে এলেন বাবা। আকাশের দিকে তাকিয়ে রঞ্জুকে বললেন, 'দেখ তো, আকাশে ওটা কী দেখা যায়?' রঞ্জু বলল, 'ওটা তো সূর্য, বাবা।' বাবা রেগে বললেন, 'ওই ফাজিল, আর কত দূরের জিনিস তুই দেখতে চাস, বল!'

পিনাটস
• চার্লস শুলজ

কেউ আমার পিয়ানোটা উদ্ধার করে দাওও!
খুব দেরি হয়ে গেল!
ইয়াম ইয়াম ইয়াম

দুই জেলেকে জরিমানা | কিশোরগঞ্জের ভৈরবে পরিতোষ দাস ও মুর্শিদ মিয়া নামের দুই জেলেকে ৫০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়। নিজস্ব প্রতিবেদক, ভৈরব

সংক্ষেপে

মানিকগঞ্জ

ওয়েবসাইট হালনাগাদ করার আহ্বান

মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক মানোয়ার হোসেন মোল্লা বলেছেন, প্রতিটি সরকারি দপ্তরের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। সবাই যেন বিভিন্ন দপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে সহজেই তথ্য পেতে পারেন। এ ছাড়া তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানে ইতিবাচক মানসিকতার অধিকারী হতে হবে। গতকাল শনিবার মানিকগঞ্জে তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ছিল, 'কর্তৃপক্ষের সকল দ্বার, খুলে দেবে তথ্য অধিকার'। বক্তারা আরও বলেন, তথ্য জনগণকে ক্ষমতায়িত করে তোলে। তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বর্তমানে অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন এর মধ্যে অন্যতম। তবে এ আইনের অপব্যবহার করা যাবে না। সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. তরিকুল ইসলাম, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোহাম্মদ মজিবর রহমান, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদুর রহমান ও রায়হানুল কবীর, জেলা তথ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ নুর হোসেন, মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি গোলাম ছারোয়ার প্রমুখ বক্তব্য দেন।
প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

কেরানীগঞ্জ

বিএনপির দোয়া মাহফিল

ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমানউল্লাহ আমান বলেছেন, হাজার হাজার ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে দেশ ফ্যাসিস্টমুক্ত হয়েছে। ছাত্র-জনতার এ আত্মত্যাগ বৃথা যেন না যায়। গতকাল দুপুরে কেরানীগঞ্জের রোহিতপুর ইউনিয়ন বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের আয়োজনে এক দোয়া মাহফিল হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত ও আহত শিক্ষার্থী এবং বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় এ আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আমানউল্লাহ। তিনি বলেন, ৫ আগস্টের পর দেশের মানুষ প্রাণভরে নিশ্বাস নিতে পারছে। কিন্তু ষড়যন্ত্র থেমে নেই। সব ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যেখানে বাধা আসবে সেখানেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। রোহিতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদুল মালেক এতে সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য দেন ঢাকা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ইরফান ইবনে আমান, কেরানীগঞ্জ মডেল থানা বিএনপির সহসভাপতি শামীম আহসান, রোহিতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবু বক্কর প্রমুখ।
প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

বক

ধানখেতে ঘুরে ঘুরে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে বক। গতকাল গাজীপুরের শ্রীপুরের রাজাবাড়ীতে। ছবি : প্রথম আলো

গজারিয়া

আটক ছয়জন

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতির সময় ছয়জনকে আটক করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার রাতে আলীপুরা এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। গতকাল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন থানার ওসি মাহবুবুর রহমান। আটক ডাকাত সদস্যরা হলো নারায়ণগঞ্জের বন্দরের আমিনুল ইসলাম, মাসুম, মসাইফুল ইসলাম, মো. সাকিব, রাকিব ও পিরোজপুরের কাউখালীর রুবেল হোসেন। পুলিশ জানায়, আলীপুরা এলাকায় শুক্রবার রাতে ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল একটি দল। পুলিশ অভিযান চালিয়ে একটি পিকআপ ভ্যান, একটি চাপাতি, দুটি চাকু, একটি পাইপ ও একটি প্লায়াস উদ্ধার করে।
প্রতিনিধি, *মুন্সিগঞ্জ*

দুধের ছানা দিয়ে তৈরি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শত বছর ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি ছানামুখী। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় জেলা শহরের ফরিদুল হুদা সড়কের পাশে একটি মিষ্টির দোকানে। ছবি : প্রথম আলো

ছানামুখীর জিআই স্বীকৃতি লাভ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

২৪ সেপ্টেম্বর ডিপিডিটি ছানামুখী জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার বিষয়টি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসনকে নিশ্চিত করেছে।

শাহাদৎ হোসেন, *ব্রাহ্মণবাড়িয়া*

চতুর্ভুজ আকারের ছোট ছোট টুকরা মিষ্টি। ওপরের শুকনা অংশে জমাটবাঁধা চিনির আবরণ। ভেতরের পুরোটাই দুধের নরম ছানা। দেশি গরুর দুধ থেকে ছানা করে তা দিয়ে তৈরি এই মিষ্টান্নের নাম ছানামুখী। এটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শত বছরের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্ন। এর সুনাম সারা দেশে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছাড়া দেশের আর কোথাও ছানামুখী তৈরি হয় না। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছানামুখী ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য যে আবেদন করা হয়েছে, সেখানেই রয়েছে এ মিষ্টান্নের এমন জিবে জল আনা বর্ণনা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই মিষ্টান্ন জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ডিপিডিটি কোনো পণ্যের জিআই স্বীকৃতি দেয়। কোনো একটি দেশের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মাটি, পানি, আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি যদি কোনো একটি পণ্য উৎপাদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাহলে সেটিকে সেই দেশের জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কোনো একটি পণ্য চেনার জন্য জিআই স্বীকৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করতে দেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্যের জিআই স্বীকৃতি যত দ্রুত করা যায়, তত ভালো।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ২৪ সেপ্টেম্বর ডিপিডিটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছানামুখী জিআই পণ্য হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার বিষয়টি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসনকে নিশ্চিত করেছে। ডিপিডিটিতে ছানামুখীর জিআই নম্বর ৪১।

> ছানামুখী জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া মানেই জেলার জন্য সম্মানজনক সংবাদ। আমরা খুশি। অনেক দিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম; কিন্তু দায়িত্ব না নেওয়ার কেউ না থাকায় বিলম্ব হয়েছে।
>
> **দুলাল চন্দ্র মোদক**, মিষ্টি ব্যবসায়ী

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. সাইফুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, ছানামুখী জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সরকারিভাবে ছানামুখীকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ব্র্যান্ডিংয়ের আওতায় আনা হয়েছে। জেলার ব্র্যান্ডবুকেও একে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিদেশি অতিথিসহ মন্ত্রী পর্যায়ের যাঁরাই আসেন, তাঁদের ছানামুখী দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

জেলা তথ্য বাতায়নে পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী খাবার হিসেবে উল্লেখ আছে ছানামুখীর নাম। সেখানে বলা আছে, ছানামুখীর উৎপত্তি ব্রিটিশ রাজত্বকালে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। এক কেজি ছানামুখী তৈরিতে গরুর সাত-আট লিটার দুধ লাগে। প্রতি কেজি ছানামুখীর দাম ৭০০ টাকা।

জেলা শহরের আদর্শ মাতৃভান্ডারে প্রায় ৪০ বছর ধরে কাজ করছেন দুলাল চন্দ্র পাল (৬০)। সংক্ষেপে তিনি ছানামুখী বানানোর বর্ণনা দিলেন। দুলাল জানান, সাত থেকে আট লিটার দুধের সঙ্গে এক কেজি চিনি দিয়ে তৈরি হয় এক কেজি ছানামুখী। ছানামুখী তৈরির কয়েকটি ধাপ রয়েছে। প্রথমে গাভির দুধ জ্বাল দিতে হয়। এরপর গরম দুধ ঠান্ডা করে ছানায় পরিণত করতে হবে।

দুলাল চন্দ্র বলেন, অতিরিক্ত পানি ঝরে যাবে, এমন একটি পরিচ্ছন্ন টুকরিতে ছানা রাখতে হবে। পরে ওই ছানা কাপড়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে হবে, যাতে সব পানি ঝরে যায়। এভাবে দীর্ঘক্ষণ ঝুলিয়ে রাখলে ছানা শক্ত হবে। শক্ত ছানাকে ছুরি দিয়ে ছোট ছোট টুকরায় কাটতে হবে। এর পর চুলায় একটি কড়াই বসিয়ে তাতে পানি, চিনি ও এলাচি দিয়ে ফুটিয়ে শিরা তৈরি করতে হবে। এরপর ছানার টুকরাগুলো চিনির শিরায় ছেড়ে নাড়তে হবে। সব শেষে চিনির শিরা থেকে ছানার টুকরাগুলো তুলে একটি বড় পাত্রে রাখতে হবে। ওই পাত্র খোলা জায়গা বা পাখার নিচে রেখে নেড়ে শুকাতে হবে। এতেই প্রস্তুত হয়ে যাবে ছানামুখী।

ছানামুখী জিআই স্বীকৃতি পাওয়ায় খুশি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মিষ্টি ব্যবসায়ীরা। আদর্শ মাতৃভান্ডারের মালিক রাখাল মোদকের ছেলে দুলাল চন্দ্র মোদক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ছানামুখী জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া মানেই জেলার জন্য সম্মানজনক সংবাদ। আমরা খুশি। অনেক দিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দায়িত্ব না নেওয়ার কেউ না থাকায় বিলম্ব হয়েছে। দেশের বাইরে নিয়মিত ছানামুখী যাচ্ছে।'

ছানামুখীর ইতিহাস

ছানামুখী মিষ্টির রয়েছে পুরোনো ইতিহাস। মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত যে ইতিহাস, তাতে এই মিষ্টি যিনি প্রথম তৈরি করেছিলেন, তাঁর নাম মহাদেব পাঁড়ে। বাড়ি তাঁর ভারতের কাশীধামে। বড় ভাই দুর্গাপ্রসাদের হাত ধরে প্রায় শতবর্ষ আগে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। বড় ভাইয়ের মিষ্টির দোকানে কাজ শুরু করেন মহাদেব। দুর্গাপ্রসাদের মৃত্যুর পর আশ্রয়হীন হয়ে মহাদেব নিরুদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে একসময় চলে আসেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে। বর্তমান জেলা শহরের মেড্ডায় তখন শিবরাম মোদকের একটি মিষ্টির দোকান ছিল। তিনি নিজের দোকানে মহাদেবকে আশ্রয় দেন। মহাদেব আসার পর শিবরামের মিষ্টির সুনাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। মৃত্যুর সময় শিবরাম মিষ্টির দোকানটি মহাদেবকে দিয়ে যান। মহাদেব দুটি মিষ্টি বানাতেন। একটি লেডি ক্যানিং বা লেডি ক্যানি, অন্যটি ছানামুখী।

মব জাস্টিসের নামে অপরাধ করলে ছাড় নয় : আইজিপি

চট্টগ্রাম

গতকাল চট্টগ্রাম বিভাগের ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মো. ময়নুল ইসলাম এ কথা বলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

মো. ময়নুল ইসলাম

মব জাস্টিসের নামে অপরাধ করলে ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. ময়নুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, 'আমরা একটি বিষয় ক্লিয়ার করতে চাই, মব জাস্টিসের নামে কেউ আইন হাতে তুলতে নেবেন না। তাহলে আপনি যেই মব জাস্টিসের নামে যেই অপরাধ, অন্যায় করলেন, সে ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আপনাকে আইনের আওতায় আসতেই হবে।'

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইজিপি এ কথাগুলো বলেন।

এর আগে আইজিপি চট্টগ্রাম বিভাগের ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন র‍্যাবের মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার হাসিব আজিজ, চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি মো. আহসান হাবীব পলাশ প্রমুখ।

মব জাস্টিস ইস্যুতে আইজিপি ময়নুল ইসলাম আরও বলেন, 'ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রামে এ রকম তিনটি ঘটনা ঘটেছে। চট্টগ্রামে গান গাইতে গাইতে এক যুবককে হত্যা করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। জাহাঙ্গীরনগরে অপরাধী চক্রের একজনকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ঘটনা ঘটিয়েছিল, তাদের মধ্যে আমরা ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে স্টেটমেন্ট নিয়েছি। অন্যদের গ্রেপ্তারে চেষ্টা চলছে।'

পুলিশ বাহিনীকে সংস্কারের বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্ন জবাবে আইজিপি বলেন, পুলিশে সংস্কার প্রয়োজন, এটি আমরা যেমন উপলব্ধি করছি, তেমনি আমাদের প্রত্যেক সদস্য উপলব্ধি করছে। ঠিক তেমনি সরকার অত্যন্ত আন্তরিক। যে ছয়টি কমিশন করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম পুলিশ সংস্কার কমিশন।'

যে ১১ দফা দাবি পুলিশ থেকে উঠেছিল, সেই আলোকে মাঠপর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের নিয়ে কমিটি করা হয়েছে উল্লেখ করে ময়নুল ইসলাম বলেন, 'আমরা একটি জায়গায় বেশি সংস্কার করতে চাই, সেটি হচ্ছে আমাদের কোনো সদস্য যখন ইউএন মিশনে যায়, তখন যে আন্তর্জাতিক মান থাকে, সেই মানের ব্যত্যয় ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে সেই মান রক্ষা করা হয়নি। আমাদের অ্যাপ্রোচের ক্ষেত্রে অনেক ভুল হয়েছিল। সেগুলোও আমরা আমলে নিয়ে কাজ করছি।'

এক প্রশ্নের জবাবে আইজিপি ময়নুল ইসলাম বলেন, 'মামলার আসামি হলেই গ্রেপ্তার করা যাবে না। শুধু তদন্তে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলেই গ্রেপ্তার করা হবে। আমরা পুলিশকে বলেছি, থানায় মামলা রেকর্ড করার আগে তা যাচাই-বাছাই করে নিতে। মামলা হলেই যে গ্রেপ্তারের আওতায় আসবে, সেটা আইন বলে না।' আইজিপি বলেন, আসামি হলেও নিরপরাধ কারও ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। মামলার ক্ষেত্রে সরাসরি পুলিশের ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই।

আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসবে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হবে উল্লেখ করে পুলিশপ্রধান বলেন, ইদানীং বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জন্য কিছু ক্ষুদ্র গোষ্ঠী কাজ করে থাকতে পারে। কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ঘটনা ঘটতে দেওয়া হবে না। এ দেশ সব মানুষের। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান—সবার। দুর্গোৎসবে কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আইজিপি ময়নুল ইসলাম জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পুলিশের ৪৪ জন সদস্য নিহত ও ২ হাজার ৫০০-এর মতো আহত হয়েছেন। পুলিশের চলমান যৌথ অভিযানের বিষয়ে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত পুলিশ ও বিভিন্ন বাহিনীর লুণ্ঠিত অস্ত্রের প্রায় ৭৫ শতাংশ উদ্ধার (২৩৮টি অস্ত্র) করা সম্ভব হয়েছে।

১৩ বছর বেতন তুলেছেন কিন্তু ক্লাস নেননি

মাগুরার শালিখা

শিক্ষক শিশির এলাকায় পরিচিত ছিলেন মাগুরা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বীরেন শিকদারের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে।

প্রতিনিধি, *মাগুরা*

শিশির সরকার

মাগুরায় এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ক্লাস না করিয়ে ১৩ বছর ধরে বেতন তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ওই শিক্ষকের নাম শিশির সরকার। শিশির এলাকায় বেশি পরিচিত ছিলেন মাগুরা-২ আসনের (শালিখা, মহম্মদপুর ও সদরের একাংশ) সাবেক সংসদ সদস্য বীরেন শিকদারের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে।

শিশির শালিখা উপজেলার অভয়াচরণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)। তবে এ বিষয়ে শিশিরের সঙ্গে কথা বলা যায়নি। স্থানীয় ব্যক্তিরা বলেন, চাকরিতে নিয়োগ পাওয়ার পর কখনো নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসেননি ওই শিক্ষক। প্রায় সব রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সাবেক সংসদ সদস্যের সঙ্গে দেখা যেত শিশিরকে। সংসদ সদস্যের সঙ্গে তাঁর সখ্য থাকায় কেউ বিষয়টি নিয়ে এত দিন কথা বলতে পারেননি।

গত বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, সহকারী শিক্ষক শিশির সরকার অনুপস্থিত। প্রধান শিক্ষকের কার্যালয় থেকে জানানো হয়, সর্বশেষ গত ৬ আগস্ট বিদ্যালয়ে এসেছিলেন শিশির। অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ওই দিন দুই মাসের ছুটির দরখাস্ত দেন তিনি। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে ছুটির অনুমোদন দিয়েছে।

প্রধান শিক্ষকের কার্যালয় ও জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০১১ সালের ১২ মার্চ ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে যোগ দেন শিশির সরকার। এর পর থেকে নিয়মিত বেতন তুলেছেন। সর্বশেষ আগস্ট মাসের বেতনও পেয়েছেন শিশির।

ওই শিক্ষকের বিষয়ে শিক্ষার্থীরা বলেন, শিশির সরকার নামের একজন শিক্ষককে তারা চেনে। কিন্তু গত ৪ বছরে তাঁর কোনো ক্লাস পায়নি।

উপজেলার আসবা বরইচারা গ্রামে ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত অভয়াচরণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩১০। এর বিপরীতে শিক্ষক আছেন শিশির সরকারসহ ১৬ জন। পরিচয় গোপন রাখার শর্তে ওই বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বলেন, শিশির কখনো নিয়মিত পাঠদান করাননি। বছরের পর বছর নানাভাবে বিষয়টি 'ম্যানেজ' করে আসছেন।

প্রধান শিক্ষক মমতা মজুমদার বলেন, তিনি (শিশির সরকার) মাঝেমধ্যে স্কুলে আসতেন বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি নারায়ণ বরকে সঙ্গে নিয়ে। সভাপতিকে সামনে বসিয়ে তিনি হাজিরা খাতায় এক মাসের স্বাক্ষর করে চলে যেতেন। সাবেক সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন শিশির। তাই তাঁকে তিনি কখনো কিছু বলতে সাহস পাননি। তবে তিনি পরিচালনা পর্ষদকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন।

শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত তিন মেয়াদে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হন আসবা গ্রামের বাসিন্দা নারায়ণ বর। সরকার পতনের পর কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। সাবেক সংসদ সদস্যের প্রভাব খাটিয়ে প্রতিবারই নারায়ণ বরকে সভাপতি নির্বাচিত করেছেন শিশির। এ কারণে এ বিষয়ে আর কেউ কথা বলতেন না।

বৃহস্পতিবার সদ্য সাবেক সভাপতি নারায়ণ বরের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়নি। তাঁর ব্যবহৃত মুঠোফোন নম্বর বন্ধ পাওয়া গেছে। তিনি কয়েক দিন আগে চিকিৎসার জন্য ভারত গিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তাঁর স্বজনেরা।

এ বিষয়ে কথা বলতে গতকাল শনিবার শিক্ষক শিশির সরকারের মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তা বন্ধ পাওয়া যায়। স্থানীয় ব্যক্তিরা বলেন, গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর মাগুরা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বীরেন শিকদারের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয়। ওই দিন থেকে বীরেন আত্মগোপনে রয়েছেন। এ কারণে তাঁর বক্তব্যও পাওয়া যায়নি।

জেলা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আলমগীর কবির শনিবার মুঠোফোনে বলেন, 'শিশির সরকার যে ক্লাস না করিয়ে বেতন তুলেছেন, এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক মমতা মজুমদার গত বৃহস্পতিবার লিখিত আকারে আমাদের জানিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে এর আগে কেউ আমাদের অভিযোগ করেননি।' তিনি আরও জানান, বিষয়টি জেলা প্রশাসককে জানিয়েছে শিক্ষা অফিস। পাশাপাশি এ অভিযোগ তদন্তে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে কমিটিকে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

ছাত্রীদের ফুটবল প্রতিযোগিতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রাতে ফুটবল প্রীতি ম্যাচ খেলেছেন। গতকাল শনিবার রাত সোয়া আটটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এ প্রীতি ম্যাচ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রস্তাবিত ক্রীড়া সংগঠন জেইউ স্পোর্টস ক্লাবের আয়োজনে ছাত্রীদের এ ম্যাচ হয়।

আয়োজকেরা বলেন, একটি দলের নাম দেওয়া হয় 'ডায়মন্ড স্ট্রাইকার্স' এবং অপরটি 'থান্ডার কুইনস'। মোট ২০ মিনিটের খেলায় প্রথমার্ধে ইংরেজি বিভাগের ৪৯তম ব্যাচের ছাত্রী ও থান্ডার কুইনসের খেলোয়াড় সিফাত আরা রুমকির গোলে এগিয়ে যায় তারা। পরের অর্ধে ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ৪৮তম ব্যাচের ছাত্রী ও ডায়মন্ড স্ট্রাইকার্সের খেলোয়াড় নাবিলা খায়েরের পেনাল্টিতে একটি গোলে খেলায় ১-১ সমতা আনেন। ফলে খেলাটি ড্র হয়।

থান্ডার কুইনসের খেলোয়াড় আফিয়া মালিহা ঐতিহ্য *প্রথম আলোকে* বলেন, 'রাতে ফুটবল খেলার মাধ্যমে আমরা এই বার্তা দিতে চেয়েছি যে সুযোগ পেলে নারীরা সব পরিবেশে সবকিছুতে অংশগ্রহণ করতে পারি। প্রথমবারের মতো রাতে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এত দর্শকের মাঝে ফুটবল খেলতে পারার অনুভূতি অবর্ণনীয়। প্রশাসনের কাছে দাবি জানাব, আগামীতে তারা যেন ছাত্রীদেরও টুর্নামেন্টের আয়োজন করে।'

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। গতকাল রাতে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে। ছবি : প্রথম আলো

আ.লীগের ২৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা

প্রতিনিধি, *নেত্রকোনা*

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ দলের ২৩০ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৩০ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে পৌর বিএনপির আহ্বায়ক ফজলুল হক বাদী হয়ে ভাঙচুর, লুটপাট ও বিস্ফোরক আইনে মামলাটি করেন।

১৭ আগস্ট থেকে গতকাল পর্যন্ত এ নিয়ে জেলায় নয়টি থানায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে অন্তত ৩০টি রাজনৈতিক মামলা হয়েছে। এর মধ্যে মোহনগঞ্জে দুটি মামলা রয়েছে।

মামলার এজাহার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ১৮ জুলাই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে মোহনগঞ্জ পৌর শহরে স্টেশন রোড এলাকায় ছাত্র-জনতার ওপর আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশি অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ এনেছেন বাদী।

মামলার বাদী ফজলুল হক বলেন, সুনির্দিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মামলাটি করা হয়েছে। মামলার এজাহারে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তোফাজ্জল হত্যার প্রতিবাদে কর্মসূচি

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'একমুঠো ভাতের জন্য তোফাজ্জল হত্যা'র প্রতিবাদ ও সামাজিক বিকৃতি রোধে এবং নৈতিক শিক্ষার দাবিতে আহার না করাসহ প্রতিবাদী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী নারায়ণগঞ্জ জেলা সংসদ।

গতকাল শনিবার নগরের আলী আহাম্মদ চুনকা নগর পাঠাগার মিলনায়তনের সামনে এই কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। কর্মসূচি পালনকালে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর বন্ধুরা দুপুর থেকে আহার গ্রহণ করেননি। তাঁরা একবেলার আহারের টাকা দিয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী, ভবঘুরে, হতদরিদ্রদের মধ্যে দুপুরের খাবার দেন। এ ছাড়া মাছ, পাখি, কুকুর, বিড়াল, বানরদেরও খাবার দেওয়া হয়। নগরীতে এ বছর যে গাছ লাগানো হয়েছিল, সেগুলোও পরিচর্যা করেন তাঁরা। এ কাজে উদীচীর সদস্যরা ছাড়াও কিছু বন্ধুপ্রতিম সংগঠনের নেতারা অংশ নেন।

উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী নারায়ণগঞ্জ জেলা সংসদের সভাপতি জাহিদুল হকের সভাপতিত্বে সম্পাদক মাসুম সেকান্দারের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন ন্যাপ জেলার সম্পাদক আওলাদ হোসেন, আমরা নারায়ণগঞ্জবাসীর সম্পাদক নাসির উদ্দিন, গণসাংস্কৃতিক জোট নারায়ণগঞ্জ জেলার আহ্বায়ক অভিজিৎ রায়, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারায়ণগঞ্জ জেলার সদস্য শোভা সাহা, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী নারায়ণগঞ্জ জেলা সংসদের সহসভাপতি উম্মে লায়লা, প্রথম আলো নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

ডুয়েল গেজ প্রকল্পের নির্মাণকাজ শিগগিরই চালু হবে

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেলপথ

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ডুয়েল গেজ রেললাইন প্রকল্পের কাজ পুনরায় চালু করতে নতুন করে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেলপথে বন্ধ হওয়া ডুয়েল গেজ (ডাবল) রেললাইন প্রকল্পের নির্মাণকাজ শিগগিরই নতুন করে চালু হচ্ছে বলে জানিয়েছেন রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক মো. নাজমুল ইসলাম। ছয় মাসের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

গতকাল শনিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ রেলস্টেশনে ডুয়েল গেজ প্রকল্প পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন রেলওয়ের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী। তাঁরা রেলস্টেশনের বিভিন্ন অর্ধনির্মিত স্থাপনা ও রেললাইনও ঘুরে দেখেন।

মো. নাজমুল ইসলাম বলেন, 'দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ডুয়েল গেজ রেললাইন প্রকল্পের নির্মাণকাজ পুনরায় চালু করতে নতুন করে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কাজ সংযোজনও করা হয়েছে। কাজটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটির আগের নির্মাণ প্রতিষ্ঠান চায়না কোম্পানির কাজে অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকায় কাজটি সঠিকভাবে হয়নি। এ ছাড়া রেললাইন বসানোর ক্ষেত্রেও তাদের কিছু ত্রুটি রয়েছে। এ কারণে কাজ সম্পূর্ণ না করে আংশিক কাজ করেই চলে যায় চায়না ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি। তবে যাত্রীদের সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেল মন্ত্রণালয় নতুন করে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ছয় মাসের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।'

রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক আরও বলেন, এটি বাস্তবায়িত হলে রেলপথে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটের যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করতে পারবেন। পাশাপাশি সব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে রেলওয়ের জমি অবৈধ দখলমুক্ত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান। অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'জেলা, উপজেলা ও সিটি করপোরেশনের মধ্যে রেলওয়ের জমি রয়েছে। জমিগুলো যাতে দখল হয়ে না যায়, এ জন্য আমাদের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা রয়েছে।'

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে ৩৭৮ কোটি ৬৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ডুয়েল গেজ রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। দীর্ঘ ৭ বছরেও প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি। কয়েক দফা প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হলেও গত মে মাসে কাজ সম্পন্ন না করে চলে গেছে চায়না কোম্পানি পাওয়ার কনস্ট্রাকশন করপোরেশন অব চায়না (পিসিসিসি)।

ঘোড়ার গোসল বাড়ির পাশে কুমার নদে পোষা ঘোড়াটিকে গোসল করাচ্ছেন গাড়োয়ান খালেক শেখ। এই ঘোড়া দিয়ে তিনি পণ্য পরিবহন করেন। গতকাল ফরিদপুর সদর উপজেলার চর মাধবদিয়া ইউনিয়নের বারইডাঙিতে। ছবি : প্রথম আলো

অপহৃত ঠিকাদার উদ্ধার | রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থেকে অপহৃত জাকারিয়া নামের ঠিকাদারকে পল্টন এলাকা থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

সিপিবি

অবিলম্বে সংস্কারের রোডম্যাপ দাবি

জুলাই-আগস্ট গণহত্যার বিচার, গণ-অভ্যুত্থানে হতাহতদের তালিকা তৈরি, আহতদের সুচিকিৎসা, হতাহতদের পরিবারকে পুনর্বাসন করা এবং অবিলম্বে সংস্কারের রোডম্যাপ ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। পাচারের টাকা ফেরত আনা, খেলাপি ঋণ আদায়, দুর্নীতি-লুটপাটের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং সিন্ডিকেট ভেঙে দিয়ে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করার দাবিও জানিয়েছে দলটি। সিপিবির দুই দিনব্যাপী জাতীয় পরিষদের সভায় এসব দাবির কথা উঠে এসেছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর মুক্তি ভবন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় পরিষদের সভা শেষে এ দাবি জানানো হয়। এর আগে দলটির কেন্দ্রীয় কমিটি সভা ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। সিপিবি সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বর্তমান পরিস্থিতি ও করণীয় বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন দলের সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আসলাম খান।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা

একই পরিবারের তিনজন দগ্ধ

রাজধানীর ধানমন্ডির শুক্রাবাদ এলাকার একটি বাসায় আগুন লেগে শিশুসহ একই পরিবারের তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। গত শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন মো. টোটন মিয়া (৩৫), তাঁর স্ত্রী নিপা বেগম (৩০) ও তাঁদের ছেলে মো. বায়জিদ (৩)। তিনজন এখন শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন। অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনার বিষয়ে টোটন মিয়ার বোন তন্বী খাতুন প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর ভাই টোটন মিয়া একটি পলিথিনের কারখানায় কাজ করেন। পরিবার নিয়ে শুক্রাবাদ এলাকার একটি বাসায় ভাড়া থাকেন। অফিসে যাওয়ার উদ্দেশে রাত তিনটার দিকে তিনি ঘুম থেকে ওঠেন। একপর্যায়ে দেশলাই জ্বালানোর পর হঠাৎ ওই কক্ষে আগুন ধরে যায়। তখন তাঁর ভাই, ভাবি ও ভাতিজার শরীরের আগুন লাগে। পরে তাঁদের হাসপাতালে আনা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ক্ষতির মুখে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন

জাতীয় জাদুঘর

জাদুঘরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষণে তাপমাত্রা, আর্দ্রতার পরিবর্তন বা আলো পরিমাপের ব্যবস্থা নেই।

সাদিয়া মাহ্জাবীন ইমাম, *ঢাকা*

জাতীয় জাদুঘরে পোড়ামাটির এই নিদর্শন বগুড়া থেকে পাওয়া। ছবি : প্রথম আলো

৪০ বছরের পুরোনো গুদামে নেই কেন্দ্রীয় তাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র। নেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষণের ব্যবস্থা। এ অবস্থায় বহুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, শিগগিরই তৈরি হবে বহুতল ভবন আর তাতেই সমাধান হবে নিদর্শনগুলোর প্রদর্শন ও সংরক্ষণ সংকট।

তবে এত দিনেও নতুন ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হয়নি। খবর নিয়ে জানা গেল, স্বয়ং প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা-কর্মচারীরাই নিজেদের স্বার্থে চাননি, জাদুঘরের জন্য হোক নতুন ভবন। এভাবেই স্থানসংকট আর সংরক্ষণের দুর্বলতায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জাতীয় জাদুঘরের প্রায় ৮৯ হাজার নিদর্শন।

রাজধানীর শাহবাগে অবস্থিত জাতীয় জাদুঘরে আছে ৯৪ হাজারের বেশি নিদর্শন। এর মধ্যে আছে দুই হাজার বছরের পুরোনো গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও। নিদর্শনগুলোর ৫ শতাংশ থাকে প্রদর্শনের জন্য। বাকি সব থাকে ১৯৮৩ সালে তৈরি এ ভবনের বিভিন্ন স্টোররুম বা গুদামঘরে।

জাদুঘরের মোট ১৮টি গুদামে সংরক্ষিত আছে প্রায় ৮৯ হাজার নিদর্শন। এর মধ্যে ৭১ হাজারের বেশি ইতিহাস ও ধ্রুপদি শিল্পকলা বিভাগের। সংরক্ষিত স্থানটিতে প্রবেশের অনুমতি নেই। তবে জাদুঘরের গুদামঘরগুলো সম্পর্কে স্বয়ং কর্তৃপক্ষই সন্তুষ্ট নয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রতিষ্ঠানের দুই বিভাগের দুজন কিপার *প্রথম আলোকে* জানান, অধিকাংশ গুদামঘর ভবনের নিচতলায়। এগুলোর জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে তাপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র নেই। তবে এখানে বন্যা বা বৃষ্টিতে কখনো পানি প্রবেশ করবে না। কিন্তু এটিই নিদর্শনগুলো সংরক্ষণের একমাত্র নিশ্চয়তা নয়। জাদুঘরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষণের জন্য তাপমাত্রা, আর্দ্রতার পরিবর্তন বা আলো পরিমাপের ব্যবস্থা নেই।

জাদুঘরের সংরক্ষণ রসায়নাগার বিভাগের কিপার মো. আকছারুজ্জামান নুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাপ, আর্দ্রতা, আলো গুরুত্বপূর্ণ। এসবের মাপ যথাযথ না থাকলে প্রত্নসামগ্রীতে পরিবর্তন শুরু হয়, ক্ষয় হয়। তাৎক্ষণিকভাবে এটি বোঝা না গেলেও বড় সময়ের ব্যবধানে স্পষ্ট হয় ক্ষতি।' তিনি বলেন, 'প্রতিষ্ঠানের রসায়নাগারের পক্ষে যতটা সম্ভব সর্বোচ্চ চেষ্টা করে প্রত্নবস্তু সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তবে তা যথেষ্ট না।'

জাদুঘরের এই কর্মকর্তা জানান, একটি দলিল সংরক্ষণে যে তাপ, আর্দ্রতা, আলোসহায়ক, সেটি একটি ধাতব বস্তুর ক্ষেত্রে একই থাকবে না। যেমন পুরোনো কোনো কাগজের দলিল সংরক্ষণে বাতাসে আর্দ্রতা থাকতে হবে ৫০ শতাংশ, তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে। ধাতুর তৈরি কোনো নিদর্শন সংরক্ষণে আর্দ্রতা ৩০ শতাংশ ও তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির আশপাশে থাকতে হবে।

জাদুঘরের এশিয়ান ক্ল্যাসিক্যাল আর্ট বিভাগের কিপার ছিলেন স্বপন কুমার দাস। ৩৫ বছর এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থেকে অবসরে যাওয়া এই কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, বাংলাদেশে এখনো কার্বন ডেটিংয়ের (জৈব উপাদান ধারণকারী বস্তুর বয়স নির্ধারণের একটি পদ্ধতি) ব্যবস্থা হয়নি। প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুর সময় নির্ধারণ করা হয় এর শৈল্পিক গঠন, উদ্ধারের সময় মাটির গভীরতা—বিষয়গুলো দেখে।

স্বপন কুমার জানান, সংরক্ষণাগারে যাঁরা আছেন, তাঁরা কাজ করে করে দক্ষ। সংরক্ষণবিজ্ঞান নিয়ে পড়ার সুযোগ এখনো দেশে তৈরি হয়নি।

শুরু হয়নি নতুন ভবন তৈরির কাজ

জাদুঘর কর্তৃপক্ষ বরাবর বলে আসছে, নতুন ভবন হলে সংকটের সমাধান হবে। ২০২২ ও ২০২৩ সালে একাধিকবার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অচিরেই শুরু হবে নতুন ভবনের নির্মাণকাজ। জাদুঘর লাগোয়া জাতীয় গণগ্রন্থাগার ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে ২০২২ সালে। একই সময় জাতীয় জাদুঘরের নতুন ভবনের নির্মাণকাজ শুরু করার পরিকল্পনা ছিল। এ আলোচনা চলছে ২০১৮ সাল থেকে।

চলতি সেপ্টেম্বরে খবর নিয়ে জানা গেছে, এখনো পাসই হয়নি বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প। জাদুঘরের পরিকল্পনা উন্নয়ন কর্মকর্তা ছালেহা খাতুন এ বিষয়ে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'দুই তলা বেজমেন্টসহ ১৩ তলা নতুন ভবন নির্মাণের প্রকল্প এখন আছে অর্থ মন্ত্রণালয়ে। সেখান থেকে পাস হওয়ার পর যাবে পরিকল্পনা কমিশনে। এটি নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ২৭৮ কোটি টাকা।'

এ বিলম্বের কারণ সম্পর্কে খবর নিতে গিয়ে জানা গেল আরেক তথ্য। জাদুঘরের কম্পাউন্ডে মূল ভবনের কাছে ভেতরের দিকে আছে চারটি আবাসিক ভবন ও একটি বাংলো। সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা আছে জাদুঘরের ৪৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মহাপরিচালকের। নতুন ভবন নির্মাণের প্রাথমিক নকশায় এখানকার ভবন ভাঙার প্রস্তাব থাকায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এ নিয়ে অনাগ্রহী হয়ে যান।

এসব বিষয়ের সমাধান কী—জানতে চাইলে সদ্য বিদায়ী (৩ সেপ্টেম্বর) মহাপরিচালক মো. কামরুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, '৪০ বছরের পুরোনো গুদাম, তবু কিপাররা (সংরক্ষকেরা) আলো-বাতাসের ভারসাম্য রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে যে জটিলতা ছিল, সেটির সমাধান হয়েছে। আশা করি, দ্রুত নতুন ভবন তৈরির কাজ শুরু হবে।'

এদিকে জাদুঘরের প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং নিদর্শন প্রদর্শন বিষয়ে জানতে চাইলে আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিষদের (আইকম) বাংলাদেশ জাতীয় কমিটির চেয়ারপারসন ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, জাদুঘরের অধিকাংশ নিদর্শনই প্রত্নবস্তু। অথচ জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডে কি কোনো জাদুঘরবিশেষজ্ঞ বা প্রত্নতাত্ত্বিক আছেন? সংরক্ষণব্যবস্থাই তৈরি হয়নি এখানে। পরিচালনা কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে হবে।

'স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হবে রাজনৈতিক দলগুলো চাইলে'

জাতীয় সংলাপ

দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় গভর্ন্যান্স অ্যাডভোকেসি ফোরামের আয়োজনে জাতীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এ এফ হাসান আরিফ

স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হবে নাকি হবে না, তা রাজনৈতিক দল বা সংগঠনগুলোর ওপর নির্ভর করছে বলে মনে করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ। তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলো যদি চায়, তাহলে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হবে, আর যদি না চায়, পদে পদে বাধাবিপত্তি আসবে।

গতকাল শনিবার দুপুরে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এক জাতীয় সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন এ এফ হাসান আরিফ। দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় গভর্ন্যান্স অ্যাডভোকেসি ফোরামের আয়োজনে 'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও জন-আকাঙ্ক্ষার আলোকে স্থানীয় সরকার সংস্কার' শীর্ষক জাতীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের এই উপদেষ্টা বলেন, 'উপমহাদেশে ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে স্থানীয় সরকারের কাঠামো চালু থাকলেও এখনো আমরা একে শক্তিশালী করে তুলতে পারিনি। আইনে অনেক কিছু থাকলেও আমরা সেসব কার্যকর করতে পারিনি। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা দৃঢ় হতে হবে। স্থানীয় সরকারের সংস্কারের দাবিগুলো উত্থাপন করা দরকার নির্বাচিত সরকারের কাছে। অন্তর্বর্তী সরকার একটি সংস্কার করলে পরবর্তীতে তাঁরা তা অব্যাহত রাখবেন কি না, সে নিশ্চয়তা নেই। তাই যাঁরা জনপ্রতিনিধি হবেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে যেসব রাজনৈতিক দল, তাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে হবে। জাতীয় থেকে স্থানীয় সরকার—সকল পর্যায়ে নির্বাচনব্যবস্থাকে যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে।'

হাসান আরিফ বলেন, ২০০৮ সালে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা থাকার সময়ে স্থানীয় সরকার কমিশন করা হয়েছিল। স্থানীয় সরকার কমিশনের আওতায় বর্তমানে যে আইনগুলো আছে, সেই আইনগুলো করা হয়েছিল। প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, 'সেই কমিশন কি আছে? নেই। বাতিল করল কে? নির্বাচিত সরকার। আপনাদের ভোটে নির্বাচিত সরকার এই কমিশন বাতিল করেছে। সেই একই দাবি প্রত্যাশা আজকে ২০২৪ সালে উঠেছে। ইন্টেরিম (অন্তর্বর্তী) সরকার আমরা একটা কমিশনার করে দিলাম। থাকবে? কোনো গ্যারান্টি আছে? থাকবে না। তাহলে এই প্রত্যাশা করতে হবে নির্বাচিত সরকারের কাছে।'

নির্বাচনপ্রক্রিয়াটাকে আরও স্বকীয় জায়গায় নিয়ে যেতে হবে উল্লেখ করে এ এফ হাসান আরিফ বলেন, 'গত ১৫ বছরে তো নির্বাচন দেখেছি। এটা কি নির্বাচন ছিল? এককথায়—না। নির্বাচনপ্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। এখানে এটা নতুন করে আবার গড়ে তুলতে হবে। নির্বাচনকে আরও উন্নত জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। এর জন্য একটা কমিশন গঠন করা হয়েছে।'

সংলাপে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি সংস্কারের কিছু প্রস্তাব তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে সংসদ সদস্যদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টার ভূমিকাসংবলিত বিধান বাতিল করতে হবে; স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগের মতো নির্দলীয় ভিত্তিতে আয়োজন করতে হবে এবং অবিলম্বে স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন ও কার্যকর করতে হবে।

গভর্ন্যান্স অ্যাডভোকেসি ফোরামের সমন্বয়কারী ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মহসিন আলীর সঞ্চালনায় সংলাপে বক্তব্য দেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামানসহ আরও অনেকে।

ঢাকার খাল দিয়ে ব্লু নেটওয়ার্ক তৈরির পরিকল্পনা হচ্ছে

কর্মশালায় রিজওয়ানা হাসান

বাসস, *ঢাকা*

রিজওয়ানা হাসান

অন্তর্বর্তী সরকার ঢাকার খালগুলো দিয়ে ব্লু নেটওয়ার্ক করার পরিকল্পনা করছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও পানিসম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

'বিগত ১০০ বছরে ঢাকা শহরের নগর প্রতিবেশ, ভূমি ব্যবহার এবং জীববৈচিত্র্যে স্থানিক ও সময়ানুক্রমিক পরিবর্তন ও কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন' শীর্ষক মতবিনিময় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা এ কথা জানান। গতকাল শনিবার রাজধানীর বন ভবনে এই কর্মশালার আয়োজন করে সিইজিআইএস।

যেসব খাল এখনো উদ্ধার করা সম্ভব, সেগুলো দিয়ে এ ব্লু নেটওয়ার্ক করা হবে, এ কথা উল্লেখ করে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, অবৈধভাবে দখল হওয়া খাল উদ্ধারে রাজউককে প্রতি সপ্তাহে অভিযান পরিচালনা করতে হবে। কোনো অন্যায়কে বৈধতা দেওয়া যাবে না। তিনি আরও বলেন, অবৈধ খাল উদ্ধারে প্রয়োজনে অভিযান বাড়াতে হবে। রাজধানী ঢাকার উন্মুক্ত মাটিতে ঘাস লাগাতে হবে এবং এ কাজে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, ঢাকার নগর-পরিকল্পনায় সবুজায়ন, জীববৈচিত্র্য ও জলাভূমি সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পরিবেশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রয়োজন। সবুজ ও জলাভূমি রক্ষায় সব বিভাগের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

কর্মশালায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফারহিনা আহমেদ, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. মাহমুদুল হাসান, রাজউকের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মো. ছিদ্দিকুর রহমান সরকার এবং বন বিভাগের প্রধান বনসংরক্ষক মো. আমীর হোসাইন চৌধুরী বক্তৃতা করেন।

উন্মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, গবেষক ও পরিবেশকর্মীরা অংশ নেন। কর্মশালা শেষে ঢাকার পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরে উপদেষ্টা রাবার বাগান মালিক সমিতির নেতাদের সঙ্গে সভা করেন। তাঁদের বিভিন্ন বক্তব্য শোনেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

গুলশানে কিশোরসহ দুজনের মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর গুলশান থেকে কিশোরসহ দুজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন রফিকুল ইসলাম (৬২) ও সাব্বির (১৫)। দুই দিন আগে তাঁদের হত্যা করা হয়েছে বলে সন্দেহ করছে পুলিশ। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ময়নাতদন্তের জন্য এই দুজনের মরদেহ পাঠানো হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে। গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তৌহিদ আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, গুলশানের ১০৮ নম্বর সড়কের ২১ নম্বর প্লট দেখভাল করতেন নিহত রফিকুল ইসলাম। সেখানে তিনি একটি মুদিদোকান চালাতেন। দোকানে রফিকুলকে সহযোগিতা করতেন সাব্বির। সকালে রফিকুল ও সাব্বিরের মরদেহ পড়ে থাকার খবর পান।

পরে পুলিশ গিয়ে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করে। ওসি তৌহিদ আহমেদ আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে তাঁরা ধারণা করছেন, রফিকুল ও সাব্বিরকে গুরুতর জখম করে হত্যা করা হয়েছে। দুই দিন আগে তাঁদের মারা হয়েছে। তবে কারা, কেন তাঁদের হত্যা করেছে, সে ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো তথ্য জানাতে পারেননি তিনি।

জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে

বললেন ডিএমপি কমিশনার

রাজধানীর মিরপুরে আয়োজিত কল্যাণ সভায় গতকাল সকালে ডিএমপি কমিশনার এ কথা বলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পুলিশের মুষ্টিমেয় কিছু সদস্যের অপেশাদারির কারণে এই বাহিনীর প্রতি জনগণের আস্থার সংকট তৈরি হয় বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার মাইনুল হাসান। তিনি বলেন, 'আমরা দিনরাত পরিশ্রমের মাধ্যমে পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এমন জায়গায় পৌঁছাতে পারব, যেখানে পুলিশ জনগণের আস্থার প্রতীক হবে।'

রাজধানীর মিরপুরের পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্টে (পিওএম) শহীদ এসআই শাহজাহান মিলনায়তনে আয়োজিত কল্যাণ সভায় গতকাল শনিবার সকালে ডিএমপি কমিশনার এ কথা বলেন।

ডিএমপি কমিশনার মাইনুল হাসান বলেন, মুষ্টিমেয় সদস্যদের অপেশাদার কার্যকলাপের কারণে পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থার সংকট তৈরি হয়। এটি পুলিশ বাহিনীর জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি। পুলিশ হলো রাষ্ট্রের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। পুলিশ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে। আর স্থিতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি একটি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার শওকত আলী বলেন, 'আমরা জনগণের প্রতিপক্ষ নই, আমাদের জনগণের জন্যই কাজ করতে হবে। শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিধিবিধান মেনে করতে হবে।'

এ সভায় আরও বক্তব্য দেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন) ফারুক আহমেদ, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) মো. ইসরাইল হাওলাদার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) খোন্দকার নজমুল হাসান, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিকস, ফিন্যান্স অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট) হাসান মো. শওকত আলী, যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (পিওএম) খন্দকার ফরিদুল ইসলাম প্রমুখ।

শিল্পকলায় যাচ্ছেন না ৪ পরিচালক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে বিভিন্ন বিভাগে পরিচালকের পদ ৬টি। দুটি পদ অনেক দিন ধরে খালি। চারটিতে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া পরিচালকেরা এখন অফিসে যাচ্ছেন না।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এর পর থেকে শিল্পকলা একাডেমির চার পরিচালক অনুপস্থিত।

তাঁরা হলেন শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের সৈয়দা মাহবুবা করিম, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের জ্যোতিকা পাল, সংগীত নৃত্য ও চারুকলা বিভাগের কাজী আফতাবউদ্দীন এবং প্রযোজনা বিভাগের পরিচালক সোহাইলা আফসানা। চারজনের নিয়োগই দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক।

পরিচালকদের অভিযোগ, তাঁরা অফিসে যেতে চান। তবে তাঁদের অফিস করতে বাধা দেওয়া হয়, দুর্ব্যবহার করা হয়। অবশ্য শিল্পকলার কর্মকর্তাদের দাবি, পরিচালকেরাই অফিসে যান না।

পরিচালক সোহাইলা আফসানা গতকাল শনিবার প্রথম আলোকে বলেন 'নতুন মহাপরিচালকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগও পাইনি। আমরা যখন চাকরি করতাম, তখন কি সহকর্মীদের সঙ্গে এমন আচরণ করেছি?'

সোহাইলা আফসানা আরও বলেন, 'আমার নিয়োগ ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত। পদচ্যুত করার কোনো চিঠি পাইনি।' ১৭ সেপ্টেম্বর জ্যোতিকা পাল ও সোহাইলা আফসানা শিল্পকলায় গিয়ে ফিরে আসেন। এরপর ফেসবুক লাইভে এসে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছিলেন জ্যোতিকা পাল।

শিল্পকলা সূত্র জানায়, ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ৬ আগস্ট অন্তত ১৪ জন কর্মকর্তার কক্ষে তালা দেন প্রতিষ্ঠানেরই কিছু কর্মকর্তা। কয়েকজনকে কার্যালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১১ থেকে ২০২৪ সালের ১১ আগস্ট পর্যন্ত ১৩ বছর টানা মহাপরিচালক ছিলেন লিয়াকত আলী লাকী। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। গত ১২ আগস্ট তাঁর পদত্যাগের পর ৯ সেপ্টেম্বর মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান সৈয়দ জামিল আহমেদ।

পরিচালকদের অনুপস্থিতির বিষয়ে সৈয়দ জামিল আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন 'সবকিছু নিয়েই কাজ চলছে। আলাদা করে এখনই কিছু বলার নেই, যা বলার সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়েছে।'

শিল্পকলার পরিচালকেরা যেতে পারছেন না, নাকি তাঁরা নিজেরাই আসছেন না—এ বিষয়ে জানতে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হয় শিল্পকলার সচিব সালাহউদ্দিন আহাম্মদের সঙ্গে। তবে তাঁর মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

সংস্কৃতি সচিব খলিল আহমদ প্রথম আলোকে বলেন 'এ বিষয়ে সমাধানের প্রক্রিয়া চলছে। এর বেশি এখনই কছু বলার নেই।'

পাঠকদের মনে রাখতে হবে, নৈতিক ও সৎ সাংবাদিকতা কঠিন সময় পার হতে সহায়তা করবে। চটকদার সংবাদের চেয়ে সত্যকে বেছে নিতে হবে

বিশ্ব সংবাদ দিবস নিয়ে পাকিস্তানের ডন-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

প্রধান উপদেষ্টার জাতিসংঘ মিশন

কূটনৈতিক-অর্থনৈতিক সাফল্যে নতুন মাত্রা

জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নিউইয়র্ক সফরটি কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশের জন্য একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান এবং মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার যাত্রা শুরুর পর সংস্কার ও গণতান্ত্রিক উত্তরণের প্রশ্নে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে এশিয়া, ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকার ১২টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিশ্বব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক ও বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি—সবটা মিলিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সফরে বিশ্বে বাংলাদেশের ইতিবাচক স্বীকৃতির ইঙ্গিত মিলেছে।

জাতিসংঘের ৭৯তম অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক পৌঁছান। এরপরের দিনই জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সভাকক্ষে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে বাংলাদেশের কোনো শীর্ষ নেতার সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বৈঠক বিরল। প্রথা ভেঙে এ বৈঠকে বাইডেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের কথা জানিয়ে বাংলাদেশের সংস্কারে সব ধরনের সহযোগিতার কথা জানান। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের বৈঠকেও সংস্কার ও সুষ্ঠু নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন থাকবে বলে জানানো হয়।

শেখ হাসিনা সরকারের আমলে বাংলাদেশের রপ্তানির প্রধান গন্তব্য ও প্রবাসী আয়ের মূল উৎস যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল, সেখান থেকে যে ইতিবাচক উত্তরণ ঘটেছে, বাইডেন ও ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার ফলপ্রসূ বৈঠক তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেনও পৃথক বৈঠকে মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করেছেন।

চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইর সঙ্গে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের নতুন অধ্যায় সূচনার আহ্বান জানান। বাংলাদেশের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার আগ্রহের কথা জানায় চীন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের বৈঠকে ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার আশাবাদ প্রকাশ করা হয়। পাকিস্তান, মালদ্বীপ ও নেপালের সরকারপ্রধানদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠককে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলে ধরা যায়।

দীর্ঘ কর্তৃত্ববাদী শাসনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি তলানিতে গিয়ে পৌঁছে। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, ভিন্নমত দমন নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সহায়তার প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উত্তরণ ও রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রধান কৌঁসুলি করিম এ এ খানের বৈঠকটি জুলাই-আগস্টের গণহত্যার বিচারের ক্ষেত্রে একটি নতুন পথ খোলার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে।

অর্থনৈতিক সহায়তার প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রেও প্রধান উপদেষ্টার সফর উল্লেখযোগ্য এক অগ্রগতি বলে বিবেচিত হবে। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা বাংলাদেশকে ৩৫০ কোটি ঋণসহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন, যার ২০০ কোটি ডলার নতুন ঋণ। আইএমএফের সঙ্গেও ৩০০ কোটি ডলারের নতুন ঋণের ব্যাপারে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ভাষণে মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, টেকসই সংস্কারের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র, সুশাসন ও সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নতুন বাংলাদেশ গড়ার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। গণতান্ত্রিক উত্তরণের বিশ্বকে পাশে চায় বাংলাদেশ। জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তোলার যে জন-আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। সব মিলিয়ে প্রধান উপদেষ্টার জাতিসংঘ মিশন বাংলাদেশের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাফল্যে নতুন এক মাত্রা যুক্ত করল।

কারাগার নির্মাণে দীর্ঘসূত্রতা

দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

দেশের কারাগারগুলোয় অনেক বছর ধরে ধারণক্ষমতার বেশি বন্দী রয়েছে। এ অবস্থায় পাঁচ জেলায় নতুন কারাগার নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়ার পরও সেগুলো চালু না হওয়ার ঘটনাটি হতাশাজনক। সমীক্ষা ছাড়াই প্রকল্প নেওয়ায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বন্দীরা জরাজীর্ণ ভবনে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।

কারা অধিদপ্তরের বরাতে *প্রথম আলোর* খবর জানাচ্ছে, খুলনা, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, জামালপুর ও কুমিল্লা—এই পাঁচ জেলায় নতুন কারাগারের নির্মাণকাজ চলছে। কোনোটির কাজ চলছে ১৩ বছর ধরে, কোনোটি ৯ বছর, কোনোটি ৫ বছর ধরে। কিন্তু একটি প্রকল্পের কাজও নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে পারেনি অধিদপ্তর। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) আলাদা দুটি প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা স্বীকার করছেন, তড়িঘড়ি করে নতুন নতুন কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয় কোনো ধরনের সমীক্ষা ছাড়াই। অথচ কোনো প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়ার আগে সমীক্ষা করার কাজটি বাধ্যতামূলক। সময় বেড়ে যাওয়ায় অবধারিতভাবে প্রকল্পের খরচও বেড়েছে। পাঁচ প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে ঠেকেছে ১ হাজার ৬৭৫ কোটি টাকায়। অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা স্বীকার করছেন, এ ধরনের প্রকল্প এত দীর্ঘ সময় ধরে চলা উচিত নয়। সমীক্ষা ছাড়া নতুন কারাগার নির্মাণ প্রকল্প নেওয়ার কারণে নানা সমস্যা তৈরি হয়েছে। কেন সমীক্ষা করা হয়নি, তা জানাতে পারেননি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

২০১১ সালে খুলনায় দুই হাজার বন্দী ধারণক্ষমতার নতুন একটি কারাগারের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল। এক যুগের বেশি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর কারাগারটি চালু হয়নি। পুরোনো কারাগারেই গাদাগাদি করে থাকছেন বন্দী ও কয়েদিরা। প্রকল্পটি নেওয়ার আগে সমীক্ষা করা হয়নি। এ কারণে নির্মাণকাজ শুরুর পর ভুল হয়েছে পদে পদে। তিনবার সময় বাড়িয়েও সব কাজ শেষ করতে পারেনি কারা অধিদপ্তর। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা কয়েকটি ভবন কয়েক বছর ধরে খালি পড়ে আছে। এতে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ছে ভবনগুলো। চুরি হচ্ছে ভবনের ভেতরে থাকা উপকরণ। ময়মনসিংহ, নরসিংদী, জামালপুর ও কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের চিত্রও একই রকম।

গত সরকারের আমলে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নানা রকম স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। এসব স্থাপনা তৈরিতে অনেক ক্ষেত্রেই নিয়মনীতি কোনো কিছু মানা হয়নি। এর ফলে কাজের কাজ তো কিছু হয়নি; বরং রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় হয়েছে। কী কারণে, কাদের গাফিলতিতে সমীক্ষা ছাড়াই নতুন কারাগার নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, সেই তথ্য উদ্‌ঘাটন করা উচিত। রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয়ের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

চিঠিপত্র

চাকসু নির্বাচন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, সংক্ষেপে চাকসু নামে পরিচিত। এটি ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান, নেতৃত্ব প্রদান ও অধিকার সম্পর্কে তাঁদের মতপ্রকাশ করার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে চাকসুর কোনো কার্যকারিতা নেই। নেই কোনো প্রতিনিধি নির্বাচন। শিক্ষার্থীদের অধিকারের কথা ব্যক্ত করার সুযোগ নেই। বর্তমানে এটি একটি ভাতের হোটেল। তবে মাঝেমধ্যে এখানে ভাত খাওয়ার পর দুধ-চা পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ এই সংসদ ভাতের হোটেলে রূপান্তরের পেছনে অন্যতম দায় ছিল ছাত্রলীগের গ্রুপভিত্তিক রাজনীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদাসীন মনোভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনের কাছে নির্বাচনের মাধ্যমে চাকসু সচল করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

মুহাম্মাদ রিয়াদ উদ্দিন
শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পার্বত্যবাসী মনে করে সংঘাত ঘটতে দেওয়া হচ্ছে

বিশেষ সাক্ষাৎকার

দেবাশীষ রায়

পার্বত্য চট্টগ্রামে আবার সহিংসতা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে সহিংসতায় প্রাণহানি ঘটেছে। আক্রান্ত হয়েছে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিভিন্ন এলাকা। এই সহিংসতা, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের শান্তি, ওই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ—এসব বিষয় নিয়ে *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন চাকমা সার্কেলের প্রধান রাজা দেবাশীষ রায়।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **পার্থ শঙ্কর সাহা**

প্রথম আলো : আবার অশান্ত হয়ে উঠল পার্বত্য চট্টগ্রাম। গণপিটুনিতে একজন বাঙালি নিহত হওয়াকে কেন্দ্র করে কয়েক দিনের সহিংসতায় চারজন পাহাড়ির প্রাণ গেছে। খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে যে মাত্রার সহিংসতা দেখা গেল, এর পেছনে কোনো বিশেষ কারণ আছে বলে মনে করেন কি?

দেবাশীষ রায় : মোটরসাইকেল চুরির একটি অভিযোগে এক বাঙালি যুবক গণপিটুনিতে নিহত হন, এটা অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু এর সঙ্গে বাকি হত্যা ও সহিংসতাকে মিলিয়ে দেখার কোনো সুযোগ নেই। পরের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জাতিগত বিষয় ছিল, উত্তেজনা ছিল। সেই সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা বা ভূমিকার অনুপস্থিতির বিষয়ও জড়িত ছিল। এমন রটেছিল যে বাঙালি যুবককে পাহাড়িরাই হত্যা করেছেন। পরে দেখা গেল, সেই যুবকের স্ত্রী যখন মামলা করলেন, সেখানে তিনি সব বাঙালির নাম উল্লেখ করেছেন। তাই সেই যুবককে কেবল পাহাড়িরা মেরেছেন বলে যেটা বলা হয়েছিল, সেটা আসলে গুজব। পাহাড়িদের ওপর যাতে বাঙালিদের ক্ষোভ হয়, তা উসকে দিতেই বলব যে এই গুজব রটানো হয়েছিল। কোনো মহল থেকে এটা ছড়ানো হয়েছে, পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ জানে। দেশের বাকি অংশের মানুষ? তাঁরা কি আসলে জানতে চান কী হয়েছে?

প্রথম আলো : পাহাড়ে এ ধরনের ঘটনা তো নতুন নয়। বারবার এটা কেন হয়?

দেবাশীষ রায় : এটা ঠিক বলেছেন। আমার সার্কেল চিফ হওয়ার ৪৭ বছরে কেবল রাঙামাটি শহরে এ ধরনের অন্তত চারটি সহিংসতা হলো। এর মধ্যে ১৯৯২ সালের ২০ মে, ২০১২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সালের ১০ থেকে ১৩ জানুয়ারি এবং এবারে ২০২৪-এ ২০ সেপ্টেম্বর। প্রতিবার ঘটনা ঘটে আর প্রশাসন থেকে বলা হয় যে আমরা যেন পুরোনোটা ভুলে যাই। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের নিশ্চয় প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি (ইনস্টিটিউশনাল মেমোরি) বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে বা থাকা উচিত। আগের তিন ঘটনায় কারা আক্রান্ত হয়েছেন, কত ক্ষতি হয়েছে, আর ঘটনার পেছনে দায়ী ব্যক্তিদের আদৌ শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না—এগুলো না জানলে ও না বুঝলে ভবিষ্যতের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নেব? কোনো ঘটনা কিন্তু রাতে হয়নি, দিনদুপুরে হয়েছে। আবার গ্রামে হয়নি, খোদ রাঙামাটি শহরে হয়েছে। আগের ঘটনাগুলো যাঁরা ঘটিয়েছেন, তাঁরা যদি শাস্তি না পেয়ে থাকেন, তবে এটা কি তাঁদের পক্ষে ভাবা স্বাভাবিক নয় যে এসব করলে কোনোক্রমেই শাস্তি পেতে হয় না। এতে তাঁরা বা তাঁদের সমর্থনকারী মহল কি আরও উৎসাহিত হবে না? রাঙামাটির গত চারটি সহিংসতার ঘটনায় নিহত-আহত, ঘরবাড়ি ধ্বংস, সম্পদহানি—এসবের তালিকা যদি করেন, তবে দেখা যাবে ৯০ শতাংশের বেশি ক্ষতি হয়েছে পাহাড়িদের। আর ক্ষতিমূলক কর্মকাণ্ড যাঁরা করেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে তাঁরা পাহাড়ি না, সেটা অঞ্চলের পাহাড়ি-বাঙালি সবাই জানে।

প্রথম আলো : দেশে বড় ধরনের একটি গণ-আন্দোলন হলো। এরপর নতুন সরকার গঠিত হলে। যখন সেই সরকার কাজ শুরু করেছে, কেবল তখনই এত বড় একটা ঘটনা ঘটল। এর নেপথ্যে কোনো বিষয় কাজ করেছে বলে আপনার মনে হয়?

দেবাশীষ রায় : পাহাড়ের নানা ঘটনায় ‘ষড়যন্ত্র তত্ত্ব’ থাকে। আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, নতুন যে সরকার গঠিত হয়েছে, সেখানে যাঁরা উপদেষ্টা হয়েছেন, তাঁরা যদি জানতেন যে এমন কিছু পাহাড়ে ঘটতে পারে, তাঁরা তা হতে দিতেন না। কিন্তু এসব ঘটনার প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি সরকারের আছে বলে আমার মনে হয় না। গোয়েন্দা দপ্তরগুলোর ফাইলে কী আছে, তা আমি জানি না। এবারের ঘটনার দায়িত্ব নিতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রামে যাঁরা সরকারি কর্মকর্তা আছেন, তাঁদের। তাঁরা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বা নিরাপত্তা বাহিনী, যারাই হন না কেন। এখন অন্তর্বর্তী সরকার যদি তার অবস্থান পরিষ্কার করতে চায়, তবে তাকে কিছু কাজ করতেই হবে নিজেদের সত্যিকারের আন্তরিকতা প্রমাণ করতে। জাতিসংঘের ও বাংলাদেশের বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে।

প্রথম আলো : এ ব্যাপারে আপনি বা আপনারা কি কোনো দাবি করেছেন সরকারের কাছে?

দেবাশীষ রায় : হ্যাঁ, ইতিমধ্যেই আমি সরকারের উপদেষ্টাদের সামনে পাহাড়ের ঘটনার তদন্তে স্বাধীন, নিরপেক্ষ, যথাযথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্ষমতায়িত কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছি। সেই তদন্ত কমিশনে অন্তত ৫০ শতাংশ নারী থাকা উচিত। সেখানে মানবাধিকারকর্মী, নারী অধিকারকর্মী, নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী এবং অবশ্যই আইন ও বিচার বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকা উচিত। সরকার চাইছে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সংঘটিত নানা সহিংসতার তদন্ত জাতিসংঘের মাধ্যমে করতে। পাহাড়ে এত দিন ধরে বেশির ভাগ সহিংসতার বিচার হয়নি। জাতীয়ভাবে কমিশনের তদন্ত ছাড়াও জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা মানবাধিকার সংস্থার প্রতিনিধি দ্বারাও তদন্ত করা উচিত। এর মধ্যে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ হতে পারে।

কমিশন অব ইনকোয়ারি অ্যাক্ট আছে ১৯৬৫-এর। সরকারের উচিত এর অধীনে কমিশন করা একাধিক সদস্য নিয়ে। তার একটা বৃহত্তর ম্যান্ডেট থাকবে। কী ঘটেছে সেটা জানা, শাস্তির বিধান এবং ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয় বিশদে থাকতে হবে। কমিশনের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

প্রথম আলো : এসব সহিংসতা স্থায়ীভাবে বন্ধ করার কোনো পথ আছে বলে মনে করেন কি?

দেবাশীষ রায় : একটা উদাহরণ দিই। এবারে রাঙামাটির সহিংসতার পর চারজন মন্ত্রী পদমর্যাদার ব্যক্তি রাঙামাটি এসেছিলেন। তাঁদের সামনেই আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি বলছিলেন, পরিষদের ভবনে আগুন লাগার পর অনুরোধ করেও ফায়ার সার্ভিসের কাউকে সেখানে আনা যায়নি। চার ঘণ্টা পর তাঁরা এসেছেন। এই উদাহরণ দিলাম এ জন্য যে এখানকার নিরাপত্তা বাহিনীসহ যত ধরনের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে, সবখানে নিরঙ্কুশ বাঙালি প্রাধান্য। অথচ এখানে একটি মিশ্র বাহিনী গড়ে তোলার দাবি দীর্ঘদিনের এবং ১৯৮৯ থেকে এ বিষয়ে আইনি বিধানও রয়েছে। যেখানে পাহাড়ের প্রতিটি জাতিসত্তার মানুষের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এটা তো ন্যায্য একটি বিষয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা হলো না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাড়ানোর জন্য বিশ্বের নানা দেশে এমন বাহিনী হয়েছে এবং তার ইতিবাচক ফলও পাওয়া গেছে।

প্রথম আলো : পার্বত্য চুক্তিতে তো এমন বিষয় যুক্ত ছিল।

দেবাশীষ রায় : শুধু পার্বত্য চুক্তি নয়, ১৯৮৯ সালে যখন তিন জেলা পরিষদ গঠিত হলো, তার আইনেও পুলিশের কনস্টেবল থেকে এএসআই পদে স্থানীয়ভাবে নিয়োগ দেওয়ার বিধান ছিল। আইনে বলা হয়েছিল, ‘অন্য কোনো আইনে যাহাই থাকুক না কেন …’, এই আইন বলবৎ হবে। অর্থাৎ ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনে বিধান না থাকলেও জেলা পরিষদ আইনের মাধ্যমে তা করা সম্ভব ছিল। পরে ১৯৯৭-এর পার্বত্য চুক্তিতে সাব-ইন্সপেক্টর বা এসআই পর্যন্ত নিয়োগ জেলা পরিষদ করতে পারবে বলে বলা হয়, কিন্তু তা হয়নি। বিশ্বের নানা অঞ্চলে, যেমন পূর্ব ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক হানাহানি নিরসন করতে মিশ্র পুলিশ বাহিনী ভূমিকা রেখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এমন একটি বাহিনী তৈরি করতে প্রশিক্ষণ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি। কেন হয়নি তা, সেই প্রশ্ন তোলা জরুরি। তার মানে কি আমরা ধরে নেব যে সরকার বা কোনো মহল চায় না পাহাড়ে হানাহানি বন্ধ হোক।

পাহাড়ের শহরাঞ্চলে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রায় শতভাগ বাঙালি। তাহলে ক্ষমতার ভারসাম্য কোথায় থাকল? এসব বাহিনীর সদস্যদের কাছ থেকে কি পাহাড়ি-বাঙালি সংঘাতে নিরপেক্ষতা অবলম্বন সম্ভব? ইতিহাস তো তা বলে না!

প্রথম আলো : নতুন সরকার নানামুখী সংস্কার করতে চায়। এর প্রভাব নিশ্চয়ই পাহাড়েও দেখা যাবে। ইতিমধ্যে আপনি ও পাহাড়িদের একাধিক প্রতিনিধি সরকারের উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেছেন বলে জানি। নতুন সরকারের কাছে আপনাদের চাওয়াগুলো কী থাকবে?

দেবাশীষ রায় : মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাসহ একাধিক উপদেষ্টার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। তাঁরা ধৈর্যসহকারে আমাদের কথা শুনেছেন। নতুন সরকার আমাদের কতটুকু করল, তা তো আমরা তাদের কাজের মাধ্যমেই দেখব। তবে আমাদের প্রথম চাওয়া হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসামরিক প্রশাসন যেন স্বাধীনভাবে তাদের কাজ করতে পারে, তা নিশ্চিত করা। এখানে সহিংসতা যত থাকুক, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে তো কোনো যুদ্ধাবস্থা চলছে না। এটা ঠিক, কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) সঙ্গে কিছু সংঘাত হয়েছে। কিন্তু বড় আকারে তো সংঘাতের উদাহরণ নেই। এখানে সাধারণ যেসব সহিংসতা হয় বা হচ্ছে, তা পুলিশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, সামরিক বাহিনীর না। মশা মারতে কামান দাগানোর তো দরকার নেই। দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ তো পুলিশের কাজ। তাদের কাজ তাদের করতে দেন, বিজিবির কাজ বিজিবিকে করতে দেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে যাঁরা সেনা কর্মকর্তা আছেন, তাঁরা সিভিল প্রশাসনের অধীনে কাজ করুক। সিভিল প্রশাসন যদি সঠিকভাবে কাজ করতে না পারে, ফায়ার সার্ভিস যদি তার কাজ না করতে পারে, ডেপুটি কমিশনার যদি তার কাজ না করতে পারে, তাহলে চলবে কীভাবে? এসপির কাজ এসপি করবেন, তাঁর কাজ ব্রিগেড কমান্ডার করে দিলে ভুল হবে তো। ঠিক তেমনই ব্রিগেড কমান্ডারের কাজ ডিসি করে দিলে তো ভুল হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারের দপ্তরগুলো তাদের ওপর আইনত যে দায়িত্ব, তা তারা পালন করতে পারছে না।

প্রথম আলো : একটি প্রসঙ্গ আপনিই তুললেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিবদমান নানা গোষ্ঠী আছে। তাদের ভেতরকার অন্তর্ঘাত এবং তার নিয়ন্ত্রণে এখানে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদারের প্রশ্নটিকে সামনে আনা হয়। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

দেবাশীষ রায় : পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হলো ১৯৯৭ সালে। সেই চুক্তির বিরোধিতা করে ইউপিডিএফ নামের একটি সংগঠন হলো। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের ঘটনা আছে। কিন্তু এখন তো পাহাড়ে এমন গোষ্ঠী অন্তত সাতটি। এর মধ্যে আবার ইসলামি একটি গোষ্ঠীও যুক্ত হয়েছে। এখানে এত যে নিরাপত্তার অজুহাত, তাহলে এত গোষ্ঠীর জন্ম হলো কীভাবে? এখানে পার্বত্য অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্তদের ব্যর্থতার প্রশ্ন চলে আসে। তবে অনেক স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস হলো, পাহাড়ে সন্ত্রাস বন্ধ হোক, এটা কোনো কোনো মহল চায় না। জনমানুষের আরও অভিযোগ, পার্বত্য অঞ্চলের বিবদমান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ঘটতে দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম আলো : পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সফল বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে এসব সহিংসতা বা ভূমিকেন্দ্রিক নানা জটিলতা সৃষ্টি হয় বলে বিভিন্ন সময় বলা হয়েছে। এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হলো না কেন? আর এর বাস্তবায়নে সরকারের কাছে আপনার কী প্রত্যাশা থাকবে?

দেবাশীষ রায় : দেখুন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি কিন্তু সবকিছুর পরিসমাপ্তি নয়। পার্বত্য চুক্তির অনেকগুলো আইনি দলিলের মধ্যে একটি। এর মাধ্যমে পাহাড়ে দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলা সংঘাতের সমাপ্তি হয়েছিল। পার্বত্য চুক্তিকে অবশ্যই বাস্তবায়ন করা উচিত। এর মৌলিক দিকের বাস্তবায়ন হয়নি বলেই তো এত সমস্যা। তবে এই চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের স্পৃহা বা স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে পারে পুরোপুরি, তা বলা ঠিক হবে না। কিন্তু অবশ্যই এটা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্যোগ ছিল।

প্রথম আলো : পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কি কিছু সীমাবদ্ধতা আছে তাহলে?

দেবাশীষ রায় : হ্যাঁ, তা তো আছেই। এ চুক্তিতে যতটা আঞ্চলিক স্বশাসন দেওয়া হয়েছে, তা নগণ্য। আমরা যদি উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর দিকেই তাকাই, সেখানকার স্বায়ত্তশাসন কিন্তু অনেক বিস্তৃত। সেখানকার স্বায়ত্তশাসিত জেলাগুলোর স্বায়ত্তশাসন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। তারপরও পার্বত্য চুক্তিতে জেলা পরিষদগুলোকে যেসব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ভূমি ও পুলিশ-সংক্রান্ত, তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদকে সাধারণ প্রশাসনের কাজের সমন্বয়ের যে দায়িত্ব আছে, তা করতে দেওয়া হয়নি।

প্রথম আলো : নতুন এই সময়ে তাহলে আপনি আগামী দিনের পাহাড়ের জন্য কী প্রত্যাশা করেন?

দেবাশীষ রায় : সাম্প্রতিক সময়ে পাহাড়ের নানা স্থানে যে সহিংসতা হলো, এর প্রতিকারের জন্য কমিশন গঠনের এবং পাহাড়ি-বাঙালি মিলে মিশ্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের কথা বলেছি। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ভূমি সমস্যার সমাধান দেখতে চাই। আঞ্চলিক পরিষদসহ জেলা পরিষদগুলোকে কাজ করতে দেওয়া হোক। পার্বত্য ভূমি কমিশন কাজের মাধ্যমে একটি উদাহরণ সৃষ্টি করুক, যার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমতলের আদিবাসীদের ভূমির সমস্যা এমনকি দেশের মূলধারার কৃষিনির্ভর মানুষের ভূমি বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তির নতুন উদ্ভাবন আনা যায়।

প্রথম আলো : আপনাকে ধন্যবাদ।

দেবাশীষ রায় : আপনাকেও ধন্যবাদ।

ভারতের রাজনীতি

জম্মু-কাশ্মীরের ভোট নরেন্দ্র মোদির অগ্নিপরীক্ষা

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভূস্বর্গে খই ফোটা ফুটছে। তিন দফার ভোটের দুই দফাই ঝঞ্ঝাটহীন। ছবি : এএফপি

১০ বছর পর জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার ভোট হচ্ছে। উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভূস্বর্গে খই ফোটা ফুটছে। তিন দফার ভোটের দুই দফাই ঝঞ্ঝাটহীন। ১ অক্টোবর তৃতীয় দফার ভোট। ৮ অক্টোবর ফল ঘোষণা। সে নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। হবেই তো। একেক দলের ঝুঁকি ও বাজি একেক ধরনের। হার-জিতের ওপর অনেক কিছুই নির্ভরশীল।

দুই দফাতেই জম্মুতে ভোট পড়েছে উপত্যকার চেয়ে ঢের বেশি। যেমন জম্মুর পুঞ্চ, রাজৌরি, রেসাই জেলার ১১ আসনে ভোট পড়েছে গড়ে ৭৩ শতাংশ, সেখানে উপত্যকার শ্রীনগর, বদগাম ও গান্দারবলের ১৫ কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৫১ শতাংশ! প্রথম দফার ভোটের ছবিও এমনই। দুই দফার এই ৫০ কেন্দ্রের মধ্যে শ্রীনগরের ৮ আসনে ভোট পড়েছে ৩০ শতাংশের কম! ভোটের হারের এই বিস্তর ফারাকের অর্থ কী, তা নিয়ে ধন্দে পড়েছে সবাই। যে যার নিজের মতো করে অর্থ খুঁজছে, বিশ্লেষণ করছে; বুঝতে চাইছে—কেন শ্রীনগরের মানুষ ভোট নিয়ে এত উদাসীন।

এই খানাতল্লাশি বা বিশ্লেষণের একটা কারণ হতে পারে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী হানা। কয়েক মাস ধরে বেশির ভাগ সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ঘটছে জম্মুর কিশতোয়ার, রাজৌরি, পুঞ্চ, ডোডা এলাকায়। আক্রমণের লক্ষ্য অবশ্যই সেনাবাহিনী। অনেক দিন ধরেই সন্ত্রাসবাদীরা এমন কিছু করছে না, যাতে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, জনজীবন ব্যাহত হয়, কারফিউ জারি হয়, অহেতুক সেনাতল্লাশি শুরু হয় বা পর্যটনে ঘা পড়ে। সাধারণ মানুষের রুজি-রোজগারের ওপর আঘাত জঙ্গিরা হানছে না। পরিযায়ী শ্রমিকদের আক্রমণের মতো ঘটনাও ইদানীং বন্ধ। জঙ্গিদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য সেনাবাহিনী। সেটাও প্রধানত জম্মু এলাকায়। হয়তো এ কারণে হিন্দুপ্রধান জম্মু দৃঢ়ভাবে মোদির পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তেমনটা সত্যি হলে কংগ্রেস-এনসি জোটের পক্ষে সেটা হবে প্রবল ধাক্কা। মনে রাখা দরকার, লোকসভা ভোটে জম্মুর দুটি আসনই বিজেপি জিতেছিল।

এই পরিবর্তন জঙ্গিদের দিক থেকে কতটা কৌশলগত, কতটাই-বা সরকারের বজ্র আঁটুনির ফল, তা নিয়ে তর্ক থাকলেও এর একটা নতুন ব্যাখ্যা শোনা যাচ্ছে। স্থানীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা নাকি মন বদলেছে। ব্যাখ্যাটা নেহাত অযৌক্তিক নয়। ক্রমাগত দমন-পীড়নে হুরিয়ৎ কনফারেন্স দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছে। জামায়াতে ইসলামিও ‘অর্থহীন ভোট বয়কটের’ রাস্তা থেকে সরে এসেছে। সরকারও তাদের ভোটে দাঁড়াতে উৎসাহিত করেছে। ৩০ বছর পর তারা এই প্রথম ভোটে অংশ নিচ্ছে স্বতন্ত্র হিসেবে, সংগঠন যদিও নিষিদ্ধ। সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত স্থানীয় লোকজনও নাকি বুঝছে, মূল স্রোতে ফেরত আসা জরুরি। মানসিকতার এই পরিবর্তনের প্রতিফলন ইভিএমে কীভাবে ঘটবে, কেউই সে বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত নন। আপাতত মাপকাঠি একটাই। গত লোকসভা ভোটে বারামুল্লা কেন্দ্রে স্বতন্ত্র ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার রশিদের জয় ও ওমর আবদুল্লাহর পরাজয়। জেলে থেকেও রশিদ জিতেছিলেন। ব্যবধান দুই লাখের বেশি!

এ কারণে মনে করা হচ্ছিল, এবার উপত্যকায় হইহই করে ভোট পড়বে। জম্মুর চেয়ে বেশি। অথচ হলো উল্টো। এই বিস্ময়ের উত্তর হয়তো পাওয়া যাবে ফল ঘোষণার পর।

জম্মুর ভোটে মূল লড়াই বিজেপির সঙ্গে ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) ও কংগ্রেস জোটের। বাকিরা এলেবেলে। উপত্যকার লড়াই আবার বহুমুখী। এনসি-কংগ্রেস জোট ছাড়া রয়েছে পিডিপি। ‘ইন্ডিয়া’ জোটের শরিক হলেও তারা আলাদা লড়ছে এনসির সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায়। লোকসভা ভোটে উপত্যকায় প্রার্থী না দিলেও বিধানসভা ভোটে বিজেপি লড়ছে ২০ আসনে। আর রয়েছেন অগুনতি জোরালো স্বতন্ত্র প্রার্থী, যাঁদের কেউ জামায়াতের, কেউ ইঞ্জিনিয়ার রশিদের দল আওয়ামী ইত্তেহাদ পার্টির (এআইপি)। এ ছাড়া আছে বিজেপির মদদে জন্ম আলতাফ বুখারির আপনি পার্টি ও গুলাম নবী আজাদের আজাদ পার্টি। জোর প্রচার, তাঁদের মধ্যে যাঁরা জিতবেন, তাঁদের সমর্থন নিয়েই বিজেপি সরকার গড়ার চেষ্টা করবে। এ কারণে রশিদ, আজাদ, বুখারি ও জামায়াতকে বলা হচ্ছে ‘বিজেপির বি টিম’।

এই প্রচার যে ভিত্তিহীন, তা বুক ঠুকে কেউ বলতে পারছেন না। কারণ, আগের সব ভোটের তুলনায় এবারেরটা একেবারে আলাদা। এই প্রথম সেখানে ভোট হচ্ছে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর। বিজেপির কাছে সেই সিদ্ধান্ত ‘ঐতিহাসিক’। কেননা, এর ফলে জম্মু-কাশ্মীর অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে ‘একাত্ম’ হবে। তাদের দাবি, ভূস্বর্গের মানুষ ওই সিদ্ধান্ত মন থেকে মেনে নিয়েছে। উপদ্রবহীন শান্তিপূর্ণ উপত্যকা তার প্রমাণ। পাঁচ বছর ধরে জম্মু-কাশ্মীরকে তালুবন্দী রেখে বিজেপি স্বপ্ন দেখছে, ভোটে জিতে তারা সরকারই শুধু গড়বে না, প্রথমবারের মতো এক হিন্দুকে মুখ্যমন্ত্রী করবে। এই স্বপ্ন সাকার করতে যা যা করা দরকার, যেমন রাজ্য দ্বিখণ্ডকরণ, নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোর পুনর্বিন্যাস, হিন্দু এলাকার আসন বৃদ্ধি—সব তারা করেছে। অধুনালুপ্ত এই রাজ্যের বিধানসভার আসন ছিল ৮৩। জম্মুতে ৩৭, কাশ্মীরে ৪৬। বিজেপি তা বাড়িয়ে করেছে ৯০। বাড়তি ৭ আসনের মধ্যে ৬টা বাড়িয়েছে জম্মুতে, উপত্যকায় ১টি। উপত্যকা ও জম্মুর মধ্যে আগে আসনের তফাত ছিল ৯টি। সেটা কমে হয়েছে ৪।

এসব রাজনৈতিক কারুকার্যের ফলে কেন্দ্রশাসিত জম্মু-কাশ্মীরের ভোট হয়ে উঠেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাশ্মীর নীতির অগ্নিপরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় তিনি পাস করলেন না ফেল, তা ভোটের হার দিয়ে বোঝা যাবে না। উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ভোট কতটা শান্তিপূর্ণ হলো, তা দিয়েও নয়। কাশ্মীর নীতির সাফল্য বোঝা যাবে উপত্যকার মানুষ বিজেপিকে সাদরে বরণ করে নিচ্ছে কি না, তার মধ্য দিয়ে। সরকার গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় ৪৬টি আসন বিজেপি একাই জিতল কি না, তা দিয়ে।

বিজেপি জানে সেটা অসম্ভব। কিন্তু সরকার গড়া সম্ভব। সেই কারণে তারা জম্মুর ৪৩ আসনের সিংহভাগ দখলে মরিয়া। ২০১৪ সালের ভোটে তারা জিতেছিল সবচেয়ে বেশি আসন—২৫টি। এবারও কমবেশি তেমন আসন জিতলে বাকি সমর্থনের জন্য তারা নির্ভর করবে উপত্যকার ওপর। ‘সন্ত্রাসবাদী’ ইঞ্জিনিয়ার রশিদকে প্রচারের জন্য জামিন দেওয়া, জামায়াতে ইসলামির নেতাদের প্রার্থী করার কারণও তা। আবদুল্লাহ, গান্ধী ও মুফতি—এই তিন পরিবারকে মোদি চিহ্নিত করেছেন জম্মু-কাশ্মীরের সর্বনাশের কারণ হিসেবে। এই তিন পরিবার তাঁর চোখে ভূস্বর্গের ভিলেন। তিন দল যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, তাদের ছাপিয়ে যদি বড় হয়ে ওঠে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী ও জঙ্গি’ স্বতন্ত্রদের মাথা এবং তাদের যদি সরকারে শামিল করানো যায়, তাহলে মোদির হাত ধরে লেখা হবে উপত্যকার রাজনীতির এক নতুন অধ্যায়। সেই অধ্যায় মোদির শ্লাঘার কারণ হলেও তার পরতে পরতে পোঁতা থাকবে নতুন শঙ্কার বীজ।

কিন্তু সাত মণ তেল পুড়িয়েও রাধার নাচ যদি না দেখা যায়? সরকার গঠনের মতো অবস্থায় বিজেপি যদি না পৌঁছতে পারে? ভিলেনরা যদি ফের ভূস্বর্গের ক্ষমতায় বসে? তাহলে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেতে জম্মু-কাশ্মীরকে আরও অপেক্ষায় থাকতে হবে। ভূস্বর্গ শাসিত হবে কেন্দ্র থেকে, যেমন হচ্ছে পাঁচ বছর ধরে। যেমন হচ্ছে দিল্লিও। তখন এটাও বোঝা যাবে, ৩৭০ অনুচ্ছেদ খারিজ, ডিলিমিটেশন, মূল স্রোতে ফেরার নামে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদীদের’ তোল্লা দেওয়া, একাত্মতার এত ঢক্কানিনাদ—সবই ভস্মে ঘি ঢালার শামিল। নরেন্দ্র মোদিকেও তখন হাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে জেরবার হতে হবে ঘরে ও বাইরে।

● **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়** *প্রথম আলোর নয়াদিল্লি প্রতিনিধি*

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

মানুষ আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে বিনিয়োগ বলে।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বিজ্ঞান
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. আবু সুফিয়ান, *শিক্ষক*
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৩

৩২. অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির ওপর ভিত্তি করে মানবজাতির রক্ত কয়টি গ্রুপে ভাগ করা হয়?
ক. ৩টি খ. ৪টি
গ. ৫টি ঘ. ৬টি

৩৩. কোন গ্রুপ সব গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে?
ক. A খ. B
গ. AB ঘ. O

৩৪. ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ—
i. ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া
ii. খুব বেশি পিপাসা পাওয়া
iii. চামড়া শুকিয়ে যাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৫. শিরায় কপাটিকা থাকায়—
i. রক্ত ধীরে ধীরে একমুখে প্রবাহিত হয়
ii. রক্তে O_2 কম থাকে
iii. রক্তে CO_2 যুক্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৬ থেকে ৩৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
শিহাব হাসান চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর বাসায় বসে থাকেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যে তিনি মোটা হয়ে যান ও তাঁর ওজন বেড়ে যায়। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন তাঁর রক্তে শর্করার পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩৬. উদ্দীপকে কোন রোগের কথা বলা হয়েছে?
ক. হাঁপানি খ. যক্ষ্মা
গ. উচ্চ রক্তচাপ ঘ. ডায়াবেটিস

৩৭. শিহাব হাসানের ওই রোগ হওয়ার কারণ কী?
ক. পরিশ্রম না করা
খ. হঠাৎ চাকরি থেকে অবসর
গ. মানসিক যন্ত্রণা
ঘ. বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া

৩৮. শিহাব হাসানের রোগটি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন—
i. খাদ্য নিয়ন্ত্রণ
ii. ওষুধ সেবন
iii. সুশৃঙ্খল জীবনযাপন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ৩২. খ ৩৩. ঘ ৩৪. ঘ ৩৫. ক ৩৬. ঘ ৩৭. ক ৩৮. ঘ

বাংলা ২য় পত্র | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

পরিচ্ছেদ ৯

১২. ক্রিয়াপ্রকৃতির অপর নাম কী?
ক. বলক খ. প্রত্যয়
গ. ধাতু ঘ. উপসর্গ

১৩. উপসর্গ ও প্রত্যয় দিয়ে তৈরি শব্দকে কী বলে?
ক. মৌলিক শব্দ খ. সাধিত শব্দ
গ. যৌগিক শব্দ ঘ. তদ্ভব শব্দ

১৪. 'কে যেন দরজা ঠকঠক করছে।'—এ বাক্যে 'ঠকঠক' কী?
ক. বিভক্তি খ. শব্দমূল
গ. বলক ঘ. শব্দদ্বিত্ব

১৫. পদে পরিণত হওয়ার সময় শব্দের সঙ্গে যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়, সেগুলোকে কী বলে?
ক. লগ্নক খ. শব্দমূল
গ. উপসর্গ ঘ. প্রত্যয়

১৬. 'সাংবাদিক' শব্দে 'ইক' অংশটুকু কী?
ক. উপসর্গ খ. প্রত্যয়
গ. বলক ঘ. নির্দেশক

১৭. নিচের কোনগুলো বলকের উদাহরণ?
ক. রা, গুলো খ. এর, লাম
গ. ই, ও ঘ. টি, টুকু

১৮. 'ছেলেরা ক্রিকেট খেলে'—এই বাক্যে 'ক্রিকেট' পদটিকে কী বলা যায়?
ক. বলক খ. বচন
গ. সলগ্নক পদ ঘ. অলগ্নক পদ

১৯. প্রতিটি জনগোষ্ঠীর শব্দভান্ডার কোথায় সংকলিত হয়?
ক. ব্যাকরণে খ. সাহিত্যে
গ. বাক্যে ঘ. অভিধানে

২০. শব্দ কিসের আলোচ্য বিষয়?
ক. ধ্বনিতত্ত্বের খ. বাক্যতত্ত্বের
গ. রূপতত্ত্বের ঘ. অর্থতত্ত্বের

২১. নিচের কোনটি ক্রিয়া-বিভক্তির উদারণ?
ক. এর খ. লাম
গ. গুলো ঘ. এ

২২. 'এখনও তুমি বসে আছ।'—এ বাক্যে বলক ব্যবহৃত হয়েছে কোন পদে?
ক. এখনও খ. তুমি
গ. বসে ঘ. এ

২৩. 'ছেলেরা ক্রিকেট খেলে'—এই বাক্যে 'ছেলেরা' ও 'খেলে' পদটিকে কী বলা যায়?
ক. বলক খ. বচন
গ. সলগ্নক পদ ঘ. অলগ্নক পদ

২৪. পদের অংশ নয় কোনটি?
ক. বিভক্তি খ. নির্দেশক
গ. উপসর্গ ঘ. বচন

২৫. শব্দমূল বা প্রকৃতি কত প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

২৬. 'সবটুকু ওষুধই তোমাকে খেতে হবে।'—এ বাক্যে 'সবটুকু' পদে কোন ধরনের লগ্নক ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. বচন খ. নির্দেশক
গ. বলক ঘ. বিভক্তি

২৭. শব্দ কিসের আলোচ্য বিষয়?
ক. ধ্বনিতত্ত্বের
খ. বাক্যতত্ত্বের
গ. রূপতত্ত্বের ঘ. অর্থতত্ত্বের

২৮. শব্দমূলের অপর নাম কী?
ক. প্রকৃতি খ. শব্দগুচ্ছ
গ. ধ্বনিগুচ্ছ ঘ. ধ্বনিমূল

২৯. প্রকৃতি কত প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

৩০. বিভক্তিযুক্ত শব্দমাত্রকেই কী বলা হয়?
ক. বাক্যে খ. পদ
গ. সমাস ঘ. সন্ধি

৩১. শব্দ যখন বাক্যের মধ্যে থাকে, তখন তার নাম কী হয়?
ক. পদক্রম খ. লগ্নক
গ. পদ ঘ. সমাস

৩২. কোনগুলো শব্দের লগ্নক?
ক. বিভক্তি ও বচন খ. সমাজ ও প্রত্যয়
গ. প্রত্যয় ও সন্ধি ঘ. উপসর্গ ও কারক

৩৩. পদের লগ্নকের অন্তর্ভুক্ত কোনটি?
ক. সমাস খ. উপসর্গ
গ. বিভক্তি ঘ. প্রত্যয়

৩৪. সমাসের মাধ্যমে একাধিক শব্দ কিসে পরিণত হয়?
ক. পদে খ. বাক্যে
গ. বিভক্তিতে ঘ. এক শব্দে

সঠিক উত্তর
পরিচ্ছেদ ৯ : ১২. গ ১৩. খ ১৪. ঘ ১৫. ক ১৬. খ ১৭. গ ১৮. ঘ ১৯. ঘ ২০. গ ২১. খ ২২. ক ২৩. গ ২৪. গ ২৫. ক ২৬. খ ২৭. গ ২৮. ক ২৯. ক ৩০. খ ৩১. গ ৩২. ক ৩৩. গ ৩৪. ঘ

ভূগোল ও পরিবেশ
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. শাকিরুল ইসলাম, *প্রভাষক*
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৩

১২. কোনো স্থানে সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর আসে, তখন ঘড়িতে কয়টা বাজে?
ক. ১০টা খ. ১২টা
গ. ১টা ঘ. ২টা

১৩. যুক্তরাষ্ট্রে কয়টি প্রমাণ সময় রয়েছে?
ক. ২টি খ. ৪টি
গ. ৬টি ঘ. ৮টি

১৪. কানাডাতে কয়টি প্রমাণ সময় রয়েছে?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৫টি ঘ. ৬টি

১৫. গ্রিনিচ কোথায় অবস্থিত?
ক. লন্ডনে খ. ফ্রান্সে
গ. জার্মানিতে ঘ. রোমে

১৬. বাংলাদেশ যুক্তরাজ্যের কোন দিকে অবস্থিত?
ক. পূর্ব দিকে খ. পশ্চিম দিকে
গ. উত্তর দিকে ঘ. দক্ষিণ দিকে

১৭. প্রতি ১ ডিগ্রি দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য কত সময়ের ব্যবধান হয়?
ক. ৪ মিনিট খ. ৮ মিনিট
গ. ১২ মিনিট ঘ. ১৬ মিনিট

১৮. GIS-এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Global Information System
খ. Global Ideology System
গ. Geographical Information System
ঘ. Geography Identity System

১৯. প্রথম কত সালে GIS কৌশলটির ব্যবহার শুরু হয়?
ক. ১৯৬৪ সালে খ. ১৯৬৫ সালে
গ. ১৯৬৭ সালে ঘ. ১৯৬৮ সালে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ১২. খ ১৩. খ ১৪. ঘ ১৫. ক ১৬. ক ১৭. ক ১৮. গ ১৯. ক

নোটিশ বোর্ড

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
এইচএসসি প্রোগ্রামে ভর্তির সময় বাড়ল ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

■ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রামের ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে (২০২৪ ব্যাচে) প্রথম বর্ষে ভর্তির সময় ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

ভর্তির তিনটি শাখা
মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান।

ভর্তির যোগ্যতা
এসএসসি/সরকার স্বীকৃত সমমানের পরীক্ষায় পাস/উত্তীর্ণ হতে হবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
২ কপি ছবি, এসএসসি/সরকার স্বীকৃত সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র/অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদের সত্যায়িত ফটোকপি।

অনলাইন আবেদন ফি ১০০ টাকা, মোট ভর্তি ফি : ৪ হাজার ৫২৩ টাকা।
ভর্তির বর্ধিত সময়সীমা : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪।
ওরিয়েন্টেশন ও টিউটোরিয়াল ক্লাস শুরু : ২৫ অক্টোবর।
সরাসরি অনলাইনে ভর্তির জন্য : osapsnew.bou.ac.bd
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.bou.ac.bd

দরকারি তথ্য পেতে দেখুন
পড়াশোনা- অনলাইন
prothomalo.com/education/study

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
২০২৩ সালের অনার্স ১ম বর্ষ পরীক্ষার সংশোধিত সময়সূচি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২৩ সালের অনার্স ১ম বর্ষ পরীক্ষা নিচের তারিখ ও সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।
পরীক্ষা কোড : ২২০১ || পরীক্ষা আরম্ভের সময় প্রতিদিন : দুপুর ১টা

তারিখ ও বার	অনার্স বিষয়	যেসব পত্র কোডের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে
২১/১০/২০২৪ সোমবার	স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস (আবশ্যিক)	211501
২৪/১০/২০২৪ বৃহস্পতিবার	বাংলা, ইংরেজি, আরবি, সংস্কৃত, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন, ইসলামী শিক্ষা, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান, সংগীত	211001, 211101, 211201, 211301, 211503, 211601, 211701, 211801, 213801, 214501
	পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণ-রসায়ন, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, গণিত, নৃবিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান।	212701, 212801, 212901, 213001, 213101, 213201, 213301, 213401, 213501, 213601, 213701, 214001, 214401
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, অর্থনীতি, ক্রীড়াবিজ্ঞান	211901, 212001, 212101, 212201, 515001
	মার্কেটিং	212305 (Financial Accounting)
	ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	212407 (Principles of Management)
	হিসাববিজ্ঞান	212505 (Principles of Marketing)
	ব্যবস্থাপনা	212609 (Micro- Econoics)
২৮/১০/২০২৪ সোমবার	বাংলা, ইংরেজি, আরবি, সংস্কৃত, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন, ইসলামী শিক্ষা, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান, সংগীত	211003, 211103, 211203, 211303, 211505, 211603, 211703, 211803, 213803, 214503
	পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণ-রসায়ন, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, গণিত, নৃবিজ্ঞান, পরিবেশবিজ্ঞান	212703, 212803, 212903, 213003, 213103, 213203, 213303, 213403, 213503, 213603, 213703, 214003, 214403
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, অর্থনীতি, ক্রীড়াবিজ্ঞান	211903, 212003, 212103, 212203, 515003
	মার্কেটিং	212309 (Introduction to Computer)
	ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	212405 (Principles of Marketing)
	হিসাববিজ্ঞান	212507 (Principles of Management)
	ব্যবস্থাপনা	212605 (Principles of Accounting)
০৩/১১/২০২৪ রোববার	বাংলা, ইংরেজি, আরবি, সংস্কৃত, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন, ইসলামী শিক্ষা, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান,	211005, 211105, 211205, 211305, 211507, 211605, 211705, 211805, 213805
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, অর্থনীতি, ক্রীড়াবিজ্ঞান	211905, 212005, 212105, 212205, 515009
	পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, গণিত, নৃবিজ্ঞান, পরিবেশবিজ্ঞান	212705, 212805, 213005, 213205, 213505, 213705, 214005, 214405
	মার্কেটিং	212303 (Principles of Marketing)
	ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	212401 (Principles of Accounting)
	হিসাববিজ্ঞান	212509 (Micro-EconomS)ics)
	ব্যবস্থাপনা	212601 (Introduction to Business)
০৬/১১/২০২৪ বুধবার	বাংলা, ইংরেজি, আরবি, সংস্কৃত, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন, ইসলামী শিক্ষা, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান	211007, 211107, 211207, 211307, 211509, 211607, 211707, 211807, 213807
	গণিত, নৃবিজ্ঞান, পরিবেশবিজ্ঞান	213707, 214007, 214407
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, অর্থনীতি, ক্রীড়াবিজ্ঞান	211907, 212007, 212107, 212207, 515011
	মার্কেটিং	212307 (Principles of Marnagement)
	ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	212409 (Micro-Econoics)
	হিসাববিজ্ঞান	212501 (Principles of Accounting)
	ব্যবস্থাপনা	212603 (Principles of Marnagement)
	পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, পরিসংখ্যান, ভূগোল ও পরিবেশ, মনোবিজ্ঞান	213709
১২/১১/২০২৪ মঙ্গলবার	আরবি, সমাজকর্ম, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, পরিবেশবিজ্ঞান, ক্রীড়াবিজ্ঞান	211209, 212109, 213509, 214409, 515015
	বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন, ইসলামী শিক্ষা, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ, মনোবিজ্ঞান, সংগীত	211909 (Introduction of Political Theory
১৪/১১/২০২৪ বৃহস্পতিবার	রসায়ন, গণিত	212707 (Physics-1 (Mechanics, Properties of Matter, Waves & Optics)
	পরিসংখ্যান	212211 (Bangladesh Agricultural Economics)
	মার্কেটিং	212301 (Introduction to Business)
	ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	212403 (Principles of Finance)
	প্রাণিবিজ্ঞান	212905 (Bio-chemistry-1)
	মনোবিজ্ঞান	215021 (Introduction to Computer)
১৭/১১/২০২৪ রোববার	বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন, ইসলামী শিক্ষা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান, ক্রীড়াবিজ্ঞান	212111 (Introduction to Social Work) 515021
	হিসাববিজ্ঞান	212503 (Principles of Finance)
	ব্যবস্থাপনা	212607 (Principles of Marketing)
১৯/১১/২০২৪ মঙ্গলবার	বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন, ইসলামী শিক্ষা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান,	212009 (Introducting Sociology)
২১/১১/২০২৪ বৃহস্পতিবার	গার্হস্থ্য অর্থনীতি	213507 (Introduction to Human Physiology)
	গণিত, রসায়ন	212709 (Physics-11 (Heart, Thermo-dynamics and Radiation)
	মনোবিজ্ঞান	213207 (Introduction to Geography and Environment)
২৪/১১/২০২৪ রোববার	রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, ভূগোল ও পরিবেশ, নৃবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান	212209 (Principles of Economics) 211709 (Introduction to Philosophy)
২৬/১১/২০২৪ মঙ্গলবার	উদ্ভিদবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, প্রাণ-রসায়ন, ভূগোল ও পরিবেশ	213105 (Zoology-1)
২৮/১১/২০২৪ বৃহস্পতিবার	পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, পরিসংখ্যান, ভূগোল ও পরিবেশ	213711 (Calculus-1)
০১/১২/২০২৪ রোববার	মৃত্তিকাবিজ্ঞান, প্রাণ-রসায়ন, ভূগোল ও পরিবেশ, প্রাণিবিজ্ঞান	213007 (Botany-1)
০৩/১২/২০২৪ মঙ্গলবার	উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ	212807 (Chemistry-1)
০৫/১২/২০২৪ বৃহস্পতিবার	ভূগোল ও পরিবেশ, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান	213607 (Introduction to Statistics)
০৮/১২/২০২৪ রোববার	ভূগোল ও পরিবেশ	213905 (Introduction to Psychology)

এইচএসসি পরীক্ষা : পুনর্বিন্যাসিত সিলেবাস

রসায়ন ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

তাপসী বণিক, *সহযোগী অধ্যাপক*
কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৯. গ্রিন কেমিস্ট্রি সহায়কনীতি সমর্থন হচ্ছে—
i. বর্জ্য পদার্থ রোধকরণ
ii. সর্বোত্তম অ্যাটম ইকোনমি অর্জন
iii. ন্যূনতম ঝুঁকির পদ্ধতির ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০. নিচের কোনটি একমুখী বিক্রিয়ার শর্ত?
ক. বিক্রিয়া বদ্ধ পাত্রে সংঘটিত হওয়া
খ. অধঃক্ষেপ সংঘটিত হওয়া
গ. বিক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা
ঘ. বিক্রিয়া সাম্যাবস্থা বিরাজ করা

১১. একমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোনটি সত্য নয়?
ক. বিক্রিয়া সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিকে সংঘটিত হয়
খ. সব বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হয়
গ. খোলা পাত্রে সংঘটিত হতে হবে
ঘ. উৎপাদ অধঃক্ষিপ্ত হতে হবে

১২. একমুখী বিক্রিয়ার মুক্ত শক্তির কীরূপ পরিবর্তন ঘটে?
ক. হ্রাস ঘটে খ. বৃদ্ধি ঘটে
গ. অপরিবর্তিত থাকে ঘ. শূন্য হয়

১৩. কোনটি বাফার দ্রবণ?
ক. রক্ত খ. মধু
গ. দুধ ঘ. স্যালাইন দ্রবণ

১৪. যদি কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া একসঙ্গে সম্মুখ দিক ও পশ্চাৎ দিক থেকে সংঘটিত হয়, তবে সে বিক্রিয়া কী ধরনের?
ক. একমুখী বিক্রিয়া খ. উভমুখী বিক্রিয়া
গ. বিপরীতমুখী বিক্রিয়া
ঘ. সাম্য বিক্রিয়া

১৫. উভমুখী বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি?
ক. অসম্পূর্ণ বিক্রিয়া
খ. উৎপাদ অধঃক্ষিপ্ত হয়
গ. সম্মুখ ও পশ্চাতে একই সঙ্গে সংঘটিত হয়
ঘ. বদ্ধপাত্রে বিক্রিয়া ঘটাতে হবে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৯. ঘ ১০. খ ১১. ক ১২. ক ১৩. ক ১৪. খ ১৫. খ

আগামীকাল থাকবে

- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বিজ্ঞান, বাংলা ২য় পত্র, ভূগোল ও পরিবেশ
- **এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ১ম পত্র, রসায়ন ১ম পত্র
- **নবম শ্রেণি** : ডিজিটাল প্রযুক্তি
- **পরীক্ষার সময়সূচি** : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২২ সালের ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স ২য় বর্ষ পরীক্ষার পরিবর্তিত সময়সূচি
- **নোটিশ বোর্ড** : মাওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দুটি প্রোগ্রামে ভর্তি

জীববিজ্ঞান ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোহাম্মদ আক্তার উজ জামান, *প্রভাষক*
সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ১

৪৪. মাইটোকন্ড্রিয়ার শুষ্ক ওজনের শতকরা কত ভাগ প্রোটিন?
ক. ৪% খ. ২৯%
গ. ২% ঘ. ৬৫%

৪৫. কোনটি কোষ বিভাজনের মুখ্য বস্তু?
ক. নিউক্লিয়াস খ. রাইবোসোম
গ. ক্রোমোজোম ঘ. গলজি বস্তু

৪৬. কোষের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণকারী অঙ্গাণু কোনটি?
ক. কোষপ্রাচীর খ. সাইটোপ্লাজম
গ. কোষঝিল্লি
ঘ. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম

৪৭. কোষপ্রাচীরের কাজ কোনটি?
ক. কোষকে নির্দিষ্ট আকৃতি দান
খ. নিউক্লিয়ার মেমব্রেন তৈরিতে সহায়তা করা
গ. শক্তি উৎপাদন করা
ঘ. প্রোটিন সঞ্চয় করা

৪৮. কোনটি বর্ণহীন প্লাস্টিড?
ক. ক্রোমোটোপ্লাস্ট খ. ক্রোমোপ্লাস্ট
গ. ক্লোরোপ্লাস্ট ঘ. লিউকোপ্লাস্ট

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ১ : ৪৪. ঘ ৪৫. গ ৪৬. খ ৪৭. ক ৪৮. ঘ

নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ডিজিটাল প্রযুক্তি
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ২ : সেশন-১

২০. ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের সময় প্রাপক ও প্রেরকের মধ্যবর্তী কেউ আড়ি পেতে চুরি করাকে কী বলে?
ক. মধ্যবর্তী অ্যাটাক
খ. মিডিয়াম অ্যাটাক
গ. ডেটা ইন্টারসেপশন
ঘ. গোপন অ্যাটাক

২১. একাধিক ডিভাইস ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট টার্গেটে অ্যাটাক করাকে কী বলে?
ক. রুট ফোর্স
খ. ডিডস অ্যাটাক
গ. ডেটা ইন্টারসেপশন
ঘ. ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়েল

২২. ডিডসের পূর্ণনাম কোনটি?
ক. ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়েল অব সার্ভিস
খ. ডিস্ট্রিক ডিনায়েল অব সার্ভিস
গ. ডিস্ট্রিবিউটেড ডিক্স অব সার্ভিস
ঘ. ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়েল অব সাকসেস

২৩. হ্যাকিং কী ধরনের হতে পারে?
ক. ভালো খ. মন্দ
গ. ভালো-মন্দ ঘ. ক্ষতি

২৪. অসৎ উদ্দেশ্যে একটি ওয়েবসাইট, কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা নেটওয়ার্ক ফাংশনের সম্পূর্ণ বা অংশিক নিয়ন্ত্রণ নেয় কারা?
ক. সাইবার বুলিং খ. প্লেয়ারিজম
গ. সাইবার অপরাধীরা
ঘ. অপরাধীরা

২৫. ম্যালওয়্যার কী?
ক. অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার
খ. ক্ষতিকর সফটওয়্যার
গ. অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম সফটওয়্যার
ঘ. উপকারী সফটওয়্যার

২৬. আমাদের ডিভাইসে থাকা গুরুত্বপূর্ণ সব ডেটার ক্ষতিসাধন করে কে?
ক. কম্পিউটার ম্যালওয়্যার
খ. কম্পিউটার ভাইরাস
গ. কম্পিউটার সিস্টেম
ঘ. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার

২৭. সমাজ ও আইনবিরোধী যেকোনো ধরনের কাজকে কী বলে?
ক. অপরাধ খ. অ্যাটাক
গ. সিস্টেম ঘ. বুলিং।

সেশন-২

১. কিসের কারণে এই যুগে মানুষের জীবনাচার, মনোবৃত্তি ও চিন্তাজগৎ বদলে যাচ্ছে?
ক. প্রযুক্তির উৎকর্ষতায়
খ. উন্নয়নে
গ. কম্পিউটার ব্যবহারে
ঘ. চালচলনে

২. ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাউকে হয়রানি করা কিসের আওতায় পড়ে?
ক. আইনের খ. একটি অপরাধ
গ. মামলায় ঘ. যুক্তিতে

৩. ডিজিটাল প্রযুক্তিতে কাউকে হয়রানি করার জন্য কী ব্যবহার করে করা হতে পারে?
ক. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম
খ. মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম
গ. গেমিং প্ল্যাটফর্ম
ঘ. ওপরের সব কটি

সঠিক উত্তর
সেশন ১ : ২০. গ ২১. খ ২২. ক ২৩. গ ২৪. গ ২৫. খ ২৬. ক ২৭. ক।
সেশন ২ : ১. ক ২. খ ৩. ঘ

মালয়েশিয়ায় স্বর্ণজয় | ওয়ার্ল্ড ইনভেনশন কম্পিটিশন অ্যান্ড এক্সিবিশন ২০২৪-এ একাধিক স্বর্ণপদক জিতেছেন বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা।

দেশের কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা এরই মধ্যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, তাঁরা নিজেদের ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি চান না। আবার কোনো কোনো ক্যাম্পাসে এখনো এ নিয়ে বিতর্ক চলছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আদতে কী ভাবছেন?

ছাত্ররাজনীতি চাই/চাই না

আলোচনার পথ খোলা থাকতে হবে সব সময়। ছবি : এআই আর্ট/প্রথম আলো

‘আই হেট পলিটিকস’ বলার সংস্কৃতি ফ্যাসিস্টরাই তৈরি করে

মুস্তাহিদ রিয়াদ, অপরাধবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

‘রাজনীতি আপনার জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, তাই আপনি আপনার রাজনীতি নির্ধারণ করুন’—এই বাক্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দেয়ালে লেখা। অথচ এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্ররাজনীতির নামে বিগত ১৫ বছর ধরে চলেছে সীমাহীন অত্যাচার, জুলুম ও কর্তৃত্ববাদ। ফলে, ছাত্ররাজনীতি আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে এক দুঃস্বপ্নের নাম। ছাত্ররাজনীতির যে প্রথাগত রূপ বাংলাদেশে প্রচলিত আছে, তা কোনো শিক্ষার্থীর জন্য সুফল বয়ে আনবে না। তাই বলে বিরাজনৈতিকীকরণও সমাধান হতে পারে না। বিরাজনৈতিকীকরণ ফ্যাসিবাদের অন্যতম হাতিয়ার। ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য ‘আই হেট পলিটিকস’ বলার সংস্কৃতি ফ্যাসিস্টরাই তৈরি করে। ছাত্ররাজনীতির প্রতি আমাদের যে অবিশ্বাস জন্মেছে, তা দূর করার জন্য বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত হবে—সুস্থ ধারার শিক্ষার্থীবান্ধব রাজনীতিতে ফিরে আসা। গ্রুপভিত্তিক নেতা বানিয়ে প্রটোকল দেওয়া, পোস্টারে ক্যাম্পাস ছেয়ে ফেলা—এসব শিক্ষার্থীরা চান না; রাজনৈতিক দলগুলোর এগুলো বোঝা উচিত। এ ক্ষেত্রে লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি বন্ধ করে ‘ছাত্র সংসদ চালু’ একটা দারুণ সমাধান হতে পারে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, ২৯ বছর পর ডাকসু নির্বাচন হলেও সেই শিক্ষার্থী সংসদ গেস্টরুম-গণরুম সংস্কৃতি বন্ধ করতে পারেনি, সীমাহীন নিপীড়ন-অত্যাচার থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করতে পারেনি। কাজেই শিক্ষার্থী সংসদ হলেও সেটার কাঠামোতে সংস্কারের প্রয়োজন আছে।

সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খলভাবে ছাত্ররাজনীতি থাকা উচিত

শ্রাবনী সরকার, চারুকলা বিভাগ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে একটা বিতর্ক দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। একদিকে একে শিক্ষার্থীদের অধিকার ও নেতৃত্বের চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে দেখা হয়, অন্যদিকে সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলার কারণ মনে করা হয়। আমি মনে করি, ছাত্ররাজনীতি থাকা উচিত। তবে তা সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খলভাবে হতে হবে। কারণ, এটি নেতৃত্বের গুণাবলি গড়ে তোলে। অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে শেখায়। আবার, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকার নিয়ে যদি সমস্যা দেখা দেয়, তখন ছাত্ররাজনীতি অধিকার রক্ষা ও দাবি আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ছাত্ররাজনীতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে কাজ করতে শেখে। এতে তাদের মধ্যে একতা ও সংগঠন গড়ে ওঠে, যা ভবিষ্যতের যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়ক হয়। সবশেষে বলব, ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে তা হতে হবে সহিংসতা, দলীয় প্রভাব ও বিশৃঙ্খলামুক্ত।

প্রশ্ন করার সংস্কৃতি চালু রাখতে হবে

মো. মোস্তফা আমীর ফয়সাল
ঢাকা মেডিকেল কলেজ

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতি থাকবে, নাকি থাকবে না; থাকলে কীভাবে থাকবে—এই ব্যাপারটি কোনো ঐশ্বরিক আইন নয়। পরিবেশ, পরিস্থিতিভেদে ওই সময়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরাই এটি নির্ধারণ করবেন। গত আগস্টে ঢাকা মেডিকেল কলেজে সব ধরনের লেজুড়বৃত্তিক, সাংগঠনিক ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। প্রতিটি ব্যাচে শিক্ষার্থীদের সরাসরি ভোটে একটি ‘প্রতিনিধিদল’ গঠন করা হয়। ক্যাম্পাস, হল সংস্কার থেকে শুরু করে সব কাজে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে তারা যেভাবে এগোচ্ছে, তা প্রমাণ করে ছাত্রদের জন্য কাজ করতে হলে সাংগঠনিক রাজনৈতিক পরিচয় থাকতে হবে—এটা একটা ডাহা মিথ্যা অজুহাত। আমার মনে হয় আমাদের ক্যাম্পাস এখনো ঠিক পথে এগোচ্ছে। এই ইতিবাচক পরিবর্তনকে ধরে রাখতে হবে। প্রতিনিধিদের সব কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে, নির্দিষ্ট সময় পর আবার প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। সব ধরনের ক্লাবকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের দরকার নেতৃত্ব, যার জন্য ছাত্ররাজনীতি আবশ্যক নয়। দেশের মূলধারার রাজনীতির ইতিবাচক ও গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাপেক্ষে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীরা যদি মনে করেন ছাত্ররাজনীতি প্রাসঙ্গিক; তখন তাঁরা নতুন করে সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে রাতারাতি পরিবর্তন আসবে না। এ জন্য আমাদের আরও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। আর ভবিষ্যতে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যাঁরাই আসুন না কেন, প্রশ্ন করার সংস্কৃতি চালু রাখতে হবে। আমরা এক দানবের শেষে আরেক দানবের উত্থান দেখতে চাই না।

রাজনীতি প্রায়ই দলীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়

আনিকা তাহসিন, নৃবিজ্ঞান বিভাগ
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

আমি মনে করি, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি থাকা উচিত নয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি প্রবেশ করলে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের মূল উদ্দেশ্য—জ্ঞান সৃজন ও অন্বেষণ থেকে বিচ্যুত হন। রাজনীতি প্রায়ই দলীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভাজন এবং সংঘর্ষের পরিবেশ তৈরি করে। পড়াশোনার ক্ষতি হয়, প্রকৃত লক্ষ্য থেকে শিক্ষার্থীরা দূরে সরে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাজনীতি বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরির পরিবর্তে বিভাজন সৃষ্টি করেছে। যখন কোনো শিক্ষার্থী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন, তাঁরা বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন। এটি তাঁদের সামাজিক নেটওয়ার্ককে যেমন দুর্বল করে, একই সঙ্গে শিক্ষার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সুতরাং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি না থাকাই উত্তম। এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ও ব্যক্তিগত উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করতে পারবেন । সমাজে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

অবসর সময়ে যদি রাজনীতি করি, তাহলে গবেষণা করবে কে

মিরাজ বাবু, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

যে রাজনীতি পড়তে দেয় না, ঘুমাতে দেয় না, শান্তিতে থাকতে দেয় না, স্বাধীনভাবে চলাফেরা, মতপ্রকাশ করতে দেয় না; চাঁদাবাজি-রংবাজি, হল দখল করে, হলে হলে টর্চার সেল তৈরি করে, বুলিং-র‍্যাগিং ও ক্ষমতার লাঠিয়াল হিসেবে কাজ করে, সেই ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ হোক, আমিও চাই। আমরা জানি, প্রতিবছর দেশের ১৩০৫ জন শিক্ষার্থী বুয়েটে ভর্তির সুযোগ পায়। তাদের কাছে দেশ ও জাতির অনেক প্রত্যাশা থাকে। কিন্তু আমরা যদি অবসর সময় রাজনীতির পেছনে খরচ করি, তাহলে গবেষণা করবে কে? হ্যাঁ, এখন আমাদের রাজনীতি সম্পর্কে জানার সময়। তাই বলে এই নয় যে সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে আমরা যুক্ত থাকব। রাজনীতি সম্পর্কে পড়ে বা দেখেও রাজনীতি সম্পর্কে জানা যায়। কেউ নিজের ইচ্ছায় রাজনীতি করলে বা শিখতে চাইলে তাকে কে বাধা দেবে? এর জন্য পুরো ক্যাম্পাসে রাজনীতি ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের পর সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করে বুয়েট কর্তৃপক্ষ। তারপর থেকেই বুয়েট বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে আগের তুলনায় অনেক দূর এগিয়েছে। অন্যায়, জুলুমের রাজনীতি না থাকলে আমরা র‍্যাঙ্কিংয়ে আরও অনেক দূর এগিয়ে যাব। আমাদের ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা দেশের উন্নতিতে আরও অবদান রাখতে পারবে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য ছাত্ররাজনীতি দরকার

আদিয়া সুলতানা, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগ,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে দেশলাইয়ের কাঠির মতো কাজ করেছিল। আবার ওই বায়ান্নই ছিল দেশে ছাত্ররাজনীতির সূচনালগ্ন। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, যখনই শোষণ-নিপীড়ন বাংলাদেশকে গ্রাস করেছে, তখনই ছাত্ররা বুক চিতিয়ে লড়াই করেছে। তরুণদের রুখে দেওয়া অসম্ভব। আমাদের মতো গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে সড়ক নিরাপত্তার মতো আন্দোলনেও ছাত্রদের দরকার হয়; সেখানে ছাত্ররাজনীতিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই আমার কাছে মনে হয় বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য ছাত্ররাজনীতি দরকার। রাজনীতি না থাকলে এখানে শাসনের নামে শোষণ চলতেই থাকবে। কিন্তু সেই ছাত্ররাজনীতি হতে হবে রাজার নীতির মতো। আমাদের দেশে এখন যে ছাত্ররাজনীতি বলবৎ আছে, তা নিজেদের স্বার্থ আর ক্ষমতা লাভের রাজনীতি। এ সময় একজন ছাত্ররাজনীতি করতে চায় চাকরি, সুবিধা ও সম্মানের জন্য; যা ছাত্ররাজনীতির ভিত্তি হতে পারে না। ‘আগে আমি নয়, আগে দেশ’ এই মনোভাব আমাদের লালন করতে হবে।

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের পেছনের মানুষগুলোকেও স্বচ্ছ হতে হবে

ইশতিয়াক ফেরদৌস, গণিত বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ে লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি থাকলে, সেই ছাত্ররাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে মাতৃসংগঠনের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করা। এই স্বার্থ কতটুকু ব্যক্তিকেন্দ্রিক আর কতটুকু রাজনৈতিক—সে সম্পর্কে সবারই ধারণা আছে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি থাকলে সেই রাজনীতি হওয়া উচিত ছাত্র প্রতিনিধিকেন্দ্রিক, ছাত্র সংসদকেন্দ্রিক। আমরা বিভিন্ন ছাত্র সংসদে দেখেছি, লেজুড়বৃত্তিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলো নিজেদের প্যানেল তৈরি করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে তাঁরাই সাধারণ শিক্ষার্থীদের গলার কাঁটা হয়ে যায়। তাই কোনো লেজুড়বৃত্তিক রাজনৈতিক পরিচয়ে নয়, বরং নিজের দক্ষতা ও নেতৃত্বের পরিচয়েই এই ছাত্র সংসদগুলোকে পরিচালনা করতে হবে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের পেছনের মানুষগুলোকেও স্বচ্ছ হতে হবে। কোনো নোংরা রাজনৈতিক ‘ফুটপ্রিন্ট’ ছেড়ে আসা শিক্ষক নয়, নিরপেক্ষ শিক্ষকদের নিয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কাজ করতে হবে।

লেজুড়বৃত্তিক নয়, ছাত্র সংসদভিত্তিক হতে হবে

মাহিন সুলতানা, দর্শন বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি থাকা উচিত। তবে সেটি লেজুড়বৃত্তিক নয়, ছাত্র সংসদভিত্তিক হতে হবে বলে আমি মনে করি। সর্বশেষ কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় আমরা লেজুড়বৃত্তিক নোংরা রাজনীতির বীভৎস রূপ দেখেছি। অনেকে প্রশ্ন তোলেন, ‘ছাত্ররাজনীতি না থাকলে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবে কারা?’ তাঁদের কাছে উল্টো প্রশ্ন রাখতে চাই, গত ১৫ বছরের ছাত্ররাজনীতিতে কতজন নিষ্ঠাবান, বিচক্ষণ নেতা ছিলেন? বরং লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতির কারণে ক্যাম্পাসে সহিংসতা, হাঙ্গামা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে হলে তৈরি করা হয় পলিটিক্যাল ব্লক। গড়ে ওঠে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, মাদকদ্রব্যের ব্যবসা। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা যে শুধু নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, তাই-ই নয়, নিজের সিটে উঠতেও হাজার টাকা গুনতে হয়। তাহলে ক্যাম্পাসে কি ছাত্ররাজনীতি থাকবে না? থাকবে। আপনার বিপক্ষে যদি কথা বলার মানুষ না থাকে, আপনি প্রাকৃতিকভাবেই স্বৈরাচার হয়ে উঠবেন। কিন্তু সেই রাজনীতি কোনো সংগঠন বা দলের লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি হওয়া যাবে না। ছাত্রদের জন্য থাকবে ছাত্র সংসদ; যা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করবে, বিভিন্ন দাবি নিয়ে কথা বলবে। গণতন্ত্র চর্চা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বৈরাচারী মনোভাব থেকে দূরে থাকবে। অন্যের ওপর জুলুম করার পরিবর্তে কীভাবে সাধারণ ছাত্রদের জনকল্যাণমূলক কাজ করতে আকৃষ্ট করতে হয়, তার চর্চা সেখানে হবে। একটি সুষ্ঠু শিক্ষার্থীবান্ধব রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরিতে ছাত্র সংসদের কোনো বিকল্প নেই।

স্বচ্ছ ও গঠনমূলক রাজনীতি চর্চা করা যেতে পারে

খাইরুল ইসলাম, ইংরেজি বিভাগ
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সাধারণ ছাত্রদের অধিকার রক্ষা ও ভবিষ্যৎ রাজনীতির স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি থাকা উচিত। তবে তা অবশ্যই স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হতে হবে। নতুবা নৈরাজ্যনীতির এই চর্চা বন্ধ হবে না। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়েও কিন্তু ছাত্ররাজনীতি আছে। পার্থক্য হলো, সেটি ভারতীয় উপমহাদেশের ছাত্ররাজনীতির ‘ডার্ক ওয়ে’ নীতি অনুসরণ করে না। বাংলাদেশে সেই একই প্রেক্ষাপটে স্বচ্ছ ও গঠনমূলক রাজনীতি চর্চা করা যেতে পারে। তবে আমাদের দেশে এ ধরনের রাজনীতি বাস্তবায়ন করা কতটুকু সম্ভব, সেটাও চিন্তার বিষয়। কারণ, রাজনীতির উদ্দেশ্য, বিধেয় বলতে আমাদের মস্তিষ্ক বোঝে অন্তহীন ক্ষমতা, আর্থিক লালসা, ইত্যাদি। এই মতাদর্শ থেকে কোনো নির্দিষ্ট সংগঠন যদি সম্পূর্ণ বের হয়ে স্বচ্ছ, স্বাভাবিক রাজনীতি করতে ইচ্ছুক হয়, ক্যাম্পাসে তাদের স্বাগত জানাই।

চাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্র সংসদ গঠন করা যেতে পারে

তাসলিমা জান্নাত, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের বিকাশ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রে ছাত্ররাজনীতি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দুঃখজনক হলেও সত্য, বিগত বছরগুলোতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতি দলীয় লেজুড়বৃত্তিতে পরিণত হয়েছিল। ফলে শিক্ষার্থীরা এখানে দলীয় স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন রাজনীতি শিক্ষার্থীদের অধিকারকে সামনে আনতে ব্যর্থ হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ নষ্ট করে। এমন দলীয় ছাত্ররাজনীতি আমাদের ক্যাম্পাসে কাম্য নয়। তবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি থাকা উচিত, এবং সেটা যেন গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণে নিবেদিত হয়। এ ক্ষেত্রে ‘ছাত্র সংসদ’ একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে। চাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্র সংসদ গঠন করা যেতে পারে, যেখানে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব অধিকার, মতামত ও সমস্যা নিয়ে সরাসরি আলোচনার সুযোগ পাবে। এটি একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কাজ করবে এবং নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি করবে।

কক্সবাজারের চকরিয়ায় ২৩ সেপ্টেম্বর ডাকাতের হামলায় নিহত হন সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট তানজিম সারোয়ার। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন তাঁর ক্যাডেট কলেজের বন্ধু, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ছাত্র **প্লাবন সেন**

ক্যাডেট নম্বর ১৮২৮

২০১৩ সালের মার্চে তানজিমের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। পাবনা ক্যাডেট কলেজের মিলনায়তনে। ভর্তির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। দেখলাম ছোটখাটো একটা ছেলে সোফায় বসে গেম খেলছে। ওর আম্মু আমাকে বললেন, 'বাবা, আমার ছেলেটা একটু ছোট তো, তোমরা একসঙ্গে মিলেমিশে থেকো।'

তানজিম সারোয়ারের ক্যাডেট নম্বর ছিল ১৮২৮। আবিষ্কার করলাম, দেখতে ছোট হলেও সে কথা বলে বড়দের মতো। ক্লাস সেভেনের ট্যালেন্ট শোতে আমরা একসঙ্গে গাইলাম, 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই।' সেই থেকে বন্ধুত্ব। আজ যখন এই লেখা লিখছি, তখন তানজিমই আর আমাদের মধ্যে নেই। সবার কাছে তাঁর পরিচয়—দেশের জন্য, জাতির জন্য জীবন উৎসর্গ করা বীর। যেই বীরের উচ্চতা আজ আর কোনো মাপকাঠিতেই মাপা যাবে না। আজ গর্ব নিয়ে বলতে পারি—তানজিম আমার বন্ধু, আমার হাউজমেট, আমার ভাই।

তানজিম সব পারে

ক্লাস এইট-নাইনের একটা দীর্ঘ সময় আমার রুমমেট ছিল তানজিম। ক্যাডেট কলেজের ধরাবাঁধা নিয়মের বেড়াজালের মধ্যে থেকেই আমরা জীবনটা উপভোগ করছিলাম নিজেদের মতো করে। ক্লাস নাইনে দুজনই সাইয়েদ আবদুল্লাহ ভাইয়ের হাউজে ছিলাম। ভাইয়া খুব স্নেহ করতেন। কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি হাউজভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হতো। বাগান করা, দেয়ালপত্রিকা তৈরি, খেলাধুলা, নানা কিছু। আমরা দুই বন্ধু মিলে রাতের পর রাত জেগে বিভিন্ন হাউজের কাজ করতাম।

দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় আমার আর তানজিমের ওপর একবার হাউজের ওয়াল ম্যাগাজিনের বুকলেটে ক্যালিগ্রাফি আর ডিজাইন করার দায়িত্ব পড়ল। সেখানে একটা নিবন্ধে বাঘের ছবি আঁকতে গিয়ে যা এঁকেছিলাম, সেটা বাঘ না গরু না অন্য কোনো প্রাণী, বোঝা যাচ্ছিল না। তানজিমের আঁকার হাত ছিল দারুণ। ছবিটা একটু ঠিকঠাক করতে তাই ওকে দিয়েছিলাম। উল্টো ছবিটাকে ও আরও মজার বানিয়ে ফেলেছিল। ওই ছবি নিয়ে আমাদের হাউজের বড় ভাইদের মধ্যে বেশ একটা হাসিঠাট্টা হয়েছিল। ভাইয়ারা ভেবেছিলেন, ছবিটা তানজিমেরই আঁকা। আমিও আসল ঘটনা চেপে গিয়েছিলাম বেমালুম। কলেজ ছাড়ার পরও ভাইদের সঙ্গে কোনো না কোনো আয়োজনে দেখা হলে সেই ঘটনার স্মৃতিচারণা করে আমরা খুব মজা করতাম।

আমাদের ছোটবেলায় টিভি চ্যানেলে একটা কার্টুন শো প্রচারিত হতো। নাম 'নিক্স—যে সব পারে'। ভালোবেসে তানজিমকে আমরা ডাকতাম 'নিক্স' বলে। তানজিমও যে সব পারে! গিটার থেকে বাঁশি, গান থেকে কবিতা, টেবিল টেনিস থেকে বাস্কেটবল, সুইমিং থেকে অ্যাথলেটিকস—কিচ্ছু বাদ নেই। সর্বশেষ আমার বন্ধু দেখিয়ে দিল, দেশের জন্য জীবনও দিতে পারে ও।

ইতিবাচক শক্তিতে ভরপুর

যে ছেলে ক্লাস নাইন-টেনে গণিতে খারাপ করল, সে-ই এইচএসসিতে বোর্ডের সেরাদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিল। একটা কিছুতে জেদ চাপলে সেটা না পাওয়া পর্যন্ত থামত না। সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণের পাশাপাশিই বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক শেষ করেছিল। ২০২১ সালে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির ৮২ লং কোর্সের একটা অনুশীলনের সময় সাঙ্গু নদে একজন অফিসার ক্যাডেট দুর্ঘটনায় ডুবে মারা যান। সেখানে উপস্থিত তানজিম কিছু না ভেবেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সতীর্থকে বাঁচাতে। খুব সাহসী ছিল ছেলেটা, ভয়কে পাত্তা দিত না।

তানজিমের মতো সাহসী ছেলে খুব কম দেখেছি। অন্যায়কে অন্যায় বলতে, প্রতিবাদ করতে পিছপা হতো না। ক্যাডেট কলেজের সব শিক্ষক, সহপাঠী, সিনিয়র, জুনিয়রের খুব প্রিয় ছিল। পরিবারের খেয়াল রাখত। ছোট্ট কাঁধেই তুলে নিয়েছিল অনেক দায়িত্ব। কাছের মানুষদের যেকোনো প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। বাস্কেটবল খেলার খুব ঝোঁক ছিল। কলেজে, মিলিটারি একাডেমিতে সেরা খেলোয়াড় হয়েছিল। শুনেছি, সেনাবাহিনীর আন্তবিভাগ পর্যায়েও ওর খেলার কথা ছিল।

যত দিন বাঁচব, ওর হাসিমুখটা সব সময় স্মৃতিতে থেকে যাবে। ওপরওয়ালা যেন ওকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে স্থান দেন, এই দোয়াই করি।

বন্ধু তানজিমের সঙ্গে লেখক (ডানে)। ছবি : সংগৃহীত

ভিনদেশে উচ্চশিক্ষা

শিক্ষার্থীরা এখন যেসব সমস্যায় পড়েছেন

জুন-জুলাই মাসেই মূলত বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য যান আমাদের দেশের শিক্ষার্থী-গবেষকেরা। কিন্তু এ বছর ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থানের সময় বন্ধ ছিল অনেক দূতাবাসের কার্যালয়। কোনো কোনো দূতাবাসের কার্যক্রম এখনো পুরোদমে শুরু হয়নি। তাই ভিসা, আগামী সেশনের ভর্তি, ফান্ডিংসহ নানা বিষয়ে সমস্যায় পড়েছেন ভিনদেশে পড়তে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা। খোঁজ নিয়েছেন **জাহিদ হোসাইন খান**

ভিসা-সংক্রান্ত সাক্ষাৎকারে সমস্যা

জুলাই মাসের শুরু থেকেই বিভিন্ন দূতাবাস তাদের ভিসা কার্যক্রম সীমিত করে ফেলেছিল। ফলে যাঁরা আগামী সেশনে ভর্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তাঁদের অনেকেই আবেদন করার সুযোগ হারিয়েছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন সোনিয়া সুলতানা। শোনালেন তাঁর অভিজ্ঞতা, '১৯ জুলাই আমার যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার ইন্টারভিউ ছিল। এদিকে তখনই ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হলো। খুব সমস্যায় পড়েছিলাম। ২৬ জুলাই আবার তারিখ পেলাম। কিন্তু এরপর সব ভিসা ইন্টারভিউই বাতিলের ঘোষণা আসে। অনেক ঝামেলার পর ১৯ আগস্ট ইন্টারভিউ দিই। ভিসা পেয়ে টিকিটও কেটে ফেলি। কিন্তু তখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জানানো হয়, দেরি হয়ে গেছে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সেশনে ভর্তির সুযোগ আর নেই। আমাকে আগামী জানুয়ারি সেশনে ভর্তি করা হয়েছে। কী আর করা, মাঝখান থেকে বিমানের টিকিটের টাকাটা নষ্ট হলো। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী জানুয়ারিতে মিনেসোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স শুরু করব। আমার মতো অনেক শিক্ষার্থীই সেশন মিস করেছেন। অনেকের ফান্ডিং বা বৃত্তি বাতিলের মতো ঘটনাও ঘটেছে বলে শুনেছি।'

বৃত্তি ও ফান্ডিংয়ে সমস্যা

পরিস্থিতির কারণে অনেক শিক্ষার্থী বৃত্তি ও ফান্ডিংয়ের সমস্যায় পড়েছেন। কারও কারও ভর্তির 'অফার লেটার' বাতিল হয়ে গেছে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএর শিক্ষার্থী জেনিফার বিশ্বালি যেমন বললেন, 'যুক্তরাজ্যে মাস্টার্সে পড়ার জন্য এ বছরের শুরু থেকে চেষ্টা করছিলাম। সেপ্টেম্বরের সেশন ধরার জন্য সবকিছু তৈরি করেছিলাম। আইইএলটিএস পরীক্ষা থেকে শুরু করে সব ঠিকঠাক চলছিল। অ্যাস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অফার লেটারও পেয়েছিলাম। কিন্তু ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় ঠিকঠাক যোগাযোগ রক্ষা করতে পারিনি। পরে যোগাযোগ করলেও আর উত্তর পাইনি। একই সঙ্গে আমি আমেরিকায় মাস্টার্সের জন্যও চেষ্টা করছিলাম। আগস্ট মাসের শুরুতে দেখলাম, ভিসা দেওয়া বন্ধ আছে। তাই এখন আবেদন করাও বন্ধ রেখেছি। আমার অনেক বন্ধু ভিসার তারিখ পরিবর্তনের কারণে যেতে পারছে না। একটা অস্থির পরিস্থিতির মধ্য আছি। যুক্তরাজ্যের একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিন হাজার পাউন্ডের একটি বৃত্তির অফার পেয়েছিলাম। সেটাও নিতে পারিনি।'

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের প্রভাষক নাফিসা নাজীন বলেন, 'বৃত্তি, ফান্ডিং, সেশন মিস হওয়া—এসব সমস্যা তো আছেই। আবার দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম কিছুটা স্থবির থাকায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহজে জোগাড় করা যাচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আরও আন্তরিক হওয়া দরকার।'

'সেশন মিস'

জুন-জুলাই মাসের সেশনটা ধরতে অনেক শিক্ষার্থী-গবেষকই আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কারণ, এই একটা সেশন মিস হলে পিছিয়ে যেতে হয় প্রায় ছয় মাস। সেই বিপাকেই পড়েছেন অনেকে। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সফটওয়্যার প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছেন মোহাম্মদ জুবায়ের। তিনি বলেন, 'আমি ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে অনার্স করেছি। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্সের জন্য আবেদন করেছিলাম। ভর্তির প্রক্রিয়া চলছে। অফার লেটার পাওয়ার পর বেশ সমস্যা পড়েছি। অস্ট্রিয়ার ভিসার জন্য বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের ভারতে যেতে হয়। কিন্তু ভারতীয় ভিসার জটিলতার জন্য অস্ট্রিয়ার ভিসার সাক্ষাৎকারের তারিখ মিস হয়ে গেছে। এর মধ্যে জার্মানির অপরচুনিটি কার্ড ভিসার জন্য আবেদন করেছি। বাংলাদেশ থেকে এই ভিসার জন্য ব্লক অ্যাকাউন্টে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা রাখতে হয়। দেশের বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে ব্লক অ্যাকাউন্ট করার ক্ষেত্রে বেশ কড়াকড়ির কারণে অনেক শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীই অ্যাকাউন্ট খুলতে পারছেন না। জার্মান দূতাবাসেও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কয়েকবার ভিসার সাক্ষাৎকারের তারিখ বদলে গেছে। নতুন তারিখ পেতে সমস্যা হচ্ছে।'

মিলছে না ভিসা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অফার লেটার হাতে আছে, ক্লাস শুরুর তারিখও জানা, অথচ ভিসা-বিড়ম্বনায় যাওয়া হচ্ছে না—এমন বিপাকে আছেন অনেকেই। কদিন আগে এই শিক্ষার্থীদের একটা অংশ এক হয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজনও করেছিল। কথা হলো নাদিম হোসাইনের সঙ্গে। রোমানিয়ার ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি অব টিমিসোয়ারাতে আইন বিভাগে স্নাতকের সুযোগ পেয়েছেন তিনি। কিন্তু ভারতের ভিসা মিলছে না বলে সে দেশে গিয়ে রোমানিয়ার দূতাবাসেও যোগাযোগ করতে পারছেন না। নাদিম বলেন, 'ইউরোপের অনেক দেশের ভিসা ইন্টারভিউয়ের জন্যই ভারতে অবস্থিত দূতাবাস বা কনস্যুলার অফিসে যেতে হয়। কিন্তু ভারতে ভিসা প্রক্রিয়া এখন অনেক জটিল হয়ে গেছে। আমাদের অনেকে টিউশন ফি দিয়ে দিয়েছে, অথচ যেতে পারছে না। অনেকের বৃত্তির সুযোগও নষ্ট হচ্ছে। আমরা প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থী রোমানিয়ায় যাওয়ার অপেক্ষায় আছি। এ ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সব মিলিয়ে এক হাজার শিক্ষার্থী ভিসা সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাচ্ছেন না। শিক্ষা উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে অনুরোধ থাকবে, বাংলাদেশে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের দূতাবাস বা কনস্যুলার সেবা চালু করার ব্যাপারে তাঁরা যেন পদক্ষেপ নেন।'

উপায় কী

একেক দেশের ভর্তি বা ভিসার প্রক্রিয়া একেক রকম। শিক্ষার্থীদের সমস্যার ধরনও আলাদা। পরিস্থিতি বুঝে, নিয়মিত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দিলেন রুহুল আমিন। তিনি আইডিপি এডুকেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডেস্টিনেশন ম্যানেজার (ইউএসএ)। রুহুল আমিন বলেন, 'ফল সেশনের সময় চলে গেছে। এখন আর কিছু করার নেই। স্প্রিং ২০২৫ সেশনের জন্য ভালো করে চেষ্টা করতে হবে। কিছু কিছু দূতাবাসে ইমিগ্রেশন ভিসা-সেবা চালু করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়কে অবগত করে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসকে ই-মেইলের মাধ্যমে সব তথ্য জানাতে পারেন। অনেক দূতাবাস কিন্তু বিশেষ বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের ভিসা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এর বাইরে যাঁরা ফান্ডিং-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যায় পড়ছেন, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা জানিয়ে সমস্যার কথা লিখে পাঠান। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিন্তু এরই মধ্যে শিক্ষার্থীদের বিষয়টি বিবেচনা করে সুযোগ দিচ্ছে। দুশ্চিন্তা না করে বাস্তবতা বুঝে কাজ করতে হবে।'

উদ্ভাবন

আহছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বন্যায় ডুববে না, চলছে এমন ঘর নির্মাণের প্রস্তুতি

তানভীর রহমান

বন্যায় ফেনী, কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে মাঠপর্যায়ে কাজ করেছেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ আল নাঈম। উদ্ধার অভিযান ও ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে, প্রতিবছর বন্যা এলেই একদল মানুষের ঘরবাড়ি ডোবে, আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে হয়, মানবেতর জীবন কাটাতে হয়—এ সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান দরকার। ঢাকায় এসে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেন তিনি—কী করা যায়! একপর্যায়ে পেয়ে যান ভাসমান বাড়ির ধারণা।

আবদুল্লাহ আল নাঈম বলেন, 'অনেক আগেই ভাসমান বাড়ির ধারণা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু একে বাস্তব রূপ দিতে মাঠপর্যায়ে তেমন কোনো কাজ হয়নি। আরেকটু পড়াশোনা করে বুঝলাম, বন্যার সময় ঘরের যে অংশ ভেসে থাকতে সাহায্য করে, পানি চলে যাওয়ার পর সেই অংশের উপাদান মেরামত করা প্রচুর ঝক্কির কাজ, ব্যয়বহুলও। সে জন্যই প্রক্রিয়াটা হয়তো আর এগোয়নি। তাই আমরা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম, এমন একটি টেকসই বাড়ি তৈরি করব, যার নির্মাণব্যয় সাধারণ ঘরের কাছাকাছি হবে।'

ভাসমান বাড়ির এ প্রকল্পের নাম তরি। এ প্রকল্পে কাজ করেছেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের তিন শিক্ষার্থী—আবদুল্লাহ আল নাঈম, সিয়াম আল নাহিয়ান ও আবদুল আওয়াল। এ ছাড়া মূল মডেল তৈরিতে যুক্ত ছিলেন পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মো. আবদুল মতিন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী সৈয়দ নাজমুল হক ও ব্র্যাকের সাবেক প্রকৌশলী নাসরিন জাহান।

ভাসমান বাড়িটির দুটি অংশ। সুপার স্ট্রাকচার ও সাব-স্ট্রাকচার। সুপার স্ট্রাকচার বা ওপরের অংশটি সাধারণ টিনের বাড়ির মতোই নকশা করা হয়েছে। আর সাব-স্ট্রাকচার বা নিচের ভিত্তিতে (যেটি মূলত বাড়িটিকে ভাসিয়ে রাখবে) মরিচারোধী, টেকসই ও ওজনে হালকা উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। বাড়িটিতে থাকবে একটি বাথরুম, রান্নাঘর, বারান্দা ও পানির ট্যাংক। বন্যা ও বন্যা-পরবর্তী সময়ে যা ব্যবহার করা যাবে। আবদুল্লাহ আল নাঈম বললেন, 'সাধারণ পরীক্ষাগুলো করার জন্য ১ : ৬ স্কেলের একটা মিনি মডেল তৈরি করেছি। খরচ হয়েছে সাত হাজার টাকা। আপাতত আমরা তহবিলের জন্য অপেক্ষা করছি। পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ পেলে তিন-চার দিনেই মূল বাড়ি তৈরি করতে পারব।'

প্রাথমিক পর্যায়ে ছোট আকৃতির একটি বাড়ির মডেল তৈরি করেছেন শিক্ষার্থীরা। ছবি : সংগৃহীত
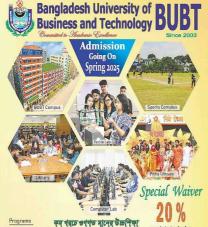
সুযোগ

মিসরের বিশ্ববিদ্যালয় দিচ্ছে বৃত্তি

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিচ্ছে মিসরের ইউনিভার্সিটি অব হেলওয়ান। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৬০টি বৃত্তি প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে তারা। ইউনিভার্সিটি অব হেলওয়ানের প্রেসিডেন্ট আল-সায়েদ ইব্রাহিম কান্দিল ও ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স বিভাগের ইমাদ আবু আল-দাহাবের নেতৃত্বে এই বৃত্তি দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে (www.helwan.edu.eg) ঢুকে শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

আজ থেকে স্পট মার্কেটে প্রাইম টেক্সটাইল | শেয়ারবাজারে আজ রোববার থেকে স্পট মার্কেটে লেনদেন হবে প্রাইম টেক্সটাইলের শেয়ার। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

কাকলী জাহান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইডি হলেন

কাকলী জাহান আহ্‌মেদ

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক (ইডি) হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন কাকলী জাহান আহ্‌মেদ। গত ১৮ আগস্ট তাঁকে এ পদে পদোন্নতি দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর আগে তিনি পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন। কাকলী জাহান আহ্‌মেদ ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। এরপর দীর্ঘ চাকরিজীবনে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অফসাইট সুপারভিশন, অ্যাগ্রিকালচারাল ক্রেডিট প্রজেক্ট বিভাগ, ক্রেডিট ব্রিজ স্ট্যান্ডবাই ফ্যাসিলিটি বিভাগ, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, আইন বিভাগ, ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে দায়িত্ব পালন করেছেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাশিয়ার ৩৯% রপ্তানি এখন রুবলে হচ্ছে

রাশিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিজস্ব মুদ্রা রুবলের ব্যবহার বেড়েছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন, ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে তাঁদের রপ্তানি বাণিজ্যে রুবলের ব্যবহার বেড়ে তিন গুণ হয়েছে। এই হার এখন ৩৯ শতাংশ। গত সপ্তাহে মস্কোয় রাশিয়ান স্টেট কাউন্সিলের এক সভায় এ তথ্য জানান ভ্লাদিমির পুতিন। একই সঙ্গে তিনি এ-ও জানান, রাশিয়ার রপ্তানি বাণিজ্যে 'বিষাক্ত পশ্চিমা মুদ্রার' ব্যবহার গত বছর কমে অর্ধেক হয়েছে। খবর আনাদোলুর। বাস্তবতা হলো, ২০২২ সালে পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞার হুমকি অগ্রাহ্য করে ইউক্রেনে আক্রমণ করে রাশিয়া। এরপর দেশটির ওপর শত শত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেই বাস্তবতায় বিকল্প পদ্ধতিতে বাণিজ্য বিস্তারে নতুন পদক্ষেপ নেয় রাশিয়া।
বাণিজ্য ডেস্ক

ভারত চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বাসমতী ছাড়া সাদা চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। গত শুক্রবার এই বিষয়ে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে, যা অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহ নিশ্চিত ও দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়। ১৪ মাস পর দেশটি সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল। সরকারের এই সিদ্ধান্তে ভারতের চাল রপ্তানিকারকেরা সন্তুষ্ট। তাঁরা সিদ্ধান্তটিকে চালের বাজারের জন্য 'গেম চেঞ্জার' বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।
এনডিটিভি

জুলাই-আগস্টে রাজস্ব আয় কমেছে ৫,৪৫৬ কোটি টাকা

অর্থবছরের প্রথম দুই মাস

চলতি অর্থবছরের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধই ছিল বলা চলে। এ জন্য রাজস্ব আদায় কমেছে।

- গত জুলাই-আগস্ট, দুই মাসে মোট শুল্ক-কর আদায় ৪২,১০৬ কোটি টাকা।
- আগের অর্থবছরের ওই সময়ে আদায় হয়েছিল ৪৭,৫৬২ কোটি টাকা
- শুল্ক-কর আদায় নিয়ে আইএমএফ সন্তুষ্ট নয়।

জাহাঙ্গীর শাহ, *ঢাকা*

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম দুই মাস, জুলাই ও আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধই ছিল বলা চলে। সাধারণ ছুটির পাশাপাশি কারফিউও ছিল বেশ কয়েক দিন। এসবের প্রভাব পড়েছে শুল্ক-কর আদায়ে। এ দুই মাসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) শুল্ক-কর আদায়ে প্রবৃদ্ধি তো হয়ইনি, বরং আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা কম আয় হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ঘাটতি অবশ্য আরও তিন গুণ বেশি; অর্থাৎ ১৫ হাজার কোটি টাকা।

এনবিআরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠককালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সফররত প্রতিনিধিরা রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এনবিআরের পক্ষ থেকে আইএমএফকে তাদের দেওয়া চলতি অর্থবছরের শুল্ক-কর আদায়ের লক্ষ্য কমানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। কারণ হিসেবে এনবিআর দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ধীরগতির কথা উল্লেখ করেছে। গত বৃহস্পতিবার এ বৈঠক হয়।

এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মজিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, অর্থবছরের প্রথম দিকে এমনিতেই রাজস্ব আদায় কম হয়। কিন্তু এবার ভিন্ন পরিস্থিতি ছিল। জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলন এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল। অফিস-আদালত, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান খোলা যায়নি। এসব কারণে কাঙ্ক্ষিত হারে রাজস্ব আদায় হয়নি।

আবদুল মজিদ মনে করেন, সামনের মাসগুলোতে রাজস্ব আদায়ের ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব। কারণ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে কর কর্মকর্তারা ভয়ডরহীনভাবে কাজ করতে পারবেন। প্রভাবশালী মহল থেকে তদবির থাকে না।

রাজস্ব কমেছে ৫,৪৫৬ কোটি টাকা

চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাস, জুলাই-আগস্টে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শুল্ক ও কর আদায় ৫ হাজার ৪৫৬ কোটি টাকা কম হয়েছে। এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, ওই দুই মাসে সব মিলিয়ে তারা ৪২ হাজার ১০৬ কোটি টাকা আদায় করেছে। এর আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে এনবিআর রাজস্ব আদায় করেছিল ৪৭ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা।

শুধু আগের অর্থবছরের তুলনায়ই নয়, গত জুলাই-আগস্টে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যও অর্জিত হয়নি। এই সময় এনবিআরকে মোট ৫৭ হাজার ১৭৫ কোটি টাকার শুল্ক-কর আদায়ের লক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ছাত্র-জনতার আন্দোলন, কারফিউ, সরকারি ছুটি, ব্যবসায়ে অনিশ্চয়তা—এসব কারণে লক্ষ্যের চেয়ে ১৫ হাজার কোটি টাকা কম আদায় হয়েছে।

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এনবিআরকে সার্বিকভাবে ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার শুল্ক-কর আদায়ের লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। সরকারি সংস্থাটির কর্মকর্তারা মনে করেন, বছরের শেষের দিকে কর আদায়ে গতি বাড়বে। এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে শুল্ক-কর কর্মকর্তাদের বলেছেন, এবারের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য কমবে না।

এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, আমদানি, ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর বা মূসক) ও আয়কর—এই তিন খাতের মধ্যে কোনোটিতেই গত দুই মাসে লক্ষ্য পূরণ হয়নি। সবচেয়ে বেশি ঘাটতি দেখা গেছে আয়কর খাতে। এই খাতে দুই মাসে ঘাটতি হয় ৭ হাজার ৪১ কোটি টাকা। এই খাতে ১৮ হাজার ৬৩৫ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় হয়েছে ১১ হাজার ৫৯৩ কোটি টাকা।

অন্যদিকে দুই মাসে আমদানি খাতে ১৭ হাজার ৩৯০ কোটি টাকার লক্ষ্যের বিপরীতে আদায় হয়েছে ১৪ হাজার ৪৮৫ কোটি টাকা। এই খাতে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৯০৫ কোটি টাকা। ভ্যাট খাতে আদায় হয়েছে ১৬ হাজার ২৮ কোটি টাকা, যা ২১ হাজার ১৫১ কোটি টাকার লক্ষ্যের তুলনায় ৫ হাজার ১২২ কোটি টাকা কম।

আইএমএফের শর্ত

দেশের আর্থিক খাতে ভারসাম্য ঠিক রাখতে ২০২২ সালের জুলাইয়ে আইএমএফের কাছে ঋণের জন্য আবেদন করে বাংলাদেশ। ছয় মাস পর ২০২৩ সালের ৩০ জানুয়ারি সংস্থাটি ৪৭০ কোটি ডলার ঋণ অনুমোদন করে। ২০২৬ সাল পর্যন্ত সাড়ে তিন বছরে মোট সাত কিস্তিতে এ অর্থ দেওয়ার কথা। ইতিমধ্যে তিন কিস্তি পাওয়া গেছে।

আইএমএফ নানা শর্ত দিয়েই ঋণ অনুমোদন করেছে, যার আওতায় রাজস্ব খাতও রয়েছে। এই খাতের জন্য বড় দুটি শর্ত হলো, প্রতিবছর জিডিপির দেড় শতাংশ পরিমাণ অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় এবং ২০২৭ সালের মধ্যে সব ধরনের করছাড় প্রত্যাহার। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে রাজস্ব আদায় বাড়ানোর একটি কৌশলও ঠিক করতে হবে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) চতুর্থ কিস্তির অর্থছাড় পেতে ২০২৪ সালে বাংলাদেশকে বড় ধরনের সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। এখন চতুর্থ কিস্তির অর্থছাড় নিয়ে পর্যালোচনা চলছে।

আইএমএফের শর্ত মেনে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের দুর্দশাগ্রস্ত সম্পদের তালিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ, ব্যাংক খাতের তদারকিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি সুদহারের কাঠামো নির্ধারণ এবং রাষ্ট্রমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস করার উদ্যোগ নিতে হবে।

মেলা ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারে শরৎ এবং শারদীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে আয়োজন করা হয়েছে শরৎ এবং শারদীয় মেলা। গতকাল শেষ হয়েছে দুই দিনের এই মেলা। শেষ দিনে নানান পণ্য কিনতে ক্রেতারা ভিড় করেন বিভিন্ন স্টলে। ছবি : সাবিনা ইয়াসমিন

সোনার দাম ভরিতে ১,২৫৯ টাকা কমল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চলতি মাসে চার দফায় মূল্যবৃদ্ধির পর সোনার দাম কিছুটা কমেছে। এতে ভালো মানের, অর্থাৎ হলমার্ক করা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম কমে দাঁড়াবে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৪৪৯ টাকা।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) গতকাল শনিবার রাতে সোনার দাম কমানোর এ ঘোষণা দেয়। এ দফায় ভরিতে সর্বোচ্চ ১ হাজার ২৫৯ টাকা দাম কমছে। নতুন দর আজ রোববার থেকে কার্যকর হবে। এর আগে গত বুধবার ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম বেড়ে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৭০৮ টাকায় উঠেছিল। সোনার এই দাম ছিল দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

জুয়েলার্স সমিতির তথ্যানুযায়ী, হলমার্ক করা ২২ ক্যারেট সোনার ভরি আজ থেকে কমে হবে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৪৪৯ টাকা। একইভাবে দাম কমার পর হলমার্ক করা ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৩১ হাজার ১৯৭ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ১২ হাজার ৪৫৩ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার ভরি ৯২ হাজার ২৮৬ টাকায় দাঁড়াবে। গতকাল পর্যন্ত ২২ ক্যারেট সোনার ভরি ছিল ১ লাখ ৩৮ হাজার ৭০৮ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৩২ হাজার ৩৯৮ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ১৩ হাজার ৪৯১ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার ভরির দাম ছিল ৯৩ হাজার ১৬০ টাকা। তার মানে আজ থেকে ২২ ক্যারেট মানের প্রতি ভরির দাম ১ হাজার ২৫৯ টাকা, ২১ ক্যারেটে ১ হাজার ২০১ টাকা, ১৮ ক্যারেটে ১ হাজার ৩৮ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনায় দাম কমছে ৮৭৪ টাকা।

সুদের হার কমানোর দাবি ঢাকা চেম্বারের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মূল্যস্ফীতি কমাতে ধাপে ধাপে নীতি সুদহার বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই উচ্চ সুদহারের কারণে দীর্ঘ মেয়াদে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ কমবে এবং স্থানীয় কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগে বড় প্রভাব পড়বে বলে মনে করে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। এ জন্য সংগঠনটির সভাপতি আশরাফ আহমেদ আগামী ডিসেম্বরের পর সুদহার কমানোর বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছেন।

গতকাল শনিবার রাজধানীর মতিঝিলে ডিসিসিআই কার্যালয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে মূল প্রবন্ধে এ কথা বলেন আশরাফ আহমেদ। বেসরকারি খাতের দ্বিবার্ষিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে এ সেমিনারের আয়োজন করে ডিসিসিআই।

ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ বলেন, মূল্যস্ফীতি কমাতে সুদহার বৃদ্ধির নীতি সাময়িকভাবে কার্যকর ধরা যায়। এটি সাময়িকভাবে সফল হলেও দীর্ঘ মেয়াদে তা ধরে রাখা ঠিক হবে না। প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগে উচ্চ সুদহারের প্রভাব পড়ে। মূল্যস্ফীতি কমাতে সরকারের হাতে আরও কিছু উপকরণ আছে, সেগুলো ব্যবহার করা প্রয়োজন। দেশে মূল্যস্ফীতির অন্যতম বড় কারণ খাদ্যপণ্যের অপচয়। উৎপাদন পর্যায়ে অপচয় কমিয়ে আনা গেলে মূল্যস্ফীতি কমবে, আমদানি চাহিদাও কমবে।

বিআইডিএসের সাবেক মহাপরিচালক কে এ এস মুরশিদ বলেন, গত এক দশকে দেশে নতুন উদ্যোগের জায়গা সংকুচিত হয়েছে। এর বিপরীতে ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের (স্বজনতোষী পুঁজিবাদ) উত্থান হয়েছে। ব্যাংক খাতের দিকে তাকালে এর অনেক নজির পাওয়া যাবে। এখন ক্রোনি ক্যাপিটালিস্টদের সরিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সুদহার বৃদ্ধির বিষয়ে ব্যবসায়ীদের আরও সহনশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ইউনিটের পরিচালক (গবেষণা) মো. সেলিম আল মামুন। তিনি বলেন, বাস্তবতা হলো মূল্যস্ফীতি এখনো নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। মূল্যস্ফীতি যত দিন না কমবে, তত দিন নীতি সুদহার বাড়ানো হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু ইউসুফ বলেন, মুদ্রানীতির মাধ্যমে এককভাবে মূল্যস্ফীতি কমানো যাবে না; এর সঙ্গে রাজস্ব নীতি ও বাজার ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ সরবরাহ শৃঙ্খলের বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে মধ্যস্বত্বভোগীরা। সেখানে কাজ করতে হবে।

খেলাপি ঋণের বিষয়ে আশরাফ আহমেদ বলেন, 'খেলাপি ঋণ পুরো ব্যাংক খাতের সমস্যা নয়; বরং বলা যায়, এটি উপখাতের সমস্যা। দেশের অর্ধশত ব্যাংক ভালো অবস্থায় আছে, ১০-১২টির অবস্থা তুলনামূলক খারাপ। এই ব্যাংকগুলোর জন্য আমরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হই।'

ইয়ামাহার নতুন মডেলের বাইক আনল এসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের বাজারে ইয়ামাহা এফজেডএস সিরিজের নতুন মডেলের মোটরসাইকেল নিয়ে এসেছে ইয়ামাহা বাংলাদেশ ও এসিআই মোটরস। গতকাল শনিবার রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে ইয়ামাহা এফজেডএস ভার্সন ৪.০ মোটরসাইকেল বাজারজাতকরণের ঘোষণা দেওয়া হয়।

এসিআই মোটরসের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে জানানো হয়, প্রাথমিকভাবে দেশের বাজারে বাইকটি ছয় কালারে পাওয়া যাবে, যা অনলাইন প্রি-বুকিংয়ের মাধ্যমেও গ্রাহকেরা কিনতে পারবেন। এই মোটরসাইকেলের দাম ২ লাখ ৯৯ হাজার ৫০০ টাকা। অনলাইন প্রি-বুকিংয়ে মিলবে আকর্ষণীয় মূল্যছাড়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইয়ামাহা মোটর ইন্ডিয়ার গ্রুপ চেয়ারম্যান এইশিন চিহানা, এসিআই মোটরসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এফ এইচ আনসারী, নির্বাহী পরিচালক সুব্রত রঞ্জন দাসসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন জনপ্রিয় ব্যান্ড তারকা নগরবাউল জেমস।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশের বাজারে আনার আগে বিদেশে মোটরসাইকেলটি জনপ্রিয়তা পায়। বাইকটিতে রয়েছে উচ্চ প্রযুক্তির দুটি সেফটি ফিচার, সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস ব্রেকিং সিস্টেম ও ট্র্যাকসন কন্ট্রোল সিস্টেম।

ইয়ামাহা এফজেডএস সিরিজের নতুন মডেলের মোটরসাইকেল বাজারে এনেছে। গতকাল শনিবার রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে এই মোটরসাইকেল বাজারজাতকরণের ঘোষণা দেওয়া হয়। ছবি : বিজ্ঞপ্তি

রেনাটার মুনাফা বেড়েছে ৫১%

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ওষুধ খাতের কোম্পানি রেনাটার মুনাফা ৫১ শতাংশ বেড়েছে। গত জুনে সমাপ্ত আর্থিক বছরে কোম্পানিটি মুনাফা করেছে ৩৫০ কোটি টাকা। আগের বছর যার পরিমাণ ছিল ২৩২ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে রেনাটার মুনাফা বেড়েছে ১১৮ কোটি টাকা বা প্রায় ৫১ শতাংশ।

মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ায় কোম্পানিটির বিনিয়োগকারীদের গত বছরের চেয়ে বেশি লভ্যাংশ দেওয়ারও ঘোষণা দিয়েছে। গত জুনে সমাপ্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য বিনিয়োগকারীদের ৯২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার কথা জানিয়েছে কোম্পানিটি। গতকাল শনিবার কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সভায় গত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এই লভ্যাংশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রেনাটা-সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, কোম্পানিটি যে লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে তাতে গত বছরের জন্য এ বাবদ বিতরণ করা হবে ১০৫ কোটি টাকার বেশি। আগের বছর কোম্পানিটি বিনিয়োগকারীদের সাড়ে ৬২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছিল। সেই হিসাবে এবার লভ্যাংশের পরিমাণ ৩০ শতাংশের মতো বেড়েছে। কারণ, গত বছর ভালো মুনাফা করেছে কোম্পানিটি।

রেনাটা জানিয়েছে, গত অর্থবছরে ওষুধ খাতের শীর্ষ পাঁচ কোম্পানির মধ্যে ব্যবসার সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছে রেনাটার। যেখানে সার্বিকভাবে ওষুধ খাতের বিক্রয় প্রবৃদ্ধি ছিল ৭ শতাংশের কিছুটা বেশি, সেখানে রেনাটার বিক্রয় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২ শতাংশের বেশি।

করপোরেট সংবাদ

কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন

কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে গতকাল আসিয়ান ঢাকা কমিটির বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ও সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। এ সময় আসিয়ান ঢাকা কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রুনেই দারুসসালামের হাইকমিশনার হারিস বিন ওথমান, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত হেরু হারতান্তো সুবোলো, মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার হাজনাহ মো. হাশিম, মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত কাও সো মো, ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত লিও টিটো এল অসান জুনিয়র, সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনার মিশেল লি, থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মাকাওয়াদি সুমিতমোর ও ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত ন্যুয়েন মান কুঅং। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

বাজারে এল হোন্ডার হরনেট ২.০ মোটরসাইকেল

দেশে প্রথমবারের মতো পিজিএম-এফআই ইঞ্জিনসমৃদ্ধ হরনেট ২.০ (হরনেট টু পয়েন্ট ও) মোটরসাইকেল বাজারে এনেছে বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড। নতুন এ মোটরসাইকেলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির হাই-পারফরম্যান্স অভিজ্ঞতা পাবেন চালকেরা। সম্প্রতি মোটরসাইকেলটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের এমডি ও সিইও শিগেরু মাৎসুজাকি এবং প্রধান বিপণন কর্মকর্তা শাহ মুহাম্মদ আশেকুর রহমান। দেশব্যাপী হোন্ডার সব অনুমোদিত ডিলার বিক্রয়কেন্দ্রে চার রঙের মোটরসাইকেলটি পাওয়া যাচ্ছে। **বিজ্ঞপ্তি**

টিকা পেতে অভিযান পরিকল্পনা

যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন করোনার টিকা পেতে নেদারল্যান্ডসে অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। রয়টার্স

সংক্ষেপে

নেপাল

বন্যা-ভূমিধসে নিহত ১০

নেপালে বন্যা ও ভূমিধসে কমপক্ষে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন ১৮ জন। গতকাল শনিবার দেশটির কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। প্রবল বর্ষণে শুক্রবার থেকে রাজধানী কাঠমান্ডুসহ দেশটির বিভিন্ন অংশ প্লাবিত হয়েছে, উপচে পড়ছে অনেক নদ-নদীর পানি। নেপালের জাতীয় দুর্যোগ প্রশমন ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র বসন্ত অধিকারী জানিয়েছেন, বন্যাদুর্গতের উদ্ধারে বিভিন্ন সংস্থা ও স্থানীয় উদ্ধারকারীদের সঙ্গে পুলিশ কাজ করছে। তিন হাজারের বেশি নিরাপত্তাকর্মী হেলিকপ্টার ও যন্ত্রচালিত নৌকা নিয়ে উদ্ধার তৎপরতায় যোগ দিয়েছেন। অন্তত আটটি স্থানে ভূমিধসে রাস্তা বন্ধের ঘটনা ঘটেছে।
এএফপি, *কাঠমান্ডু*

যুক্তরাষ্ট্র

ঘূর্ণিঝড় হেলেনের তাণ্ডবে মৃত্যু বেড়ে ৪৫

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আঘাত হানা দেশটির ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী হারিকেন 'হেলেন'-এর তাণ্ডবে অন্তত ৪৫ জন মারা গেছেন। গত শুক্রবার দেশটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপকূলের লাখো মানুষ বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন ছিলেন। ৪ ক্যাটাগরির এই ঘূর্ণিঝড় গত বৃহস্পতিবার রাতে ফ্লোরিডায় ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়ে জর্জিয়া ও নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের ভূভাগে প্রবেশ করেছে। হেলেনের তাণ্ডবে কোটি কোটি ডলারের ক্ষতি হতে পারে বলে জানিয়েছে বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টারের তথ্য, হেলেনের প্রভাবে ফ্লোরিডা উপকূলের কোথাও কোথাও ১৫ ফুটের বেশি উঁচু জলোচ্ছ্বাস হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানা হারিকেনগুলোর মধ্যে শক্তির বিবেচনায় হেলেন ১৪তম।
বিবিসি

পাকিস্তান

পিটিআইয়ের বিক্ষোভ ঘিরে ১৪৪ ধারা

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পিটিআইয়ের বিক্ষোভ সমাবেশকে কেন্দ্র করে রাওয়ালপিন্ডিতে দুই দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছে পাঞ্জাব সরকার। গতকাল শনিবার রাওয়ালপিন্ডি শহরে এ বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছিল পিটিআই। পাঞ্জাবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ১৪৪ ধারা জারি করে বলা হয়েছে, শনিবার ও রোববার রাওয়ালপিন্ডি বিভাগে (ডিভিশন) সব ধরনের রাজনৈতিক সমাবেশ, অবস্থান ধর্মঘট, বিক্ষোভ ও এ ধরনের সব কর্মসূচির ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে। রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছিল পিটিআই। তবে পরে দলটির পক্ষ থেকে সমাবেশ বাতিল করে বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পাঞ্জাবের প্রাদেশিক সরকার ১৪৪ ধারি জারি করে।
জিও নিউজ, *রাওয়ালপিন্ডি*

গার্ডিয়ানের ১০ দিনের জরিপ

কমলা হ্যারিস ৪৮.২%

ডোনাল্ড ট্রাম্প ৪৪.৪%

তথ্যসূত্র : দ্য গার্ডিয়ান

কমলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধান বাড়িয়ে রাখা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

ভোটের ফলাফল নির্ভর করছে গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোতে কে জিতবেন, তার ওপর।

দ্য গার্ডিয়ান

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোতে জরিপে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তবে অধিকাংশ জনমত জরিপের গড় হিসাব ধরলে ট্রাম্পের চেয়ে ব্যবধান বাড়িয়ে নিয়েছেন কমলা হ্যারিস। যুক্তরাজ্যের *দ্য গার্ডিয়ান*-এর নতুন জরিপে দেখা গেছে, ট্রাম্পের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন কমলা। ১০ দিনের এ জরিপে কমলার সমর্থন ৪৮ দশমিক ২ শতাংশ আর ট্রাম্পের ৪৪ দশমিক ৪ শতাংশ; অর্থাৎ ট্রাম্পের চেয়ে ৩ দশমিক ৬ পয়েন্টে এগিয়ে কমলা। এক সপ্তাহ আগে কমলা যে অবস্থানে ছিলেন, এ সপ্তাহে তার চেয়ে ১ পয়েন্ট এগিয়েছেন। তবে সাম্প্রতিক অধিকাংশ জরিপে তাঁর ধারাবাহিক সমর্থন থাকতে দেখা গেছে।

কমলার এই ধারবাহিকতার দিকটির পরিপ্রেক্ষিতে জরিপ বিশ্লেষণকারী ওয়েবসাইট ফাইভ থার্টি এইট গত শুক্রবার কমলাকে ২ দশমিক ৯ পয়েন্টে এগিয়ে রাখে, যা *গার্ডিয়ান*-এর চেয়ে কিছুটা কম। এই সাইটে বলা হয়, আগামী ৫ নভেম্বরের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমলার জেতার সম্ভাবনা ৫৮ শতাংশ আর ট্রাম্পের ৪২ শতাংশ।

জরিপের বিষয়টি জাতীয় জনমতের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও ভোটের ফলাফল নির্ভর করছে গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোতে কে জিতবেন, তার ওপর। তবে জাতীয় জরিপে কমলার সামান্য এগিয়ে থাকার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। জরিপ অনুযায়ী, কমলা জনপ্রিয় ভোটে জিততে পারেন। অতীতেও ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থীরা ছয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মধ্যে পাঁচবার জনপ্রিয় ভোটে এগিয়ে থেকেছেন। তারপরও দুবার রিপাবলিকানরা জয় ছিনিতে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

এ পরিস্থিতিতে ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হিলারি ক্লিন্টনের চেয়ে ভোট কম পেয়েও পেনসিলভানিয়া, মিশিগান ও উইসকনসিনে জিতে প্রেসিডেন্ট হন ট্রাম্প। ওই পরিস্থিতি আবার ফিরতে পারে বলে ডেমোক্র্যাট সমর্থকদের মনে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

সিএনএনের ডেটা এনালিস্ট হ্যারি এনটেন অবশ্য কমলার জন্য ভালো ফলের কথা বলছেন। তবে সিএনএনের জরিপে কমলা মাত্র এক পয়েন্টে ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে। অবশ্য অন্য অনেক জরিপে কমলা ছয় পয়েন্ট পর্যন্ত এগিয়ে।

এনটেন বলেন, 'আমরা এসব জাতীয় জরিপ নিয়ে কথা বলি, কিন্তু শেষ কথা হলো ২৭০ ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পাওয়ার লড়াই। ট্রাম্পের এ ক্ষেত্রে সুবিধা থাকলেও জাতীয় ভোটে বড় ব্যবধানে কমলা এগিয়ে গেলে ট্রাম্পের সে সুবিধা উধাও হয়ে যাবে।'

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, নির্বাচনের শেষ সময়ে এসে কমলা ও ট্রাম্প জোরেশোরে প্রচারণা চালাচ্ছেন। তাঁর অভিবাসন নীতি নিয়ে ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা চালাচ্ছেন। কমলা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনসংক্রান্ত বিধি কঠোর করা এবং সীমান্ত দিয়ে ফেন্টানিল মাদকের প্রবেশ ঠেকানো তাঁর প্রধান অগ্রাধিকারের বিষয়। গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্ত পরিদর্শনের পর এ কথা বলেন তিনি। ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা শুরুর পর এটি ওই এলাকায় কমলার প্রথম সফর।

শুক্রবার অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের সীমান্তবর্তী শহর ডগলাসে বক্তব্য দেন কমলা। ডগলাসে বাসিন্দার সংখ্যা ১৭ হাজারের কম। বক্তব্যে কমলা অভিযোগ করেন, মার্কিন নাগরিকদের জীবনে অভিবাসীদের প্রভাব নিয়ে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প আতঙ্ক আর বিভাজনের উত্তাপ ছড়াচ্ছেন।

এদিকে নিয়মবহির্ভূত অভিবাসনের ক্রমবর্ধমান প্রবণতার জন্য গতকাল কমলা হ্যারিসকে দায়ী করেছেন ট্রাম্প। ম্যানহাটনের ট্রাম্প টাওয়ারে দেওয়া বক্তব্যে ট্রাম্প বলেন, 'এই ধ্বংসের স্থপতি কমলা হ্যারিস। কীভাবে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করতে চান, এ সম্পর্কে তিনি কথা বলেই যাচ্ছেন। আমরা কেবল জানতে চাই, কেন তিনি চার বছর আগে কাজটি করেননি? এটা একটা খুব সাধারণ প্রশ্ন।'

কমলা যুক্তরাষ্ট্রের ছোট শহরগুলোকে শরণার্থীশিবিরে পরিণত করবেন বলেও অভিযোগ করেন ট্রাম্প। এদিকে গত মাসে রয়টার্স/ইপসোসের করা এক জরিপে দেখা গেছে, অভিবাসন বিষয়ে ৪৩ শতাংশ ভোটার ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছেন। আর কমলাকে সমর্থন দিয়েছেন ৩৩ শতাংশ ভোটার।

জাতিসংঘে ভাষণ

কাশ্মীর নিয়ে শাহবাজের কঠোর হুঁশিয়ারি, পাল্টা জবাব দিল্লির

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

শাহবাজ শরিফ

জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ অধিবেশনে গত শুক্রবার ভারতকে হুঁশিয়ার করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, যেকোনো আগ্রাসনের উপযুক্ত জবাব দিতে তাঁরা প্রস্তুত। তিনি বলেন, ভারত শান্তির পথ পরিত্যাগ করেছে। সেই পথে তারা হাঁটতে চায় না। তারা জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এসেছে।

শাহবাজ শরিফ বলেন, কাশ্মীরি জনগণ মিথ্যা ভারতীয় পরিচয় প্রত্যাখ্যানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভারতও তাদের ওপর প্রতি মুহূর্তে অত্যাচার চালাচ্ছে। সেনার সংখ্যা বাড়িয়েই চলেছে। 'আজাদ কাশ্মীরের' সীমানা লঙ্ঘন করে প্রায়ই। শাহবাজ শরিফ বলেন, ভারতীয় আগ্রাসনে কঠোর জবাব দিতে পাকিস্তান প্রস্তুত।

এই মুহূর্তে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার নির্বাচন পর্ব চলছে। তিন দফার ভোট পর্বের দুই দফা নির্বিঘ্নে কেটেছে। শেষ দফার ভোট আগামী ১ অক্টোবর। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপির কট্টরপন্থী নেতা যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, ভোট মিটলে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের ভারতভুক্তির দিকে নজর দেওয়া হবে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে কাশ্মীরে গণভোটের আয়োজন ও ৩৭০ অনুচ্ছেদ ফিরিয়ে আনার দাবি জানান। কাশ্মীরের সঙ্গে ফিলিস্তিনেরও তুলনা টানেন তিনি। শাহবাজ বলেন, ভারতে 'ইসলামোফোবিয়ার' উদ্বেগজনক ছবি ধরা পড়ছে।

জাতিসংঘের আসরে কাশ্মীরের অবতারণা করা পাকিস্তান প্রায় বার্ষিক নিয়ম করে তুলেছে। সেই সব অভিযোগের জবাবও নিয়মিত দিয়ে আসছে ভারত। শুক্রবারও 'জবাব দেওয়ার অধিকার' অনুযায়ী সরব হন জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী মিশনের প্রথম সচিব ভাবিকা মঙ্গলানন্দন। তিনি বলেন, গোটা দুনিয়া জানে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদকে হাতিয়ার করে আসছে পাকিস্তান। তাদের আমদানি করা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে আপস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না; বরং তাদের বোঝা উচিত, সন্ত্রাসবাদ চালানোর ফল তাদেরই ভুগতে হবে।

সম্পর্ক উন্নয়নে ভারত সফরে যাচ্ছেন মুইজ্জু, বরফ গলছে

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

মোহামেদ মুইজ্জু

সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করেছিল কিছুদিন আগেই। এবার দ্বিপক্ষীয় সফরে ভারতে আসার কথা মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জুর। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী, সবকিছু ঠিকমতো এগোলে আগামী অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই মুইজ্জু দিল্লি আসতে পারেন। সফরের সম্ভাব্য তারিখ ৭ থেকে ৯ অক্টোবর। অবশ্য দুই দেশের সুবিধা অনুযায়ী সেই তারিখ চূড়ান্ত করা হবে।

প্রবল ভারতবিরোধিতা ও 'আউট ইন্ডিয়া' আন্দোলনের ঢেউয়ে চেপে গত বছরের নভেম্বর মাসের নির্বাচনে মুইজ্জু প্রেসিডেন্ট হন। প্রেসিডেন্ট হয়েই তিনি সে দেশে অবস্থানকারী ৮৮ জন ভারতীয় সেনাকে দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রথানুযায়ী মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট প্রথম বিদেশ সফর হিসেবে সব সময় ভারতকেই বেছে নেন।

ইসরায়েলি হামলায় ১১ মাসে প্রাণ হারালেন যত নেতা

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত

গুপ্তহত্যাসহ নানা কৌশলে ইরানের শীর্ষ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে তাঁদের সমর্থিত সংগঠনগুলোর নেতাদের হত্যা করে চলেছে ইসরায়েল।

ইসমাইল হানিয়া

রেজা জাহেদি

ফুয়াদ শোকর

ইব্রাহিম আকিল

রয়টার্স

ইসরায়েলি হামলায় মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র সংগঠন হামাস ও হিজবুল্লাহর অনেক নেতা নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলি বাহিনী বোমা হামলা, গুপ্তহত্যাসহ নানা কৌশলে ইরানের শীর্ষ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে তাঁদের সমর্থিত সংগঠনগুলোর নেতাদের হত্যা করে চলেছে। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর থেকে হামাস ও হিজবুল্লাহ নেতাদের হত্যার সংখ্যা বেড়ে গেছে। গত ১১ মাসে ইসরায়েলের হাতে নিহত হামাস ও হিজবুল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক :

৩১ অক্টোবর ২০২৩: ইব্রাহিম বিয়ারিকে হত্যা করে ইসরায়েল। হামাসের কেন্দ্রীয় জাবালিয়া ব্যাটালিয়নের কমান্ডার ছিলেন তিনি। ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর অভিযানে উত্তর গাজা উপত্যকায় তিনি নিহত হন।

২৫ ডিসেম্বর ২০২৩: রাজি মুসাভি নিহত হন। ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড কোরের একজন উচ্চপদস্থ জেনারেল মুসাভি সিরিয়া এবং ইরানের মধ্যে সামরিক জোট সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন। দামেস্কে বিমান হামলায় নিহত হন।

২ জানুয়ারি ২০২৪: সালেহ আল-আরৌরি নিহত হন। হামাস জ্যেষ্ঠ নেতা সালেহ সামরিক শাখার একজন প্রতিষ্ঠাতা কমান্ডার এবং হামাস ও হিজবুল্লাহর মধ্যে প্রধান যোগাযোগকারী ছিলেন। বৈরুতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত হন।

১০ মার্চ ২০২৪: নুসরেইত শরণার্থীশিবিরের নিচে টানেলে বোমা হামলায় নিহত হন হামাসের ডেপুটি কমান্ডার মারওয়ান ইসা। তাঁকে ইসরায়েলে ৭ অক্টোবর হামলার মাস্টারমাইন্ড বলা হয়।

১ এপ্রিল ২০২৪: ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মোহাম্মদ রেজা জাহেদি ইসরায়েলি হামলায় নিহত হন। দামেস্কে ইরানি দূতাবাসে হামলায় তিনি নিহত হন।

১৩ জুলাই ২০২৪: ইসরায়েলে ৭ অক্টোবরের হামলার আরেক মাস্টারমাইন্ড মোহাম্মদ দায়েফ খান ইউনিসে এক বোমা হামলায় নিহত হন। এ বোমা হামলায় আরও ৯০ জন নিহত হয়েছিলেন।

৩০ জুলাই ২০২৪: লেবাননের রাজধানী বৈরুতে হিজবুল্লাহ কমান্ডার ফুয়াদ শোকরকে লক্ষ্য করে ইসরায়েল বিমান হামলা চালায়। ওই হামলায় তিনি নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী।

৩১ জুলাই ২০২৪: ইরানে ইসরায়েলি হামলায় নিহত ইসমাইল হানিয়া ছিলেন হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান। ইরানের নতুন প্রেসিডেন্টের অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পর তেহরানে যে বাড়িতে অবস্থান করছিলেন, সেখানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত হন তিনি।

২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪: ইসরায়েলের বিমান হামলায় বৈরুতে ইব্রাহিম আকিল নামের হিজবুল্লাহর এক জ্যেষ্ঠ কমান্ডার নিহত হন।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪: রাজধানী বৈরুতে হিজবুল্লাহর কমান্ড সেন্টারে বিমান হামলায় নিহত হন হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহ।

৮০-তেও বিশ্বসুন্দরী হতে চান

সিএনএন

চোই সুন-হাওয়া

বয়স শুধু একটি সংখ্যা। প্রমাণ করেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার ৮০ বছর বয়সী নারী চোই সুন-হাওয়া। এ বয়সে তিনি মিস ইউনিভার্স কোরিয়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছেন। মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা ১৯৫২ সালে প্রথম শুরু হওয়ার এক দশক আগে জন্ম চোইয়ের। তিনিই এখন এ প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বয়স্ক প্রতিযোগী হিসেবে রেকর্ড গড়তে পারেন।

চলতি সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে মিস ইউনিভার্স কোরিয়া প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত প্রতিযোগীদের একজন হিসেবে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। আগামীকাল সোমবার তিনি ৩১ জন প্রতিযোগীর সঙ্গে সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিজয়ীর মুকুটের লড়াইয়ে নামছেন। তিনি জয়ী হলে আগামী নভেম্বরে মেক্সিকোতে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবেন।

মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএনকে চোই বলেন, 'আমি বিশ্বকে হতবাক করে দিতে চাই। অনেকের প্রশ্ন থাকে, ৮০ বছর বয়সী একজন কীভাবে এত সুস্থ থাকেন? কীভাবে তিনি শরীর ঠিক রাখেন বা তিনি কী ধরনের খাবার খান? সাধারণত বয়স বাড়তে থাকলে ওজন বেড়ে যায়। তাই আমি দেখাতে চাই, আমাদের বয়স হয়ে গেলেও কীভাবে আমরা সুস্থ জীবন যাপন করতে পারি।'

চোই ইতিমধ্যে কোরিয়ার ফ্যাশন দুনিয়ায় পরিচিত নাম। ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত হাসপাতালে কাজ করে অবসরে যান তিনি। এরপর অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে ৭২ বছর বয়সে মডেলিং শুরু করেন তিনি।

ক্যাম্পবেল বাদ

অব্যবস্থাপনার অভিযোগে দাতব্য সংস্থার ট্রাস্টি বোর্ড থেকে বাদ পড়েছেন মডেল নওমি ক্যাম্পবেল। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

তিন ভূমিকায় জোভান

কোটি ভিউ অতিক্রম করল ফারহান আহমেদ জোভান ও তানজিম সাইয়ারা তটিনী জুটির নতুন রোমান্টিক নাটক *বৃষ্টিতে দেখা*। নাটকটিতে অভিনয়ের পাশাপাশি গল্প ও চিত্রনাট্যও লিখেছেন জোভান। নাটকটি পরিচালনা করেছেন মীর আরমান হোসেন। **বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

জোভান। ছবি : শিল্পীর ফেসবুক থেকে

ওটিটিতে ‘উলঝ’

গত শুক্রবার নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে জাহ্নবী কাপুর অভিনীত ছবি *উলঝ*। স্পাই থ্রিলার ছবিটি গত ২ আগস্ট বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছিল। বক্স অফিসে সেভাবে ব্যবসা করতে না পারলেও জাহ্নবী কাপুর ও গুলশান দেবাইয়ার অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল। **প্রতিনিধি**, মুম্বাই

উলঝ-এ জাহ্নবী। ছবি : আইএমডিবি

আরেকটি সম্মাননা

চলচ্চিত্র অবদানের জন্য সান সেবাস্তিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন নন্দিত স্প্যানিশ নির্মাতা পেড্রো আলমোদোভার। গত বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর হাতে এ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর ৭৫ বছরে পা দিয়েছেন পেড্রো। চলতি বছর ভেনিস উৎসবের স্বর্ণ সিংহও উঠেছে তাঁর হাতে। **বিনোদন ডেস্ক**

পেড্রো আলমোদোভার। ছবি : এএফপি

টিজার এল

আনিস বাজমি পরিচালিত *ভুলভুলাইয়া ৩* ছবির টিজার মুক্তি পেয়েছে গত শুক্রবার। নতুন কিস্তিতে ফিরেছেন বিদ্যা বালান। টিজার শুরুই হয়েছে বিদ্যার কণ্ঠে বাংলা সংলাপ দিয়ে। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম ছবিতে ছিলেন বিদ্যা বালান, তৃতীয় কিস্তিতে ‘মঞ্জুলিকা’ চরিত্রে ফিরছেন তিনি। ছবিটিতে আরও আছেন কার্তিক আরিয়ান। অতিথি চরিত্রে মাধুরী দীক্ষিত। ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে আগামী ১ নভেম্বর। **প্রতিনিধি**, মুম্বাই

কার্তিক আরিয়ান। ছবি : আইএমডিবি

‘নিকেল বয়েজ’ দিয়ে শুরু

গত শুক্রবার শুরু হয়েছে ৬২তম নিউইয়র্ক চলচ্চিত্র উৎসব। তরুণ নির্মাতা রামেল রোজের সিনেমা *নিকেল বয়েজ*-এর প্রদর্শনী দিয়ে শুরু হয়েছে এবারের আয়োজন। কলসন হোয়াইটহেডের পুলিৎজার পাওয়া উপন্যাস থেকে সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে। উৎসবে প্রধান শাখায় ৩১টি সিনেমা প্রতিযোগিতা করছে। স্পটলাইট শাখায় ১৬টি ও কারেন্টস শাখায় ১২টি সিনেমা দেখানো হবে। উৎসব শেষ হবে আগামী ১৪ অক্টোবর। **বিনোদন ডেস্ক**

ছবিগুলো কি এবার আলোর মুখ দেখবে

আটকে থাকা সিনেমা

বছরের পর বছর ধরে সেন্সর বোর্ডে আটকে আছে সিনেমাগুলো, নানা অজুহাতে মুক্তির ছাড়পত্র পায়নি। তবে সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠিত হওয়ায় তৈরি হয়েছে নতুন আশা। আটকে থাকা আট ছবির খবর নিয়েছেন **মনজুর কাদের**

মর থেংগারি, *নমুনা* ও *শনিবার বিকেল*-এর দৃশ্য। কোলাজ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, *নমুনা*, *রানা প্লাজা*, *অমীমাংসিত*, *শনিবার বিকেল*, *মেকআপ*, *আমার বাইসাইকেল-মর থেংগারি*সহ আটটি ছবি আটকে আছে। কোনো ছবি ১৫ বছরে মুক্তি দিতে পারেননি পরিচালক। সেন্সর প্রথা বিলুপ্ত হয়ে এরই মধ্যে সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠিত হয়েছে। প্রযোজক-পরিচালকেরা অপেক্ষায় আছেন, আটকে থাকা ছবিগুলো এবার মুক্তির অনুমতি পাবে।

সার্টিফিকেশন বোর্ডের সদস্য হওয়ার পরই ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে পরিচালক খিজির হায়াত খান লিখেছেন, ‘আটকে থাকা সিনেমা মুক্তি দেওয়ার জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা থাকবে।’ গতকাল শনিবার দুপুরে খিজির হায়াত খান বললেন, ‘আমরা আটকে থাকা ছবিগুলো নিয়ে দ্রুত কাজ করতে চাই। এখানে কিছু ব্যাপার আছে, কিছু ছবি আদালতে আছে, কিছু আপিল বোর্ডে। এখনো আপিল বোর্ড গঠন হয়নি। যে ছবিগুলো আদালত ও আপিল বোর্ড ছাড়া আমাদের কাছে আসবে, সেসব ছবি আমরা দেখব। দ্রুত যাতে ছবিগুলো আলোর মুখ দেখে সে ব্যবস্থা করব।’

১৫ বছর আগে সরকারি অনুদানে *নমুনা* তৈরি করেন এনামুল করিম নির্ঝর। প্রথম ছবি *আহা* জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার পর *নমুনা*র জন্য অনুদান পান তিনি। বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে ছবিটি তৈরি হয়েছে। এভাবে সেন্সর বোর্ডে ছবি আটকে থাকাটা পরিচালকের জন্য হতাশার ছিল। তাই তো একটা সময় পর ছবিটি প্রসঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেন পরিচালক। এই পরিচালক বললেন, ‘আগেও বলেছি, আবারও বলছি, পরিস্থিতি বুঝে তারপর সিদ্ধান্ত নেব। কখনো সত্যিকারের গণতান্ত্রিক পরিবেশ আসে, তাহলে অবশ্যই একটা উদ্যোগ নেব। এ ছাড়া আর কিছু বলার নেই।’

‘আশা করছি, ছাড়পত্র পেতে এখন সমস্যা হবে না’

রায়হান রাফীর ওয়েব ফিল্ম *অমীমাংসিত* প্রদর্শন উপযোগী নয় বলে মাস তিনেক আগে জানায় তৎকালীন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড। গতকাল রাফী *প্রথম আলো*কে বললেন, দু-এক দিনের মধ্যে ছবিটি সার্টিফিকেশন বোর্ডে জমা দেবেন। ছাড়পত্র পেলেই মুক্তির দিনক্ষণ চূড়ান্ত করবেন।

কয়েক দফা সেন্সর বোর্ড ও আইন আদালতের জটিলতা পেরিয়ে মুক্তির জন্য প্রস্তুত ছিল সাভারের রানা প্লাজা ধসের ঘটনা নিয়ে নির্মিত সিনেমা *রানা প্লাজা*। ২০১৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর মুক্তির তারিখও চূড়ান্ত হয়। মুক্তির আগের দিন সন্ধ্যায় পরিচালক জানতে পারেন, ছবির মুক্তিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন হাইকোর্ট। দীর্ঘ ৯ বছরেও ছবিটি মুক্তি পায়নি। পরিচালক নজরুল ইসলাম খান এরই মধ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বলে জানালেন। গতকাল তিনি বললেন, ‘কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আমার বক্তব্য জানিয়েছি। তাঁরা আমাকে লিখিতভাবে সব বিষয় জানাতে বলেছেন। খুব শিগগিরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। ছবিটা আমি দ্রুতই দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।’

দুই বছর আগে অনন্য মামুনের ছবি *মেকআপ* দেখার পর প্রদর্শন উপযোগী নয় বলে জানিয়ে দেয় তৎকালীন সেন্সর বোর্ড। দেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনের মানুষকে দৃষ্টিকটুভাবে উপস্থাপনের অভিযোগে ছবিটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে জানান সদস্য খোরশেদ আলম খসরু। গতকাল শনিবার ছবির পরিচালক জানালেন, ‘সোমবারের মধ্যে আমার ছবিটি আবার জমা দেব। আশা করছি, ছাড়পত্র পেতে এখন আর সমস্যা হবে না।’

‘পরিবর্তনের নমুনা আমরা দেখতে চাই’

সেন্সর বোর্ডে ৯ বছর ধরে আটকে আছে চাকমা ভাষায় নির্মিত বাংলাদেশের প্রথম সিনেমা *আমার বাইসাইকেল-মর থেংগারি*। নির্মাতা *প্রথম আলো*কে জানান, ২০১৫ সালের মে মাসে সিনেমাটি সেন্সর বোর্ডে জমা দিয়েছেন; মাঝে ৯ বছর পেরোলেও সেন্সর ছাড়পত্র মেলেনি। গতকাল দুপুরে তিনি বললেন, ‘এখন যেহেতু সার্টিফিকেশন বোর্ড হয়েছে, সবাই পরিবর্তনও চাইছে, সেই পরিবর্তনের নমুনা আমরা দেখতে চাই। ছবিটি যত দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করবে, ততই ভালো লাগবে। দর্শকের জন্য ছবিটা বানিয়েছি, দর্শকদের দেখার ব্যবস্থা করে দিক।’

প্রথম সিনেমা ছাড়পত্র না পেলেও দ্বিতীয় সিনেমা *দ্য লাস্ট পোস্ট অফিস* বানিয়ে এরই মধ্যে মুক্তি দিয়েছেন অং রাখাইন।

মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর *শনিবার বিকেল* মুক্তির দাবিতে গত বছর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তুমুল আলোচনা হয়। *প্রথম আলো*কে মাস দেড়েক আগে পরিচালক ফারুকী বলেছিলেন, ‘কোনো ছবিই আটকে রাখা যাবে না। এই যে ছবি আটকানোর সংস্কৃতি, মানুষের মুখ বন্ধ করার সংস্কৃতি, সংবাদমাধ্যমের গলা চেপে ধরার সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র নির্মাতার গলা চেপে ধরার সংস্কৃতি—এসব সংস্কৃতি থেকে বাংলাদেশকে বের হয়ে আসতে হবে।’ এ ব্যাপারে গতকাল ফারুকীর সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

সার্টিফিকেশন বোর্ডের একাধিক কর্মকর্তার সূত্রে জানা গেছে, আদালত ও আপিল বোর্ডে আটকে থাকা ছবি আগে রিভিউ করা হবে। এরপর নিষ্পত্তির ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে। কিছু ছবি সার্টিফিকেশন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে আছে। এরই মধ্যে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আয়োজিত প্রথম সভায় আটকে থাকা ছবিগুলো সার্বিক অবস্থা দেখে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।

নাটক গেল দর্শকের কাছে

মঞ্চনাটক

মাসুম আলী, *ঢাকা*

ঢাকার মঞ্চে এসেছে আরেকটি নতুন নাটক। গত শুক্রবার ও গতকাল শনিবার দর্শক দেখেছেন প্রচণ্ড কালেকটিভ-এর প্রথম প্রযোজনা *প্রায় তিন/চারজন*। নামের মতোই পরিবেশনাসহ নানা দিক থেকে এটি ছিল ব্যতিক্রমী এক উদ্যোগ। যেখানে দর্শক নাটকের কাছে না, বরং নাটকই গেছে দর্শকের কাছে। আয়োজকেরা বলছেন, নাটকটি গণমানুষের নাটক, গণমানুষের টাকায় করা। নাটকটি লিখেছেন জাহিদ সোহাগ, পরিচালনা করেছেন সরওয়ার জাহান।

২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চে *প্রায় তিন/চারজন* নাটকের মোট চারটি প্রদর্শনী হয়। ৪৫ মিনিটের এ নাটক দেখতে আক্ষরিক অর্থেই উপচে পড়া ভিড় ছিল। টিকিটের মূল্য হিসেবে ১০ টাকার ঊর্ধ্বে যা ইচ্ছা, এমনটাই ছিল প্রচণ্ড কালেকটিভের ঘোষণা। দর্শকও সাধ্যমতো অর্থ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তমঞ্চে নাটক দেখেছেন। তবে এমন না যে টিকিট কাটা বাধ্যতামূলক ছিল, বিনা মূল্যেও দেখেছেন বহু লোক। অর্থাৎ সব মিলে গণমানুষের জন্য মুক্ত ছিল নাটকের মঞ্চায়ন।

নাটকের উৎসর্গের বিষয়টিও দর্শকের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। প্রদর্শনীর আগে দলের সদস্য সায়রাত সালেকিনের ঘোষণা ছিল এমন, ‘আমাদের এই নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে জুলাই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যেক শহীদকে; ১৫-১৬ বছর ধরে গুম হয়ে যাওয়া সবাইকে ও তাঁদের পরিবার ছাড়াও আমাদের জীবনের সব নাম না-জানা অনিশ্চয়তা-শূন্যতা ও হাহাকারকে।’ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চে হলেও দুই দিনের চার প্রদর্শনীতে বৈচিত্র্যপূর্ণ দর্শকের উপস্থিতি ছিল। শিক্ষার্থী যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন চল্লিশোর্ধ্ব চাকরিজীবী। নাটক দেখতে এসেছিলেন একেবারেই শ্রমজীবী মানুষও।

সায়রাত সালেকিন বলেন, ‘আমরা দর্শকের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। সেগুলো আমাদের টিমের সদস্যরা সংগ্রহ করছেন।’

বছরখানেক আগে লেখা হলেও দেখতে দেখতে এক পর্যায়ে মনে হয়েছে, এই জুলাই কিংবা আগস্ট মাসেই বুঝি নাটকটির জন্ম। কখনো রূপকে, কখনো বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে নাটকে এসেছে নানা ঘটনা, মুহূর্ত। উঠে এসেছে রাষ্ট্রীয় গুম-খুন-শোষণ-নিপীড়ন, সহিংসতা, আপনজন হারানো, আপনজনদের জীবিত ফিরে পাওয়ার বিরামহীন আকুতি।

নাটকের নামটাও এমন অনির্দিষ্ট কেন, জানতে চেয়েছি নাট্যকারের কাছে। তাঁর ভাষ্য, ‘বিভিন্ন ঘটনার নানা পক্ষ থাকে। নিখোঁজ বা গুম, মৃত্যু, আহতের সংখ্যা একেক পক্ষ একেক রকম তথ্য দেয়। আমাদের নাটকেও এসব নিয়ে ভিন্নভাবে বলা হয়েছে। এ বিবেচনায় নামটি দিয়েছি *প্রায় তিন/চারজন*, মানে সংখ্যাটি চূড়ান্ত বা সঠিক নয়।

মঞ্চনাটককে শিল্পকলা বা চারদেয়ালের বাইরে নিয়ে যেতে চাচ্ছে প্রচণ্ড কালেকটিভ। এ কারণে মিলনায়তনের মঞ্চ উপযোগী হলেও নাটকটি মঞ্চায়নের জন্য উন্মুক্ত স্থানকেই বেছে নিয়েছে নতুন এই দল। তারা বলছে, আলোচনা ও সমালোচনার দ্বার সবার জন্যই উন্মুক্ত। দর্শক আসুক, নাটকটা দেখুক।

প্রচণ্ড কালেকটিভের প্রথম প্রযোজনা *প্রায় তিন/চারজন* নাটকের দৃশ্য। ছবি : দলের সৌজন্যে

বলী সিনেমার পোস্টার

‘বলী’ কেন তাড়াহুড়া করে মুক্তি পেল

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশে মুক্তির আগেই কানাডায় মুক্তি পেয়েছে ইকবাল হোসাইন চৌধুরীর সিনেমা *বলী (দ্য রেসলার)*। শুক্রবার থেকে কানাডার সেন্ট্রাল পার্ক সিনেমাজের একটি প্রেক্ষাগৃহে চলছে বাংলাদেশের এই ছবি। ২৮তম বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের নিউ কারেন্টস শাখায় সর্বোচ্চ পুরস্কার জেতার পর থেকে সিনেমাটি নিয়ে দেশি দর্শকদের আগ্রহ ছিল। কিন্তু সেই সিনেমাটি প্রচার-প্রচারণা ছাড়াই হঠাৎ করে কেন মুক্তি পাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে অস্কারের প্রিভিউ কমিটিতে সিনেমাটি জমা দিতেই স্বল্প পরিসরে মুক্তি পাচ্ছে *বলী*।

বাংলাদেশ থেকে অস্কারের বিদেশি শাখায় সিনেমা মনোনীত করার জন্য একটি প্রিভিউ কমিটি আছে। সেই কমিটির তথ্যমতে, অস্কারে জমা দেওয়ার জন্য এখন পর্যন্ত শুধু *বলী* বুঝে পেয়েছে তারা। আরও কিছু সিনেমা শিগগিরই পাবেন। পরে প্রিভিউ করে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন। অস্কারের শর্ত পূরণের জন্যই কানাডায় মুক্তি পেয়েছে *বলী*। সিনেমার পরিচালক ইকবাল হোসাইন চৌধুরী কানাডা থেকে গতকাল হোয়াটসঅ্যাপে বলেন, ‘সিনেমাটি আমরা সীমিত পরিসরে মুক্তি দিচ্ছি। সপ্তাহ ধরে কানাডার দর্শক সিনেমাটি দেখতে পারবেন।’

দেশে কবে মুক্তি পাবে, জানতে চাইলে ইকবাল হোসাইন চৌধুরী বলেন, ‘সিনেমাটি আমরা বাংলাদেশের সেন্সর বোর্ডেও জমা দিয়েছি। সেন্সর পাওয়ার পরই দ্রুততম সময়ের মধ্যে এটা বাংলাদেশে মুক্তি পাবে। সেখানেও হয়তো স্বল্প সময়ের জন্য চলবে। তবে সিনেমাটি নিয়ে আমাদের আরও বড় পরিসরে মুক্তির চিন্তা রয়েছে।’

ইকবাল হোসাইন চৌধুরী। ছবি : নির্মাতার সৌজন্যে

গত জুনে চীনের সাংহাই চলচ্চিত্র উৎসবে ইন্টারন্যাশনাল প্যানোরামায় অংশ নেয় *বলী*। এ ছাড়া শুটিংয়ের আগেই প্রশংসিত হয় *বলী*র গল্প ও চিত্রনাট্য। বিশ্বের প্রথম সারির চলচ্চিত্র ফান্ডের একটি হুবার্ট বলস ফান্ডের প্রাথমিক বাছাইয়ে মনোনীত হয় সিনেমার চিত্রনাট্য। ভারতের এনএফডিসি ফিল্ম বাজার কো-প্রোডাকশন মার্কেটেও নির্বাচিত হয় *বলী*। বাংলাদেশের বলী খেলাকে কেন্দ্র করেই সিনেমার গল্প। সিনেমাটি সম্পর্কে বুসান উৎসবের নিউ কারেন্টস বিভাগের বিচারকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, ইকবাল হোসাইন চৌধুরীর দ্য রেসলার দুর্দান্ত এক সিঙ্গেল রাউন্ড ম্যাচ, যেখানে জাদুকরিভাবে গল্প বলা হয়েছে।

বলী সরকারি অনুদানের ছবি। ছবিটির প্রযোজক পিপলু আর খান। সহ-প্রযোজক হিসেবে আছেন সাইফুল আজিম ও গাউসুল আলম শাওন। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। সাগরপাড়ের এক খ্যাপাটে জেলের চরিত্রে তাঁকে দেখা গেছে। আরও অভিনয় করেছেন প্রিয়াম অর্চি, অ্যাঞ্জেল নূর, এ কে এম ইতমাম প্রমুখ।

এবার কি অস্কার পাবেন সার্শা

হলিউড

বিনোদন ডেস্ক

সার্শা রোনানকে এই সময়ের অন্যতম সেরা অভিনেত্রী মনে করেন সমালোচকেরা। বিশ্ব চলচ্চিত্রের যাঁরা খোঁজখবর রাখেন, *ব্রুকলিন*, *লেডি বার্ড*, *লিটল ওম্যান* অভিনেত্রীকে তাঁরা ভালোই চেনেন। ৩০ বছর বয়সী এই আইরিশ অভিনেত্রী এবার নতুন এক মাইলফলকের সামনে দাঁড়িয়ে।

নতুন দুই সিনেমা *দ্য আউটরান* ও *ব্লিটজ*-এ ব্যতিক্রমী দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন সার্শা। চলচ্চিত্রবিষয়ক মার্কিন সাময়িকী *ভ্যারাইটি*র পূর্বানুমান, আগামী অস্কারে দুই সিনেমার জন্য সেরা অভিনেত্রী ও সেরা পার্শ্ব-অভিনেত্রীর মনোনয়ন পেয়ে একই অস্কারে দুই মনোনয়ন পাওয়া শিল্পীদের ‘এলিট ক্লাব’-এ ঢুকে পড়বেন সার্শা। আগামী মার্চে অনুষ্ঠেয় অস্কারের পূর্বানুমান চলতি মাসেই প্রকাশ করবে *ভ্যারাইটি*।

আগে মাত্র ১২ জন শিল্পী অস্কারে ‘ডাবল মনোনয়ন’ পেয়েছেন, সার্শা হতে পারেন এই ক্লাবের ১৩তম সদস্য। তবে সেরা অভিনেত্রী ও পার্শ্বচরিত্রে সেরা অভিনেত্রীর মনোনয়ন পেলে সার্শা হবেন এই ক্লাবের কনিষ্ঠতম সদস্য। এর আগে চারবার অস্কার মনোনয়ন পেলেও পুরস্কার পাননি সার্শা, এবার হয়তো তাঁর হাতে উঠতে পারে প্রথম অস্কার।

সার্শার দুই ছবির একটি *দ্য আউটরান* চলতি বছরের অন্যতম আলোচিত সিনেমা। ২৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যে মুক্তি পাওয়া ছবিটি আলোচনায় আসে সানড্যান্স উৎসবে প্রদর্শিত হওয়ার পর। পরে বার্লিনেও প্রশংসিত হয় ছবিটি। যুক্তরাজ্য ও জার্মানির যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত সিনেমাটি মূলত রোনা নামের এক মাদকাসক্ত তরুণীর গল্প। দীর্ঘদিন পুনর্বাসনকেন্দ্রে কাটিয়ে সে নিজের শহরে ফিরে আসে। রোনা চরিত্রে অভিনয় করেছেন

ব্লিটজ-এ সার্শা রোনান। ছবি : আইএমডিবি

সার্শা। ছবিটির নির্মাতা নোরা ফিংশাইড। ছবির অন্যতম প্রযোজকও সার্শা।

ব্লিটজ আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার সিনেমা। ঐতিহাসিক ড্রামা ঘরানার সিনেমাটি বানিয়েছেন স্টিভ ম্যাকুইন। আগামী ৯ অক্টোবর বিএফআই লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সিনেমাটির প্রিমিয়ার হবে। ১ নভেম্বর সীমিত পরিসরে মুক্তির পর ২২ নভেম্বর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম অ্যাপল টিভি প্লাসে প্রিমিয়ার হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত ছবিটিতে ৯ বছর বয়সী এক সন্তানের মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সার্শা।

সার্শা অবশ্য এই দুই সিনেমার জন্য কবে কী পুরস্কার পাবেন, তা নিয়ে চিন্তিত নন। কিছুদিন আগেই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, টানা সিরিয়াস ছবি করতে করতে তিনি ক্লান্ত। সিবিআর ডটকমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘অ্যাকশন ছবি করতে পারলে ভালোই হয়। আমি এরই মধ্যে এজেন্টকে বলে দিয়েছি, এমন কিছু করতে চাই, যাতে মানসিকভাবে নয়, শারীরিকভাবে বেশি শ্রম দিতে হবে।’

দ্য আউটরান-এর পোস্টার

আমি গলে বোলিং করতে ভালোবাসি। তবে এই ম্যাচে মাইলফলকটা মনে হয় ছোঁয়া হবে না।

প্রবাত জয়াসুরিয়া
টেস্টে ১০০ উইকেটের মাইলফলক ছোঁয়া নিয়ে ৯৫ উইকেটের মালিক শ্রীলঙ্কান স্পিনার

৬ বছর পর ইনিংস হারের মুখে কিউইরা

গল টেস্ট

খেলা ডেস্ক

২০১৮ সালের পর প্রথমবার ইনিংস ব্যবধানে হারের শঙ্কা নিয়ে আজ গলে দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনে খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ড। গতকাল বৃষ্টিতে আগেভাগেই শেষ হওয়া তৃতীয় দিনের দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ১৯৯ রান নিয়ে দিন শেষ করেছে কিউইরা। শ্রীলঙ্কা আবারও ব্যাটিংয়ে নামাতে আরও ৩১৫ রান দরকার সফরকারীদের। কঠিন সেই কাজটা করতে আজ ব্যাটিংয়ে নামবেন অবিচ্ছিন্ন ষষ্ঠ উইকেটে ৭৮ রান যোগ করা টম ব্লান্ডেল (৪৭*) ও গ্লেন ফিলিপস (৩২*)।

নিউজিল্যান্ড টেস্টে সর্বশেষ ইনিংস ব্যবধানে হেরেছিল পাকিস্তানের কাছে। ২০১৮ সালের সেই ম্যাচে ১৪ উইকেট নিয়েছিলেন পাকিস্তানের লেগ স্পিনার ইয়াসির শাহ (৮/৪১ ও ৬/১৪৩)। এবার গলেও নিউজিল্যান্ড হাঁসফাঁস করেছে স্পিনে। ২ উইকেটে ২২ রান নিয়ে দিন শুরু করা নিউজিল্যান্ড কাল প্রথম সেশনেই ৮৮ রানে অলআউট। টেস্টে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এই প্রথম ১০০ রানের কমে অলআউট হলো কিউইরা। প্রতিপক্ষকে ৮৮ রানে গুটিয়ে দিয়ে ৫১৪ রানের লিড পায় লঙ্কানরা। টেস্ট ইতিহাসে প্রথম ইনিংসে এটি পঞ্চম সর্বোচ্চ লিড।

শ্রীলঙ্কার দুই স্পিনার প্রবাত জয়াসুরিয়া (৬/৪২) ও নিশান পেইরিস (৩/৩৩) মিলে নিয়েছেন ৯ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসেও ৩ উইকেট পেয়েছেন অভিষিক্ত পেইরিস।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

শ্রীলঙ্কা : ৬০২/৫ ডি.
নিউজিল্যান্ড : ৩৯.৫ ওভারে ৮৮ (স্যান্টনার ২৯; জয়াসুরিয়া ৬/৪২, পেইরিস ৩/৩৩) ও ৪১ ওভারে ১৯৯/৫ (কনওয়ে ৬১, ব্লান্ডেল ৪৭*, উইলিয়ামসন ৪৬, ফিলিপস ৩২*; পেইরিস ৩/৯১)।

ছোট পর্দায় আজ

কানপুর টেস্ট-৩য় দিন	*টি স্পোর্টস ও গাজী টিভি*
বাংলাদেশ-ভারত	সকাল ১০টা
গল টেস্ট-৪র্থ দিন	*সনি স্পোর্টস ৫*
শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড	সকাল ১০-৩০ মি.
৫ম ওয়ানডে	*সনি স্পোর্টস ১*
ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া	বিকেল ৫-৩০ মি.
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ	*স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১*
ইপসউইচ-অ্যাস্টন ভিলা	সন্ধ্যা ৭টা
ম্যান ইউনাইটেড-টটেনহাম	রাত ৯-৩০ মি.

হারতে হারতে নাটকীয় জয় এসে গেলে সেটার আনন্দই হয় আলাদা। সেই আনন্দেই ভেসে গেলেন বাংলাদেশের যুবারা। গতকাল থিম্পুতে পাকিস্তানকে টাইব্রেকারে হারিয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবলের ফাইনালে ওঠার পর। ছবি : বাফুফে

এভাবেও ফাইনালে ওঠা যায়

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল

পিছিয়ে পড়েও নাটকীয়ভাবে ম্যাচে ফেরে বাংলাদেশ। টাইব্রেকারে পাকিস্তানকে হারিয়ে উঠেছে ফাইনালে।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ ২(৮) ২(৭) পাকিস্তান

২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ার পর বাংলাদেশের ফাইনালে ওঠার স্বপ্নটা ফিকেই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ের শেষ মুহূর্তের গোলে নাটকীয়ভাবে স্কোরলাইন ২-২। এরপর সরাসরি টাইব্রেকার, তাতে পাকিস্তানকে ৮-৭ গোলে হারিয়ে গতকাল সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। আগামীকাল ফাইনালে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ভারত গতকাল প্রথম সেমিফাইনালে নেপালকে হারিয়েছে ৪-২ গোলে।

থিম্পুর চাংলিমিথান স্টেডিয়ামে শেষ বাঁশির ঠিক আগে বাংলাদেশ কোচ সাইফুল বারী গোলকিপার নাহিদুল ইসলামকে তুলে নামান আলিফ রহমানকে। টাইব্রেকারে পাকিস্তানের আবদুল গনির নেওয়া অষ্টম শটটি আটকে দেন আলিফ। এরপর আশিকুর রহমান গোল করে বাংলাদেশকে নিয়ে যান ফাইনালে। বাংলাদেশকে ম্যাচে ফেরানো গোল দুটিও বদলি খেলোয়াড় মোহাম্মদ মানিকের।

দুই গোলে এগিয়েও শেষ পর্যন্ত হেরে যাওয়াটা পাকিস্তানের জন্য হতাশার। গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচে তারা ৯ গোল করেছিল। গতকাল ৩২ মিনিটে কর্নার থেকে হেডে ১-০ করেন পাকিস্তানের শাহাব আহমেদ। ৬০ মিনিটে বক্সে বাংলাদেশের এক ডিফেন্ডারের হাতে বল লাগলে পেনাল্টি থেকে ২-০ করেন লেফট ব্যাক আবদুল রেহমান। ৭৪ মিনিট থেকে খেলার মোড় ঘুরতে শুরু করে। ২-১ করেন বাংলাদেশের মানিক। যোগ করা সাত মিনিটের চতুর্থ মিনিটে নাটকীয়ভাবে সেই মানিকের গোলেই ২-২। বক্সে আলতোভাবে জালে ঠেলেন।

গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ দুই ম্যাচের কোনোটিতেই জেতেনি। ভারতের কাছে হার ১-০ গোলে, মালদ্বীপের সঙ্গে ১-১ ড্রয়ের পর বাংলাদেশের সেমিফাইনালে ওঠাই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ভারতের কাছে মালদ্বীপ বড় ব্যবধানে (৩-০) হেরে যাওয়ায় ভাগ্য খুলে যায় বাংলাদেশের। আর সেমিফাইনালে তো দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও প্রত্যাবর্তনের দারুণ গল্প লিখেছে বাংলাদেশ।

কোচ সাইফুল ভাগ্যের সহায়তার কথা বলেছেন ম্যাচ শেষে, 'পেনাল্টি শুটআউটে জিতেছি। তত দূর যাওয়াটা বেশ নাটকীয় ছিল। কিন্তু ম্যাচটা আমরা খুব ভালো শুরু করেছিলাম। সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি। কিছুটা ভাগ্যের সহায়তায় জিততে হয়েছে।'

ঠিক এক মাস আগে নেপালকে তাদেরই মাঠে হারিয়ে প্রথমবারের মতো সাফ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবলের শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ। এবার প্রথমবার সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ শিরোপা জয়ের অপেক্ষা। ২০২২ সালে হওয়া এই টুর্নামেন্টের প্রথম আসরে বাংলাদেশ সেমিফাইনালে বাদ পড়েছিল।

ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে মায়াঙ্ক

বাংলাদেশ সিরিজ

খেলা ডেস্ক

এ বছরের আইপিএলে মাত্র চারটিই ম্যাচ খেলেছিলেন। ওই চার ম্যাচেই নিয়মিত ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটারের আশপাশে গতি তুলে নিজেকে আলাদাভাবে চিনিয়েছেন মায়াঙ্ক যাদব। ২২ বছর বয়সী এই ফাস্ট বোলারকে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে ডেকেছে ভারত।

সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন দলে ডাকা হয়েছে তিন বছর আগে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা বরুণ চক্রবর্তীকেও। এই রহস্য স্পিনার ২০২৪ আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে ১৫ ম্যাচে ২১ উইকেট নেন।

বরুন, মায়াঙ্কদের পাশাপাশি দলে ডাকা হয়েছে নীতিশ কুমার, অভিষেক শর্মা, জিতেশ শর্মা ও হারশিত রানাদের। আর বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে টি-টোয়েন্টি দলের নিয়মিত সদস্য যশস্বী জয়সোয়াল, ঋষভ পন্ত, মোহাম্মদ সিরাজ, শুবমান গিল ও অক্ষর প্যাটেলদের।

তিন টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ ৬ অক্টোবর গোয়ালিয়রে। ৯ অক্টোবর দিল্লিতে দ্বিতীয় ম্যাচের পর হায়দরাবাদে ১২ অক্টোবর সিরিজ শেষ হবে।

ভারত দল : সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, রিংকু সিং, হার্দিক পান্ডিয়া, রিয়ান পরাগ, নীতীশ কুমার, শিবম দুবে, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিঞ্চয়, বরুণ চক্রবর্তী, জিতেশ শর্মা, অর্শদীপ সিং, হারশিত রানা ও মায়াঙ্ক যাদব।

ড্রয়ের সুবাসে স্বস্তির হাওয়া বাংলাদেশ দলে

কানপুর টেস্ট

বৃষ্টিতে দ্বিতীয় দিনে হতে পারেনি একটি বলও। টেস্টটা ড্র হচ্ছে ধরে নিয়ে বাংলাদেশ দলের ড্রেসিংরুমে স্বস্তির পরিবেশ।

মোহাম্মদ জুবাইর, *কানপুর থেকে*

খেলা শুরু হওয়ার নামগন্ধ নেই। কখনো ঝুম বৃষ্টি, কখনো ঝিরিঝিরি। বৃষ্টি একটু থামলেও কাভারের ওপরে জমা পানি সরাতে সরাতেই আবার শুরু। গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে কানপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শুরু থেকেই এমন পরিস্থিতি। তবে এমন দিনেও ঢাকঢোল আর ভুভুজেলা নিয়ে ঠিকই মাঠে হাজির স্থানীয় দর্শকেরা। এক শ-দুই শ নয়, প্রায় হাজার পাঁচেক দর্শক।

বৃষ্টির কারণে পুরো মাঠ ঢাকা। দুই দল মাঠে এসে অবস্থা দেখে হোটেলে ফিরে যায়। কিন্তু দর্শকদের ঢাকঢোল আর ভুভুজেলার আওয়াজ থামছিল না। বৃষ্টির কারণে যেখানে খেলাই হচ্ছে না, সেখানে তাঁদের কিসের এত আনন্দ! এই অঝোর ধারার মধ্যে প্রথম দিনে খেলা হয় মাত্র ৩৫ ওভার। বাংলাদেশ ৩ উইকেটে করে ১০৭ রান, মুমিনুল হক ৪০ ও মুশফিকুর রহিম ৬ রানে খেলছিলেন। আর গতকাল তো সারা দিনে একটি বলও হতে দেয়নি বৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় সময় বেলা ২টায় দ্বিতীয় দিনের খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।

কানপুরের আকাশ যেভাবে কাঁদছে, তাতে আজ টেস্টের আরও একটি দিন বৃষ্টির গর্ভে মিলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশি। তাতে বাকি সময়টা খেলা হলেও অনেক বেশি খারাপ না খেললে কানপুর টেস্টে হারার কথা নয় বাংলাদেশ দলের। দলের মধ্যে এ নিয়ে একধরনের স্বস্তিই কাজ করছে বলে খবর। হোক বৃষ্টির আশীর্বাদে, ভারতে এসে ভারতের বিপক্ষে একটা টেস্ট ড্র করতে পারলে সেটা খারাপ হবে না। ভারতের অবশ্য তাতে বিরাট ক্ষতি হবে। আইসিসি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকতে হলে রোহিতদের দরকার জয়, ড্রতে চলবে না। সে ভাবনা থেকেই বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়ে দ্রুত অলআউট করে নিজেরা একবার ব্যাটিংয়ের পরিকল্পনা করেছিল ভারত। বৃষ্টি তা হতে দেয়নি।

বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন অবশ্য বৃষ্টির কারণে খেলা হতে পারছে না বলে একটু হতাশাই প্রকাশ করলেন। অধিনায়ক হিসেবে এই পরিস্থিতিতে অবশ্য সে রকমই বলা উচিত। গতকাল বিসিবির পাঠানো ভিডিও বার্তায় নাজমুল বলেছেন, 'খেলোয়াড় হিসেবে অবশ্যই এটা হতাশাজনক ব্যাপার। অনেক কষ্ট করে খেলাটা শুরু হলো। কিছুক্ষণ খেলাও হলো। এরপর বন্ধ হয়ে গেল। আজ (গতকাল) সারা দিন খেলা হয়নি। কিন্তু কিছু করারও নেই। খেলা হলে ভালো লাগত।'

ম্যাচের পরিস্থিতি নিয়ে অধিনায়কের আক্ষেপ,

> বাকি সময়টা খেলা হলেও অনেক বেশি খারাপ না খেললে কানপুর টেস্টে হারার কথা নয় বাংলাদেশ দলের। দলের মধ্যে এ নিয়ে একধরনের স্বস্তিই কাজ করছে। হোক বৃষ্টির আশীর্বাদে, ভারতে এসে ভারতের বিপক্ষে একটা টেস্ট ড্র করতে পারলে সেটা খারাপ হবে না।

'আমার মনে হয় একটা উইকেট আমাদের বেশি পড়েছে, ব্যাটিংয়ে শুরুটা ভালো হয়েছিল। এখনো ভালোই আছে, অনেক ব্যাটসম্যান আছে। এখান থেকে যদি দুটি বড় জুটি হয়, তাহলে আমরা খুব ভালো অবস্থানে যেতে পারব। এই মুহূর্তে আমরা মাঝামাঝি একটা জায়গায় আছি।'

৫৭ বলে ৩১ রান করে বাংলাদেশের তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হয়েছেন নাজমুল। একটি উইকেট বেশি পড়েছে বলতে অধিনায়ক হয়তো নিজের আউটটাকেই বুঝিয়েছেন। অবশ্য তিনি এ-ও বলেছেন, 'উইকেট ভালোই ছিল। এখানে চ্যালেঞ্জ যেটা বেশি, এই খেলা হচ্ছে তো এই বন্ধ হচ্ছে। যেকোনো সময় বৃষ্টির একটা বাধা থাকেই। এটা মাথায় নিয়ে ব্যাটসম্যানরা ব্যাটিং করছে, এটা একটা কঠিন।'

দুশ্চিন্তা আছে উইকেট নিয়েও। টানা দুই দিন কাভারে ঢাকা পড়ে থাকা উইকেটে আবার যখন খেলা শুরু হবে, তখন কেমন আচরণ করবে কে জানে! বৃষ্টি শেষে ঘোমটা খোলা উইকেটে ব্যাটিং করার চ্যালেঞ্জ নিয়ে নাজমুল বলেছেন, 'যেহেতু বৃষ্টি, উইকেট রোদও পাচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে সামনে খেলাটা এগোলে বোঝা যাবে উইকেট কতটা চ্যালেঞ্জিং হবে।'

বাংলাদেশ দলের আরও অনেকেই অবশ্য আশাবাদী, কন্ডিশন যেমনই হোক, বাকি সময়ের মধ্যে ভারত বাংলাদেশ দলকে দুইবার অলআউট করতে পারবে না। দলের মধ্যে তাই এখনই ছড়িয়ে পড়েছে ড্রর সুবাস।

কোন পথে ক্রীড়াঙ্গন | **পর্ব-১**

ক্রীড়া ফেডারেশনের নতুন নেতার খোঁজে

মাঠে খেলা নেই। স্থবির হয়ে আছে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম পাড়ার ক্রীড়া ফেডারেশন কার্যালয়গুলো। ছবি : শামসুল হক

> আওয়ামী লীগের টানা ১৫ বছরের শাসনামলে ক্রীড়াঙ্গনে চলেছে দেদার দলীয়করণ। সেই অধ্যায়ের সমাপ্তি টানতে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সংস্কারের রূপরেখা পাওয়া যাবে কিছুদিনের মধ্যেই। তার আগে বিগত দিনে ক্রীড়াঙ্গনের হালচাল নিয়ে এই ধারাবাহিক।

মাসুদ আলম, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট বিদায় নিয়েছে শেখ হাসিনার সরকার। এর তিন দিন পর দায়িত্ব নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হাত দিয়েছে ক্রীড়াঙ্গনের সংস্কারকাজেও। সেই সংস্কারে ব্যক্তিকে সরালেই শুধু হবে না, গোটা সিস্টেমই বদলাতে হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

এরই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ২১ আগস্ট ভেঙে দেওয়া হয়েছে সারা দেশের সব জেলা-উপজেলার বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা এবং জেলা ও বিভাগীয় স্তরের সব মহিলা ক্রীড়া সংস্থা। ২৭ আগস্ট জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থায় সাত সদস্যের অ্যাডহক কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারদের।

জেলা ক্রীড়া সংস্থা গঠন করবেন জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার। সেই শুরু থেকেই জেলা প্রশাসক পদাধিকারবলে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি হয়ে আসছেন, বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার প্রধান। পরিবর্তিত অবস্থায় দ্রুতই জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারকে নিজ নিজ কমিটি করে অনুমোদনের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কাছে পাঠাতে বলা হয়েছে। সব জেলায় জেলা প্রশাসকেরা এখনো থিতু হতে পারেননি, ফলে কমিটি গঠন হতে একটু সময় লাগছে। জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলোর অ্যাডহক কমিটিতে এই প্রথম স্থানীয় একজন ক্রীড়া সাংবাদিক ও একজন ছাত্র প্রতিনিধি রাখার নির্দেশনা দিয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। জানা গেছে, জেলা ও বিভাগীয় স্তরে কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। সেই সূত্রে চলছে কমিটিতে থাকার তদবিরও।

জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলো নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু সব জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি। নির্বাচন হলেও সরকারদলীয় লোকজনই থাকত কমিটিতে। জেলা, উপজেলা, বিভাগের রাজনৈতিক আশীর্বাদপুষ্টরা হতেন এসব সংস্থার নেতা। দেশে সরকার বদলের পর কমিটিগুলো ভেঙে দেওয়ায় সারা দেশের ক্রীড়াঙ্গনে নতুন নেতৃত্ব আসছে।

সভাপতিদের অব্যাহতি

দেশে বিভিন্ন খেলার ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের সংখ্যা ৫৫। ১ সেপ্টেম্বর প্রথমে তিন ক্রীড়া ফেডারেশনের সভাপতিকে সরিয়ে দেয় সরকার। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এক চিঠিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন ২০১৮-এর ২২ ধারায় দাবা, কাবাডির সভাপতিকে অপসারণ ও ব্রিজ ফেডারেশনের সভাপতিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এর মধ্যে দাবার সভাপতি সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগেই গোপনে দেশ ছাড়েন। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির নানা অভিযোগের তদন্ত হচ্ছে এখন।

সর্বশেষ ১০ সেপ্টেম্বর ৪২টি ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিকে অব্যাহতি দিয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে ২৬টি ফেডারেশন হলো ব্যাডমিন্টন, শুটিং, হ্যান্ডবল, জুডো, কারাতে, তায়কোয়ান্দো, টেবিল টেনিস, জিমন্যাস্টিকস, বাস্কেটবল, আর্চারি, বক্সিং, রাগবি, ফেন্সিং, ভারোত্তোলন, উশু, ক্যারম, সাইক্লিং, টেনিস, কুস্তি, ভলিবল, স্কোয়াশ অ্যান্ড র‍্যাকেটস, রোইং, অ্যাথলেটিকস, খো খো, রোলার স্কেটিং ও বধির ফেডারেশন।

সরানো হয়েছে ফেডারেশনের নিচের স্তর ১৩টি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিকেও। এগুলো হলো বেসবল-সফটবল, বাশআপ, সার্ফিং, মাউন্টেনিয়ারিং, চুকবল, সেপাট-টাকরো, জুজুৎসু, প্যারা আর্চারি, কান্ট্রি গেমস, থ্রো বল, আন্তর্জাতিক তায়কোয়ান্দো, ঘুড়ি ও খিউকুশিন। এ ছাড়া ন্যাশনাল প্যারা অলিম্পিক কমিটি, বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশন ও বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতিকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

সভাপতিদের অব্যাহতির তালিকায় নেই হকি, সাঁতার, গলফসহ কয়েকটির সভাপতি। অলিখিত এক রীতি অনুযায়ী অনেক বছর ধরেই বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সভাপতি হয়ে আসছেন বিমানবাহিনীর প্রধান, সাঁতার ফেডারেশনের সভাপতি নৌবাহিনীর প্রধান। গলফ ফেডারেশনের সভাপতি পদে আছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।

ক্রীড়া ফেডারেশনগুলো নির্বাচিত কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়ে এলেও ফুটবল ও ক্রিকেট বাদে বাকিগুলোয় সভাপতি নিয়োগ দেয় সরকার। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সেই নিয়োগ বাতিল করায় বর্তমানে ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোয় সভাপতির পদগুলো শূন্য। শরীর গঠন ফেডারেশন এবং ব্যুত্থান ও ইয়োগা অ্যাসোসিয়েশনে আগে থেকেই সভাপতি ছিল না। ৪৫ জন সভাপতিকে সরিয়ে দেওয়ার পর এখন তাই মোট ৪৮টি ফেডারেশন বা অ্যাসোসিয়েশনে সভাপতি নেই।

কোনো কোনো ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকও নেই। এমন অন্তত চারটি ফেডারেশনের কথা তো বলাই যায়। অ্যাথলেটিকস, কাবাডি, কারাতে ও শরীর গঠন ফেডারেশন চারটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কেউই নেই এখন। পুলিশের মহাপরিদর্শককে অনেক দিন থেকেই কাবাডি ফেডারেশনের সভাপতি মনোনীত করে আসছে সরকার। এরই জের হিসেবে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন পরিণত হয়েছিল 'বাংলাদেশ পুলিশ ফেডারেশনে'। এর শীর্ষ তিনটি পদেই বসে ছিলেন পুলিশের তিন কর্মকর্তা। সভাপতি পদে ছিলেন সর্বশেষ আইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন, সাধারণ সম্পাদক পদে ঢাকার পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক পদে অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল হক। এর মধ্যে সভাপতির সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমানকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে কাবাডিতে শীর্ষ দুই পদই এখন শূন্য।

অ্যাথলেটিকসের সভাপতি সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়াকেও সরিয়ে দিয়েছে সরকার। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বৃহত্তর সিলেটের আওয়ামী লীগ নেতা, সাবেক সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল আবদুর রকিব যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২১ আগস্ট পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। কারাতে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ক্য শৈ হ্লা পদত্যাগ করেছেন। সাবেক কারাতেকা ক্য শৈ হ্লা বান্দরবান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১১ সেপ্টেম্বর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বিভিন্ন ফেডারেশনের কমিটিতে থাকা ক্রীড়া পরিষদের ১৬ জন কর্মকর্তাকে কমিটি থেকে সরিয়ে দেয়। এতেই বাদ পড়েন শরীর গঠন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ শামীম হাসান।

ক্রীড়া ফেডারেশন পরিচালনা করেন মূলত সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কয়েকটি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক গা ঢাকা দিয়েছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্যাসিনো-কাণ্ডে জড়িত মমিনুল হক সাঈদ, যিনি বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক। শুটিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সাবেক জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের ভাই ইন্তেখাবুল হামিদ। এ ছাড়া অনেক ফেডারেশন সম্পাদকই হয়ে পড়েছেন নিষ্ক্রিয়। পরিবর্তিত অবস্থায় তাঁরা ফেডারেশনে আর নিজেদের ভবিষ্যৎ দেখছেন না। যার ফলে ৯০ শতাংশ ফেডারেশনেরই এখন কোনো কার্যক্রম নেই।

> জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলো নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু সব জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি। নির্বাচন হলেও সরকারদলীয় লোকজনই থাকত কমিটিতে।

সার্চ কমিটি গঠন

আগামী দিনে ক্রীড়াঙ্গন কীভাবে চলবে, তার রূপরেখা ঠিক করতে ৩০ আগস্ট একটি সার্চ কমিটি গঠন করেছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে সাবেক জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন জোবায়েদুর রহমানকে, যিনি এই দায়িত্ব পেয়ে বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সহসভাপতির পদ ছেড়ে দিয়েছেন। সার্চ কমিটিকে দুই মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। কমিটি প্রায় প্রতিটি ফেডারেশন বা অ্যাসোসিয়েশন ধরে ধরে আলোচনা করছে। এতে সার্চ কমিটি দুই মাসের বেশি সময় নিতে পারে। এরই মধ্যে কমিটি সাত-আটটি সভা করেছে।

কমিটির সভায় ফেডারেশনগুলোর সংস্কার নিয়েই মূলত আলোচনা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম গঠনতন্ত্র যুগোপযোগী করা। একটা মডেল গঠনতন্ত্র তৈরি করতে চায় এই কমিটি। কারা সভাপতি হতে পারেন, কাদের নিয়ে গঠিত হতে পারে অ্যাডহক কমিটি, সেসব নাম জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কাছে প্রস্তাব করবে কমিটি। এত দিন যেভাবে সরকারের মন্ত্রী, সচিব, দলীয় নেতারা ঢালাওভাবে ফেডারেশনের নেতৃত্বে এসেছেন, আর যেন তা না হয়, এ ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছেন। মন্ত্রীর পদমর্যাদার উপদেষ্টাদের কেউও কোনো ফেডারেশনের সভাপতি হবেন না।

সার্চ কমিটির এক সদস্য জানিয়েছেন, এমন কাউকে সভাপতি করা হবে, যিনি পৃষ্ঠপোষক আনতে পারবেন। ফলে তিনি ব্যবসায়ীও হতে পারেন। রাজনীতিমুক্ত ক্রীড়াঙ্গনের আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'একেবারে খেলাধুলার সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো রাজনৈতিক নেতাকে ফেডারেশন সভাপতি করা হবে না। তবে খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত কারও কোনো রাজনৈতিক পরিচয় থাকলে তাঁকে তো বাদ দেওয়া যাবে না।' সশস্ত্র বাহিনী প্রধানদের ফেডারেশন সভাপতি রাখার পক্ষে অবস্থান জানিয়ে তিনি বলেন, 'বাহিনীপ্রধানদের কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা পাওয়া যায়। এ কারণে তাঁদের বাদ দেওয়ার চিন্তা নেই।'

ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারের আন্দোলনের মধ্যেই ২১ আগস্ট বিসিবিপ্রধানের পদ ছেড়েছেন নাজমুল হাসান। বিসিবির নতুন সভাপতি হয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক প্রধান নির্বাচক ফারুক আহমেদ। বাফুফের ২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে পঞ্চমবারের মতো সভাপতি প্রার্থী না হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন কাজী সালাহউদ্দিন। ফলে ক্রীড়াঙ্গনে সবচেয়ে বড় দুটি ফেডারেশনের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন পর পরিবর্তন হয়েছে বা হতে যাচ্ছে।

ভারোত্তোলন ফেডারেশনের সহসভাপতি ও পাঁচ দশকেরও বেশি ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে জড়িত সংগঠক মহিউদ্দিন আহমেদ মনে করেন, দ্রুতই ফেডারেশনগুলোয় সভাপতি নিয়োগ দিয়ে এগুলোকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। সেই সভাপতিদের ক্রীড়াঙ্গনে গ্রহণযোগ্য লোক হতে হবে। তিনি বলেন, 'সভাপতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট খেলার কোনো সাবেক খেলোয়াড় এলে ভালো হয়। তবে তাঁর সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকতে হবে। হুট করে অচেনা কাউকে চাপিয়ে দিলে কোনো ফল আসবে না। অতীতে এমন সভাপতি ফেডারেশনের অফিসেই আসেনি, ভবিষ্যতেও আসবে বলে মনে হয় না।'

কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলায় প্রায় দেড় মাস ধরে পানিবন্দী হয়ে আছেন বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা। গতকাল উত্তর হাওলা এলাকায়। ছবি : এম সাদেক

আবাসিক পাখি

এ জীবনে দেখা বাবুইয়ের বাসা

আ ন ম আমিনুর রহমান, *পাখি ও বন্য প্রাণী প্রজনন ও চিকিৎসাবিশেষজ্ঞ*

সাত বছর আগের কথা। ভারতের উত্তরাখন্ড রাজ্যের নৈনিতালে এসেছি। শহর থেকে ১২.৫ কিলোমিটার দূরে খুরুপতালের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত ডাইন্যাস্টি রিসোর্টে উঠেছি। দুই দিন ধরে এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলো দেখে তৃতীয় দিন সকালে হিমালয়ান উদ্ভিদ উদ্যানে গেলাম। এরপর ইকো কেভ পার্ক দর্শন করে দুপুরে বিখ্যাত শিকারি ও প্রকৃতিবিদ জিম করবেটের জাদুঘরের উদ্দেশে ৩২ কিলোমিটার পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে কালাধুঙ্গি পৌঁছলাম। বহুদিনের জমে থাকা ইচ্ছাটা পূরণ হলো।

জাদুঘর থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরের রামনগরের ক্ল্যারিসা রিসোর্টের দিকে রওনা হলাম করবেট জাতীয় উদ্যান দেখার জন্য। দেলা রোড ধরে এগিয়ে চলেছি। ২৫ কিলোমিটার চলার পর হঠাৎ রাস্তার পাশের বিদ্যুতের তারে এক প্রজাতির বাবুইয়ের উপনিবেশ বাসা চোখে পড়ল; কিন্তু ড্রাইভার গাড়ি থামালেন বেশ দূরে। এদিকে সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এসেছে। তাই সহযাত্রীরা আর পেছনে যেতে চাইলেন না। ফলে অতি বিরল বাবুইয়ের বাসার ছবি তোলা হলো না। মনের কষ্ট মনেই রয়ে গেল।

এ জীবনে বাবুইয়ের বাসা কম দেখিনি। এ দেশে ওরা সচরাচর তালগাছে বাসা গড়ে। আমার গ্রাম মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ার পুরান বাউশিয়ায় খেজুরগাছেও বাসা দেখেছি। সম্প্রতি আবারও দেখলাম বিরুলিয়ায়। রংপুর শহরের রবার্টসনগঞ্জে সুপারিগাছে বাসা দেখেছি ২০১০ সালে। পরবর্তী সময়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কণ্টকময় বাবলাগাছে বাবুইয়ের বাসা দেখেছি। রাজশাহীর পদ্মার চরের লম্বা ঘাসের আগায় কালোবুক বাবুইয়ের বাসা দেখেছি ২০১৫ সালে। বর্ষার পাখির খোঁজে ৭ সেপ্টেম্বর কেরানীগঞ্জের কলাতিয়ায় গিয়ে নারকেলগাছে জীবনের প্রথম বাবুইয়ের বাসা দেখলাম।

ঢাকার বিরুলিয়ায় খেজুরগাছে তৈরি বাসা পরীক্ষা করছে স্ত্রী বাবুই। ছবি : লেখক

প্রজননকালে পুরুষ বাবুই ধান, ঘাস ও তাল-খেজুরের পাতার শিরার এক পাশে ঠোঁট চালায়। এরপর ওড়ার জন্য জোরে ডানা ঝাপটায়। গতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পত্রফলকের একাংশ ঠোঁটের সঙ্গে কেটে যায়। দু-তিন ফুট লম্বা পত্রফলক ঠোঁটে চেপে ওড়ার দৃশ্য সত্যিই চমৎকার। এরপর পছন্দের গাছের সরু ডাল বা পত্রধারে সেটি প্যাঁচায়, গিঁট দেয় ও বাসা বুনতে শুরু করে। সুচালো ঠোঁটের সাহায্যে পাতা ফুটো করে সেলাইয়ের মতো ফোঁড়ের পর ফোঁড় দিয়ে যায়। লম্বা টুপির মতো বাসার অর্ধেকটা তৈরি হলেই ঝাঁকে ঝাঁকে স্ত্রী বাবুই আসে। বরবেশী পুরুষেরা তখন কিচিরমিচির শব্দে প্রেমের গান গেয়ে, ডিগবাজি খেয়ে, বাসা দুলিয়ে প্রেয়সীদের অভ্যর্থনা জানায়। স্ত্রীরা একেকটি বাসায় প্রবেশ করে; খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করে, টেনেটুনে বুনন পরীক্ষা করে। এক বাসা থেকে অন্য বাসায় যায়। পছন্দ হলে সেই বাসার স্থপতিকেই বেছে নেয়। এরপর পুরুষ বাসার বাকি কাজ শেষ করে। বাসা বানাতে ৭ থেকে ১০ দিন লাগে। ২০১৩ সালে মৌলভীবাজারের ভানুগাছে একটি তালগাছে পুরুষ বাবুইয়ের বাসা বানানো ও স্ত্রী বাবুইয়ের তা পরীক্ষা করার দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। বেঁচে থাকুক স্থপতি পাখিগুলো বাংলার বুকে চিরকাল।

দেড় মাসেও নামেনি বন্যার পানি, বাসিন্দাদের ভোগান্তি

কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ

দেখা দিয়েছে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব। এমন বানের পানি কখনোই দেখেননি দাবি স্থানীয়দের।

- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, পানি নামার পথ বন্ধ বা সংকুচিত হয়ে পড়ায় এ পরিস্থিতি।
- পানি দ্রুত না নামার কারণ হিসেবে নদী-খাল দখলের কথা বলছেন স্থানীয় লোকজন।

আবদুর রহমান, *কুমিল্লা*

কুমিল্লার মনোহরগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রাম উত্তর হাওলার বাসিন্দা মো. শাহজাহানের বয়স ষাটের কাছাকাছি। বেশ কয়েকটি বড় বন্যা দেখেছেন। তবে এবারের বন্যাকে স্মরণকালের ভয়াবহ হিসেবেই মনে রাখতে চান বন্যাকবলিত গ্রামটির এই বাসিন্দা। কারণ হিসেবে অতীতে এমন বানের পানি কখনোই দেখেননি বলে জানান তিনি।

মো. শাহজাহানের ভাষ্য, অতীতে বন্যা হয়েছে, আবার কয়েক দিন পর পানি নেমে গেছে। কিন্তু এবার প্রায় দেড় মাস হলেও বন্যার পানি সেভাবে নামছে না। এতে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ জলাবদ্ধতা।

গতকাল শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মনোহরগঞ্জের অন্তত ১০টি গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে, শাহজাহানের মতোই দুর্ভোগ ও কষ্টে আছেন শত শত পানিবন্দী মানুষ। এখনো অনেক সড়ক পানির নিচে। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এমন পরিস্থিতিতে সেখানে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে।

এবারের বন্যায় কুমিল্লার ১৭টি উপজেলার মধ্যে ১৪টিতেই পরিস্থিতি খুব খারাপ ছিল। তবে অন্যান্য উপজেলার তুলনায় মনোহরগঞ্জের বন্যার পানি এখনো তেমন নামেনি। দেড় মাস পরও উপজেলার অর্ধলক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী।

সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, জমে থাকা বন্যার পানি রূপ নিয়েছে দীর্ঘমেয়াদি জলাবদ্ধতায়। এতে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, মনোহরগঞ্জে এখনো ৭০ শতাংশ গ্রামীণ সড়ক পানিতে তলিয়ে রয়েছে। মনোহরগঞ্জ ছাড়া পাশের লাকসাম ও নাঙ্গলকোট উপজেলার দক্ষিণের কয়েকটি স্থানেও বানের পানি সেভাবে নামতে না পারায় এসব এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে।

কুমিল্লা জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) কর্মকর্তারা বলছেন, অবাধে নদী, খাল ও জলাশয় দখল-ভরাটের কারণে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। খাল দখল ও ভরাটের কারণে পানি চলাচলের পথ বন্ধ হওয়ায় বন্যার পানি দ্রুত নামতে পারছে না।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে মনোহরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উজালা রানী চাকমা গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'নদী-খালে বাঁধ দিয়ে মাছ শিকারের কারণে পানি নামতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। আমরা যেখানেই খবর পাচ্ছি, সেখানেই নদী-খালের বাঁধ অপসারণে অভিযান চালাচ্ছি। পানি কেন কমছে না, তা খতিয়ে দেখতে ছয় সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছে।'

বাসিন্দাদের ভোগান্তি

উপজেলার খিলা ইউনিয়নের সাতেশ্বর গ্রামের হেলাল উদ্দিন বলেন, 'গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ এখনো পানিবন্দী। দেড় মাসেও পানি নামেনি। আরও কত দিন এ দুর্ভোগের মধ্যে থাকতে হয় জানি না।'

কাটুনিপাড়া গ্রামে এখনো নৌকা ছাড়া চলাচলের কোনো উপায় নেই। ওই গ্রামের বাসিন্দা ইহসাক মজুমদার বলেন, পানি কিছুটা কমে, আবার বৃষ্টি হলে বেড়ে যায়। এখন যে পানি আছে, তা কমছে না।

স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে বন্যার পানি দ্রুত নামতে না পারার কারণ হিসেবে কয়েকটি তথ্য পাওয়া গেছে। তাঁদের ভাষ্য, এই উপজেলা থেকে বন্যার পানি দুইভাবে নামার কথা। একটি ডাকাতিয়া নদী। বর্তমানে নদীর বেশির ভাগ এলাকা কচুরিপানায় ভর্তি। নদীর প্রধান শাখা খালগুলোরও একই অবস্থা।

পানি নামার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে ডাকাতিয়া নদীর নদনা খালের মুখে নির্মিত স্লুইসগেট। কুমিল্লা পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০০৬-০৭ অর্থবছরে প্রায় দুটি কোটি টাকা ব্যয়ে গেটটি নির্মাণ করে; কিন্তু নির্মাণের পর থেকে এটির আর মেরামত বা সংস্কার করা হয়নি। নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পরের বছরই সেটি অকেজো হয়ে পড়ে। গেটটি এখন মানুষের 'গলার কাঁটা' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ ছাড়া বিগত সময়ে ক্ষমতাসীন দলের লোকজন ও প্রভাবশালীরা ডাকাতিয়া নদী ও নদীর শাখা খালগুলো দখল করেছেন। গ্রামীণ ছোট-বড় খালগুলোও প্রভাবশালীরা দখল-ভরাট করেছেন। অনেক স্থানে খালের মধ্যে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে রাস্তা করা হয়েছে। এসব কারণে এ উপজেলায় বন্যার পানি জমে সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ জলাবদ্ধতা।

মনোহরগঞ্জের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের পানি আগে বেরুলা খাল দিয়ে নিষ্কাশিত হতো। কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়ক চার লেন প্রকল্পে কোনো নিয়মের তোয়াক্কা না করেই খালের বড় অংশ ভরাট করে সড়ক নির্মাণ করে সড়ক ও জনপথ বিভাগ। খালটির অন্যান্য অংশ দখল ও ভরাট করেছেন স্থানীয় প্রভাবশালীরা। এতে বন্যার পানি নামতে পারছে না।

জানতে চাইলে পাউবো কুমিল্লার নির্বাহী প্রকৌশলী খান মোহাম্মদ ওয়ালিউজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, মূলত পানি নামার পথগুলো বন্ধ বা সংকুচিত হয়ে পড়ায় এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। খাল দখল ও ভরাট যাঁরা করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়াসহ পানি নামার পথ আগের মতো সৃষ্টি করতে হবে। এটা না করা গেলে দ্রুত এসব সমস্যা সমাধান হবে না।

তিস্তার পানি দ্রুত বাড়ছে, পানিবন্দী হাজারো পরিবার

প্রথম আলো ডেস্ক

উজান থেকে নেমে আসা ঢল আর গত কয়েক দিনের টানা ভারী বৃষ্টিতে উত্তরে তিস্তা নদীর পানি দ্রুত বাড়ছে। বেশ কয়েকটি পয়েন্টে বিপৎসীমার খুব কাছাকাছি পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তিস্তার পানি বেড়ে উত্তরের বেশ কয়েকটি জেলায় নদীতীরবর্তী এলাকা ও নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে হাজারো পরিবার। বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কয়েক দিন ধরেই তিস্তা নদীর পানি বাড়ছে। তবে গতকাল শনিবার থেকে উত্তরের কয়েকটি জেলা দিয়ে প্রবাহিত এ নদীর পানি দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্র বলেছে, গতকাল সকালে তিস্তার পানি বিপৎসীমার ১৫ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। তবে বিকেল থেকেই পানি বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটারে চলে আসে। পানি বেড়ে নদীতীরবর্তী নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে।

তিস্তার পানির উচ্চতা বাড়ায় লালমনিরহাট সদর উপজেলার গোকুণ্ডা, রাজপুর, খুনিয়াগাছ, আদিতমারীর মহিষখোঁচা, কালীগঞ্জের ভোটমারী, হাতীবান্ধার গড্ডিমারী, সিংগীমারী, সিন্দুর্না, পাটিকাপাড়া, ডাউয়াবাড়ি ইউনিয়নের নদীতীরবর্তী নিম্নাঞ্চলের গ্রামগুলো প্লাবিত হচ্ছে।

এদিকে তিস্তার পানি বেড়ে নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার পূর্ব ছাতনাই, পশ্চিম ছাতনাই, টেপাখড়িবাড়ি, খালিশাচাপানী, ঝুনাগাছচাপানী, গয়াবাড়ি, খগাখড়িবাড়ি ইউনিয়নের নদীতীরবর্তী ১৫টি গ্রামের পাঁচ হাজারের বেশি পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে।

উপজেলার পূর্ব বাইশপুকুর গ্রামের আমিনুর রহমান (৩৫) গতকাল বলেন, 'আজ সকাল থেকে তিস্তার পানি বেশি বাড়ছে। আমাদের বাড়িতে পানি উঠেছে। তলিয়ে গেছে ১৫ বিঘা রোপা আমন খেত।'

পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) ডালিয়া শাখার উপপ্রকৌশলী মোহাম্মদ রাশেদীন গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, নদীর পানি দ্রুত বাড়তে থাকায় এ দিন তিস্তা ব্যারাজের ৪৪টি গেট খুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে গতকাল বেলা তিনটায় রংপুরের কাউনিয়া পয়েন্টে তিস্তার পানি বিপৎসীমার ১১ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। রংপুর পানি উন্নয়ন বোর্ড বলেছে, আগামী ২৪ থেকে ৭২ ঘণ্টায় মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। এ সময় তিস্তার পানি বেড়ে নদীতীরবর্তী চরাঞ্চলসহ নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হতে পারে।

পানি বাড়ছে কুড়িগ্রামেও

কুড়িগ্রামের প্রধান নদ-নদীগুলোর পানি বৃদ্ধিও অব্যাহত রয়েছে। এতে জেলার ধরলা, তিস্তা, দুধকুমার ও ব্রহ্মপুত্র নদ-নদী অববাহিকার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে মৌসুমি ডাল ও বাদামখেত তলিয়ে গেছে।

গতকাল দুপুরে ধরলা নদীর পানি তালুক শিমুলবাড়ী পয়েন্টে ১ দশমিক ৬৪ সেন্টিমিটার, দুধকুমার নদের পানি পাটেশ্বরী পয়েন্টে ২ দশমিক ৪৭ সেন্টিমিটার, ব্রহ্মপুত্র নদের পানি চিলমারী পয়েন্টে ৩ দশমিক ৩ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

কুড়িগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রাকিবুল হাসান জানান, ভারী বৃষ্টিতে তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, দুধকুমার ও ধরলা নদ-নদীর পানি বেড়ে নদীতীরবর্তী নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে। পানি এভাবে বাড়তে থাকলে আগামী ২৪ ঘণ্টায় তিস্তার পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। এতে এসব নদ-নদীর সংশ্লিষ্ট চরাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১৩ আশ্বিন, ১৪৩১
২৪ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬

- বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে কতটি দেশে শান্তিরক্ষী পাঠিয়েছে?
  উত্তর: ৪৩টি দেশে (৬৩টি মিশন)।
- আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস কবে পালিত হয়?
  উত্তর: ২৮ সেপ্টেম্বর।
- 'বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস' কবে পালিত হয়?
  উত্তর: ২৮ সেপ্টেম্বর।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) বর্তমান প্রধান কে?
  উত্তর: করিম এ এ খান।
- সম্প্রতি রোহিঙ্গাদের জন্য কী পরিমাণ অর্থ সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র?
  উত্তর: ২০ কোটি ডলার।
- জাপানের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
  উত্তর: ইশিবা শিগেরু।
- কে প্রথম জলাতঙ্ক রোগের টিকা আবিষ্কার করেন?
  উত্তর: লুই পাস্তুর। (মৃত্যু: ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫)
- 'জেএফ-১৭' ব্লক থ্রি ফাইটার জেট কোন দেশের তৈরি?
  উত্তর: পাকিস্তান।

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

- জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ইউনূস বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন- ২৭ সেপ্টেম্বর,২০২৪ ।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘে শান্তিরক্ষী প্রেরণ করেছে- ৪৩টি দেশে ৬৩টি মিশনে।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন- ১৬৮ জন বাংলাদেশি।
- ড.ইউনূস প্রবর্তিত তিন শূন্য ধারণাটি হলো-
  শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব ও শূন্য কার্বন নিঃসরণ।
- জি আই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে-
  ভোলার মহিষের দুধের কাঁচা দই ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছানামুখী মিষ্টি।
- যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হেনেছে- হারিকেন হেলেন।
- জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী- শিগেরু ইশিবা।

সংবাদপত্র থেকে MCQ

১. সাম্প্রতিক সময়ে কোন দেশে 'Monsoon Revolution' সংঘটিত হয়েছে?
ক. ইরান খ. আর্জেন্টিনা
গ. বলিভিয়া ঘ. বাংলাদেশ

২. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস কোন ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছেন?
ক. ইংরেজি খ. ফ্রেঞ্চ
গ. বাংলা ঘ. স্প্যানিশ

৩. আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত (ICJ)-এ কতজন বিচারক রয়েছেন?
ক. ১৮ জন খ. ৯ জন
গ. ১৩ জন ঘ. ১৫ জন

৪. আলেকজান্ডার ফ্লেমিং কখন পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন?
ক. ১৯৪৩ সালে খ. ১৯২৮ সালে
গ. ১৯২১ সালে ঘ. ১৯২৭ সালে

৫. হার্ডিঞ্জ ব্রিজ কোন নদীর উপর নির্মিত?
ক. পদ্মা খ. যমুনা
গ. তিস্তা ঘ. কুশিয়ারা

৬. মুঘল আমলের স্থাপনা 'ইদ্রাকপুর কেল্লা' কোথায় অবস্থিত?
ক. নারায়ণগঞ্জ খ. মুন্সীগঞ্জ
গ. বাগেরহাট ঘ. কুমিল্লা

৭. দেশে তথ্য অধিকার আইন কোন সালে চালু হয়?
ক. ২০০৯ সালে খ. ২০১৪ সালে
গ. ২০১৭ সালে ঘ. ২০২১ সালে

৮. জলাতঙ্ক প্রতিরোধে 'র‍্যাবিস ভ্যাকসিন' উদ্ভাবন করেন কে?
ক. উইলিয়াম রন্টজেন খ. ম্যারি কুরি
গ. ক্যারোলাস লিনিয়াস ঘ. লুই পাস্তুর

৯. বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী কে?
ক. সিরিমাভো বন্দরনায়েকে খ. বেনজির ভুট্টো
গ. ইন্দিরা গান্ধী ঘ. চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা

১০. টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেটের (পুরুষ) প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন কোন দল?
ক. ওয়েস্ট ইন্ডিজ খ. ভারত
গ. পাকিস্তান ঘ. অস্ট্রেলিয়া

সঠিক উত্তর:

১. ঘ	২. গ	৩. ঘ	৪. খ	৫. ক	৬. খ	৭. ক	৮. ঘ	৯. ক	১০. খ

আন্তর্জাতিক সংবাদ:

তারিখ: ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
রোজ: শনিবার

✍ জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন কে?

উত্তর: শিগেরু ইশিবা।

[জাপানের ক্ষমতাসীন দল লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এলডিপি) আইনপ্রণেতাদের ভোটে দলের নেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিগেরু ইশিবা। তিনিই হতে চলেছেন দেশটির পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী। জাপানের পার্লামেন্টে এলডিপি সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই দলের নতুন নেতাই হবেন জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী।] সূত্র- কালেরকণ্ঠ।

Image Ref.
Al Jazeera

✍ ২০২৪ সালে বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় কী?

উত্তর: 'জলাতঙ্ক নিমূলে প্রয়োজন সব প্রতিবন্ধকতা নিরসন'।

আজ ২৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস। ২০০৮ সাল থেকে বাংলাদেশসহ এশিয়ার ২২টি দেশ বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস পালন করে আসছে। এবারে দিবসটির প্রতিপাদ্য 'জলাতঙ্ক নিমূলে প্রয়োজন সব প্রতিবন্ধকতা নিরসন'। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, মানুষের জলাতঙ্কের জন্য কুকুর ৯ শতাংশ, বিড়াল ২ শতাংশ, বাদুর ২ শতাংশ এবং অন্যান্য প্রাণী ৩ শতাংশ দায়ী।

Image Ref.
Dhaka Post

✍ ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক সামরিক মিশন কবে সমাপ্ত হবে?

উত্তর: ২০২৫ সালে।

[ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক সামরিক মিশন ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে শেষ হবে। এ মিশন শেষ হওয়ার পর দুই দেশের সামরিক সম্পর্ক একটি দ্বিপক্ষীয় অংশীদারত্বে রূপান্তরিত হবে। ২০১৪ সালে ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য গঠিত জোটের অংশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় দুই হাজার ৫০০ ইরাকে এবং প্রতিবেশী সিরিয়ায় ৯০০ সেনা রয়েছে।] সূত্র- কালেরকণ্ঠ।

Image Ref.
BD News

✍ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী রাষ্ট্র কয়টি?

উত্তর: পাঁচটি।

[জাতিসংঘ সনদের ২৩ নং অনুচ্ছেদে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সম্পর্কে উল্লেখ আছে। জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য ৫টি দেশ। সম্প্রতি, নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বলেন, নিরাপত্তা পরিষদকে আরও প্রতিনিধিত্বশীল করতে হবে। আফ্রিকা, ব্রাজিল, ভারত, জাপান ও জার্মানিকে স্থায়ী সদস্য করা উচিত। সঙ্গে নির্বাচিত সদস্যদের জন্য আসনও বাড়ানো প্রয়োজন।] সূত্র- বার্তা২৪।

Image Ref.
Kalbela

জাতীয় সংবাদ:

তারিখ: ২৮ সেপ্টেম্বর,২০২৪
রোজ: শনিবার

নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত নতুন নাম কী?

উত্তর: জাহাজ ও বন্দর মন্ত্রণালয়।

[নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের নামের মধ্যে 'নৌকা' শব্দটি থাকায় এ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে জাহাজ ও বন্দর মন্ত্রণালয় করার প্রস্তাব করা হবে বলে জানিয়েছেন নৌ-পরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন।] সূত্র- আরটিভি।

Image Ref.
ইত্তেফাক

'ডেন-২' কী?

উত্তর: ডেঙ্গুর সেরোটাইপ বা ধরন।

[চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডেঙ্গুর (ডেন-১, ডেন-২, ডেন-৩ ও ডেন-৪) চারটি ধরন রয়েছে। দেশে বিগত দুই বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও ডেঙ্গুর সেরোটাইপ বা ধরন 'ডেন-২'-এর প্রাধান্য বিস্তার করছে। সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) ডেঙ্গু পজিটিভ অর্ধশত (৫০টি) রোগীর নমুনা বিশ্লেষণ করে সেখানে ৭০ শতাংশ (৬৯ দশমিক ২০ শতাংশ) ডেন-২ এর উপস্থিতি পেয়েছে।] সূত্র- যুগান্তর।

Image Ref.
বাংলাদেশ জার্নাল

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস কবে?

উত্তর: ২৮ সেপ্টেম্বর।

[আজ ২৮ সেপ্টেম্বর, আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২৪। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এ দিবসটি পালিত হবে। বাংলাদেশ তথ্য কমিশন দেশীয় প্রেক্ষাপটে 'তথ্য জানার অধিকার দিবস-২০২৪' এর স্লোগানের শিরোনাম দিয়েছে 'কর্তৃপক্ষের সকল দ্বার, খুলে দেবে তথ্য অধিকার'।] সূত্র- ইত্তেফাক।

Image Ref.
দেশ রূপান্তর

নির্বাচনে 'পিআর' সিস্টেম কী?

উত্তর: সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব।

[সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি ইংরেজিতে যাকে Proportional Representation (PR) System বলা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে নির্বাচন ব্যক্তি-প্রার্থীদের মধ্যে হয় না। নির্বাচন হয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা ৩০০। এসব আসনে সরাসরি ভোট হয়। সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে ভোট হলে প্রতি ১ শতাংশ ভোটের জন্য তিনটি আসন পাওয়া যাবে। যে দল ৫০ শতাংশ ভোট পাবে, তারা সংসদে আসন পাবে ১৫০টি।] সূত্র- সমকাল।

Image Ref.
সিএনএন